রামায়ণ।

শ্রীমন্মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত-

আদিকাণ্ড

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ

মহতাবচন্দ্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীআশুতোষশিরোরত্ন-দ্বারা অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত

শকাব্দাঃ ১৭৮৮।

শ্রীপুরুষোত্তমদেবচট্টরাজ-দ্বারা মুদ্রিত।

রামায়ণ আদিকাণ্ডের সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্ক্তিতে
নারদের প্রতি বাল্মীকির প্রশ্ন ...	১	১
বাল্মীকির নিকটে নারদের রামচরিত বর্ণন ও রামায়ণ পাঠের ফল কীর্ত্তন ...	ঐ	১১
বাল্মীকির নারদকে পূজা করন এবং তাঁহার প্রস্থান ...	১০	২০
শিষ্যের সহিত বাল্মীকির তমসাতীরে গমন ও ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শন ...	১১	১
ব্যাধের ক্রৌঞ্চবধ এবং ক্রৌঞ্চীর রোদন ...	ঐ	১৭
বাল্মীকির করুণা, ব্যাধের প্রতি উক্তি, চিন্তা ও শিষ্যের প্রতি আদেশ ...	ঐ	২৩
ভরদ্বাজের সেই বাক্যের শ্লোকত্ব স্বীকার এবং বাল্মীকির তাঁহার প্রতি সন্তোষ, অবগাহন ও আশ্রমে গমন	১২	১৫
বাল্মীকির আশ্রমে ব্রহ্মার আগমন এবং তাঁহার তাঁহাকে পূজা করণ, তাঁহার বাক্যানুসারে উপবেশন ও তাঁহার নিকটে সেই শ্লোক গান ...	ঐ	২৪
ব্রহ্মার বাল্মীকির প্রতি উক্তি ও অন্তর্দ্ধান ...	১৩	১৭
শিষ্যগণের সহিত বাল্মীকির বিস্ময় এবং তাঁহাদিগের সেই শ্লোক গান ও প্রশংসা করণ ...	১৪	১২

সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পংক্তিতে
বাল্মীকির রামায়ণ রচনা, তাহার প্রকরণাদি নির্দ্দেশ ও 'কে আমার এই প্রবন্ধটি প্রচার করিবে,' এরূপ চিন্তা-পূর্ব্বক কুশী ও লবকে রামায়ণ শিক্ষা দান এবং তাঁহাদিগের রামায়ণ অভ্যাস	১৪	১৮
মুনিগণের সভাতে কুশী ও লবের রামায়ণ গান এবং তাঁহাদিগের নিকট নানাবিধ পুরস্কার প্রাপ্তি	১৯	২১
রামের কুশী ও লবের নিকট রামায়ণ-গান শ্রবণ ...	২১	৮
অযোধ্যা ও দশরথের রাজ্য-শাসন-প্রণালী বর্ণন ...	২২	ঐ
দশরথের পুত্রজন্য অশ্বমেধ যাগ করিতে অভিলাষ ও সুমন্ত্রের প্রতি গুরুদিগকে আনয়নার্থ আদেশ ...	২৯	১৫
সুমন্ত্রের বশিষ্ঠাদিকে আনয়ন এবং দশরথের তাঁহাদিগকে পূজা করণ ও তাঁহাদিগের নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় কীর্ত্তন	৩০	৩
বশিষ্ঠ-প্রভৃতির দশরথের বাক্য অনুমোদন ও তাঁহার প্রতি যজ্ঞের আয়োজন করণার্থ উক্তি	ঐ	১৫
দশরথের সন্তোষ ও অমাত্যদিগের প্রতি যজ্ঞের আয়োজন করণার্থ আদেশ	ঐ	২২
অমাত্যদিগের দশরথের বাক্য স্বীকার এবং বশিষ্ঠ-প্রভৃতির প্রস্থান	৩১	১২
দশরথের সচিবদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া অন্তঃপুরে গমন ও পত্নীদিগের প্রতি দীক্ষা গ্রহণার্থ উক্তি এবং তাঁহার পত্নীদিগের সন্তোষ	ঐ	১৮
দশরথের নিকটে সুমন্ত্রের সনৎকুমার-কথিত ইতিবৃত্ত কথন	৩২	৫
ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মাদিবিবরণ	ঐ	১৪
অঙ্গরাজ রোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি	ঐ	২১

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পংক্তিতে
রোমপাদের অনাবৃষ্টিনিবারণার্থ সচিবাদির সহিত পরামর্শ, বেশ্যা-দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন ও তাঁহাকে শান্তানাম্নী কন্যা দান এবং তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবৃত্তি	৩৩	২
সুমন্ত্রের দশরথের বাক্যানুসারে বিস্তারিত রূপে ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়ন বিবরণ বর্ণন ও তাঁহার প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত উক্তি	৩৪	৯
দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন, যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থ তাঁহাকে বরণ, বশিষ্ঠাদির অনুমতি গ্রহণ এবং যজ্ঞের আয়োজন করণার্থ অমাত্যদিগের প্রতি আদেশ	৩৯	১০
অমাত্যদিগের দশরথের বাক্য স্বীকার ও তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করণ এবং বশিষ্ঠাদির প্রস্থান	৪৩	৮
দশরথের বশিষ্ঠের প্রতি যজ্ঞভার অর্পণ এবং তাঁহার তাহা স্বীকার, পরিচারকদিগের প্রতি কর্ত্তব্য আদেশ ও সুমন্ত্রের প্রতি রাজাদি নিমন্ত্রণার্থ উক্তি	ঐ	১৮
সুমন্ত্রের বশিষ্ঠের বাক্যানুরূপ কার্য্য করণ	৪৬	১৪
পরিচারকদিগের বশিষ্ঠের প্রতি 'সমস্ত কার্য্যই করা হইয়াছে,' এরূপ উক্তি এবং তাঁহার তাহাদিগকে উপদেশ দান	ঐ	১৯
রাজাদিগের অযোধ্যাতে আগমন এবং বশিষ্ঠের দশরথের প্রতি যজ্ঞভূমিতে গমনার্থ উক্তি	৪৭	১
দশরথের যজ্ঞভূমিতে গমন ও পত্নীদিগের সহিত দীক্ষা গ্রহণ	ঐ	১২
অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ	ঐ	১৮
দশরথের ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা দান, যাচকগণ তর্পণ ও পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান	৫১	২৩

সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তিতে
দেবাদির রাবণ বধের পরামর্শ … … … … …	৫৪	৩
দশরথের যজ্ঞভূমিতে বিষ্ণুর আগমন, দেবগণের প্রার্থনায় মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইতে অঙ্গীকার ও অন্তর্দ্ধান…	৫৫	১২
প্রজাপতিপ্রেরিত প্রাণীর দশরথের যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থান, তাঁহাকে পায়স দান ও অন্তর্দ্ধান … … …	৫৮	৯
দশরথের প্রীতি ও পত্নীদিগকে পায়স দান এবং তাঁহাদিগের পায়স ভক্ষণ ও গর্ভগ্রহণ … … … …	৫৯	২০
ব্রহ্মার আদেশে দেবাদির বানররূপী পুত্র উৎপাদন…	৬০	১৭
বানরদিগের সামর্থ্যাদি-বিবরণ… … … … …	৬২	ঐ
দশরথের যজ্ঞসমাপ্তি এবং দেবাদির প্রস্থান … …	৬৩	১
রামাদির উৎপত্তি এবং সেই নিমিত্ত মহোৎসব … …	ঐ	১৯
বশিষ্ঠের রামাদির নামকরণাদি বরণ … … …	৬৬	৬
রামাদির শিক্ষাদি গুণে দশরথের সন্তোষ ও তাঁহাদিগের বিবাহ-বিষয়ক-চিন্তা … … … … …	ঐ	১৫
দশরথের নিকটে বিশ্বামিত্রের আগমন এবং তাঁহার তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক প্রবেশিত করণ ও তাঁহার প্রতি আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা… … … … … …	৬৭	২২
দশরথের নিকটে বিশ্বামিত্রের আগমনের হেতু কীর্ত্তন ও রামকে লইয়া যাইতে প্রার্থনা … … … …	৭০	১৩
দশরথের স্নেহ ও বিশ্বামিত্রের প্রতি যজ্ঞ-বিঘ্নকারীদিগের বিবরণ জিজ্ঞাসা… … … … … …	৭২	৯
দশরথের নিকটে বিশ্বামিত্রের বিঘ্নকারীদিগের বিবরণ বর্ণন এবং তাঁহার তাঁহাকে পুত্র দানে অসম্মতি প্রকাশ	৭৪	৯
বিশ্বামিত্রের দশরথের প্রতি সক্রোধ বাক্য ও অত্যন্ত কোপ এবং তজ্জন্য ভূমিকম্পাদি … … … …	৭৫	১৫
বশিষ্ঠের উপদেশে দশরথের বিশ্বামিত্রকে পুত্র দান …	৭৬	৭

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তিতে
রাম ও লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রের অনুগমন	৭৮	১৯
বিশ্বামিত্রের রামকে বলা ও অতিবলা বিদ্যা দান, সরযূ-তীরে রজনী যাপন ও প্রভাতে পুনর্ব্বার গমন	৭৯	১২
কামাশ্রমের উপাখ্যান	৮১	১৬
কামাশ্রমবাসী মুনিদিগের বিশ্বামিত্র-প্রভৃতির আতিথ্য করণ এবং তাঁহাদিগের তথায় রজনী যাপন ও প্রাতে নদী উত্তীর্ণ হওয়া	৮৩	১
গঙ্গাজলের তুমুল ধ্বনির হেতু বর্ণন	৮৪	১
মলদ ও করূষ দেশের উৎপত্তি ও তাড়কা হইতে বিনাশ	ঐ	২১
বিশ্বামিত্রের রামের প্রতি তাড়কা বধার্থ উক্তি	৮৬	১৪
তাড়কা ও মারীচের জন্মাদিবিবরণ	ঐ	২১
বিশ্বামিত্রের রামের প্রতি তাড়কা বধার্থ পুনর্ব্বার উক্তি এবং তাঁহার তাঁহার নিকটে তাহাকে বধ করিতে অঙ্গীকার ও জ্যা শব্দ করণ	৮৮	৭
তাড়কার ক্রোধ এবং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ ...	৮৯	১৮
বিশ্বামিত্রের সত্বর তাড়কা বধার্থ রামের প্রতি উক্তি এবং তাঁহার তাহাকে বধ ও দেবগণ হইতে প্রশংসা লাভ...	৯১	২
দেবগণের বাক্যানুসারে বিশ্বামিত্রের রামকে সংহারের সহিত অস্ত্র-গ্রাম দান	ঐ	১৯
সিদ্ধাশ্রম ও বামন অবতারের বিবরণ	৯৬	১০
বিশ্বামিত্রের আশ্রমে প্রবেশ ও যজ্ঞারম্ভ এবং রামের মারীচকে দূরীকরণ ও সুবাহু-প্রভৃতি বধ	৯৯	১৮
বিশ্বামিত্রের যজ্ঞসমাপ্তি ও রামকে প্রশংসা	১০৩	১০
রাম ও লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রের প্রতি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা এবং বিশ্বামিত্র-প্রভৃতি ঋষিদিগের তাহাদিগের নিকট কর্ত্তব্য কথন...	ঐ	২১

সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পংক্তিতে
বিশ্বামিত্রের রামাদির সহিত জনকের যজ্ঞভূমির অভিমুখে গমন ও শোণাতীরে অবস্থান	১০৪	২৩
কুশবংশীয়দিগের বিবরণ...	১০৫	১৮
কুশনাভের এক শত কন্যা উৎপাদন	১০৭	৬
কুশনাভের কন্যাদিগের উদ্যানে গমন	ঐ	৭
বায়ু ও কুশনাভের কন্যাদিগের উক্তি ও প্রত্যুক্তি ...	ঐ	১২
বায়ুর কুশনাভের কন্যাদিগের অঙ্গ বিকার সম্পাদন এবং তাঁহাদিগের পিতার সমীপে গমন ও তাঁহার জিজ্ঞাসানুসারে বিকারের হেতু কথন	১০৮	১২
কুশনাভের কন্যাদিগকে প্রশংসা ও তাঁহাদিগের বিবাহবিষয়ক-চিন্তা	১০৯	১২
ব্রহ্মদত্তের জন্মাদিবিবরণ	১১০	৪
কুশনাভের ব্রহ্মদত্তকে একশত কন্যা দান এবং তাঁহাদিগের তাঁহার স্পর্শে পূর্ব্ব রূপ লাভ	১১১	৫
কুশনাভের পুত্রেষ্টি যাগানুষ্ঠান ও পিতৃবরে পুত্রপ্রাপ্তি	ঐ	২৩
বিশ্বামিত্রের বাক্যের উপসংহার এবং মুনিদিগের তাঁহাকে প্রশংসা	১১৩	১
বিশ্বামিত্রের রামাদির সহিত রজনী যাপন, প্রভাতে পুনর্ব্বার গমন ও গঙ্গাতীরে অবস্থান	ঐ	২৩
গঙ্গা ও উমা দেবীর জন্মাদিবিবরণ	১১৫	৫
মহাদেবের উমাকে রমণ, দেবগণের বাক্যানুসারে তেজ ধারণ করিতে অঙ্গীকার ও তাঁহাদিগের প্রতি 'কে আমার এই ক্ষুভিত তেজ ধারণ করিবে,' এরূপ উক্তি	১১৭	৪
দেবগণের মহাদেবের 'প্রতি পৃথিবী আপনার বীর্য্য ধারণ করিবে,' এরূপ উক্তি এবং তাঁহার বীর্য্য ত্যাগ	১১৮	৬
উমা দেবীর দেবগণ ও পৃথিবীকে শাপ দান	ঐ	২২

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পংক্তিতে
মহাদেবের হিমালয়ে গমন ও দেবীর সহিত তপস্যা ...	১১৯	১০
দেবগণের ব্রহ্মার প্রতি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা এবং তাঁহার তাঁহাদিগের নিকট তাহা নির্দ্দেশ	ঐ	১৮
অগ্নির দেবগণের বাক্যানুসারে গঙ্গাতে বীর্য্য ত্যাগ এবং তাঁহার তাঁহার নিকট গর্ভ্ত ধারণের অসামর্থ্য কীর্ত্তন ও তাঁহার বাক্যানুসারে গর্ভ্ত ত্যাগ	১২০	১২
কার্ত্তিকেয়ের জন্মাদিবিবরণ	১২১	১২
সগরের উপাখ্যান	১২৩	৪
সগরের পুত্র লাভার্থ তপস্যা, ভৃগুর বরে একাধিক ষষ্টি-সহস্র পুত্র লাভ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান	ঐ	৯
ইন্দ্রের অশ্ব অপহরণ	১২৬	৯
সগরনন্দনদিগের পিতার আদেশে অশ্ব অনুসন্ধান পৃথিবী খনন ও প্রাণিগণ হিংসা	ঐ	২০
দেবাদির ভয় ও ব্রহ্মার নিকটে সগরনন্দনদিগের আচরণ বর্ণন	১২৮	৪
ব্রহ্মার সগরনন্দনগণের বধোপায় কীর্ত্তন-পূর্ব্বক দেবগণের ভয় অপনোদন	ঐ	১৪
সগরনন্দনদিগের পিতার সমীপে অশ্বের অপ্রাপ্তি সংবাদ কীর্ত্তন, তাঁহার আজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার রসাতল অন্বেষণ ও কপিলের হুঙ্কারে ভস্ম হওয়া	১২৯	৪
সগরের আদেশে অংশুমানের অশ্ব অনুসন্ধান, ভস্মীভূত পিতৃব্যগণ দর্শন, তাঁহাদিগের তর্পণ জন্য জল অন্বেষণ, গরুড়ের বাক্যানুসারে অশ্ব লইয়া স্বপুরে গমন ও সগরের সমীপে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন	১৩১	১৮
সগরের যজ্ঞ-সমাপ্তি, স্বপুরে গমন ও পরলোক প্রাপ্তি	১৩৪	৭
অংশুমান্ ও দিলীপের রাজ্যাদিবিবরণ	ঐ	১৭

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তিতে
ভগীরথের তপস্যা এবং ব্রহ্মার তাঁহাকে বর দান ...	১৩৫	১৯
ভগীরথের মহাদেব উপাসনা এবং তাঁহার তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতে অঙ্গীকার ...	১৩৭	১৩
মহাদেবের মস্তকে গঙ্গার পতন ...	ঐ	২১
মহাদেবের জটামধ্যে গঙ্গাকে তিরোহিত করণ এবং ভগীরথের তপস্যান্তে বিন্দু সরোবরে গঙ্গা বিসর্জ্জন ...	১৩৮	৩
গঙ্গার ভগীরথের অনুগমন ...	১৪০	১৬
জহ্নুর গঙ্গা পান ও দেবগণের সৎকারে গঙ্গা বিসর্জ্জন	১৪১	৩
গঙ্গার সাগরে গমন ও সগরনন্দনদিগের ভস্ম প্লাবিত করণ এবং ব্রহ্মার আদেশে ভগীরথের গঙ্গাজলে পিতৃব্যগণ তর্পণ, স্বরাজ্যে গমন ও রাজ্য পালন ...	ঐ	১৩
বিশ্বামিত্রের বাক্যের উপসংহার এবং রাম ও লক্ষ্মণের তাঁহার বাক্যের প্রশংসা ও রজনী যাপন ...	১৪৩	২০
বিশ্বামিত্রের রামের বাক্যানুসারে গঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়া ও বিশালা নগরীর অভিমুখে গমন ...	১৪৪	১৭
বিশালা নগরীর বিবরণ ...	১৪৫	১১
দেবাদির সমুদ্র মন্থন ...	ঐ	২৩
দেবগণের প্রার্থনায় মহাদেবের বিষ পান ...	১৪৬	১৫
দেবাদির পুনর্ব্বার সাগর মন্থন এবং মন্দরের পাতালে প্রবেশ ...	১৪৭	৭
দেবগণের স্তবে বিষ্ণুর অংশ-দ্বারা কচ্ছপরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক মন্দর ধারণ ও স্বয়ং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া সমুদ্র মন্থন ...	ঐ	৯
অমৃতপ্রভৃতি দ্রব্যের সাগর হইতে উৎপত্তি ...	ঐ	২০
দেব ও দানবগণের অমৃত গ্রহণার্থ যুদ্ধ এবং দেবগণের দানবগণ বিনাশ ...	১৪৮	১৬

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তিতে
কশ্যপের নিকট দিতির ইন্দ্রহননকারী পুত্র প্রার্থনা এবং তাঁহার তাঁহাকে তাদৃশ বর দান	১৪৯	৯
দিতির তপস্যা এবং ইন্দ্রের তাঁহাকে শুশ্রূষা করণ ...	১৫০	৪
দিতির অশৌচাবস্থা এবং মহেন্দ্রের তাঁহার গর্ব্ভ ছেদন ও তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহার পুত্রদিগকে মরুৎ-লোকের আধিপত্য প্রদান	১৫১	৩
বিশালাদেশীয় নৃপতিদিগের বিবরণ	১৫৩	৪
সুমতির সমাদরপূর্ব্বক স্বপুরে বিশ্বামিত্রকে প্রবেশিত করণ	ঐ	২০
বিশ্বামিত্রের জিজ্ঞাসু সুমতিকে রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় দান এবং তাঁহার তাঁহাদিগকে পূজা করণ ...	১৫৪	৬
সুমতির ভবনে রাম ও লক্ষ্মণের রজনী যাপন ও প্রভাতে মিথিলার অভিমুখে গমন	১৫৫	৫
গৌতমাশ্রমের বৃত্তান্ত	ঐ	১১
ইন্দ্রের গৌতমবেশে অহল্যাকে রমণ ও তাঁহার বাক্যে সত্বর গমন	১৫৬	১
গৌতমের ইন্দ্র ও অহল্যাকে শাপ দান ও হিমালয়ে তপস্যা	১৫৭	৪
ইন্দ্রের বাক্যানুসারে দেবগণের তাঁহার মুষ্ক সম্পাদন-জন্য পিতৃদেবদিগের প্রতি বাক্য	১৫৮	১
পিতৃদেবদিগের ইন্দ্রের মুষ্ক বিধান	ঐ	১৮
বিশ্বামিত্রের বাক্যে রামের গৌতমাশ্রমে প্রবেশ এবং তাঁহার দর্শনে অহল্যার শাপমোচন ও স্বামীর সহিত সমাগম	ঐ	২৩
বিশ্বামিত্রের রামাদির সহিত জনকের যজ্ঞভূমিতে গমন ও রামের বাক্যে আবাস অবধারণ	১৬০	৯

সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তিতে
জনকের বিশ্বামিত্রের আতিথ্য সৎকার ও তাঁহার নিকট রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা	১৬০	২১
জনকের সমীপে বিশ্বামিত্রের রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয়াদি কথন এবং জিজ্ঞাসু শতানন্দের নিকট অহল্যা-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন	১৬২	১৪
শতানন্দের রামকে প্রশংসা ও তাঁহার নিকট বিশ্বামিত্রের সামর্থ্য বর্ণন	১৬৪	১
বিশ্বামিত্রের পৃথিবী ভ্রমণ ও বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন ...	ঐ	২১
বশিষ্ঠের বিশ্বামিত্রের আতিথ্য সৎকার এবং তাঁহাদিগের পরস্পর কুশল প্রশ্ন	১৬৫	১৪
বশিষ্ঠের বহু যত্নে বিশ্বামিত্রের তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার	১৬৬	১৫
বশিষ্ঠের আদেশে শবলার অন্নাদি সৃষ্টি	১৬৭	১৩
বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের উক্তি ও প্রত্যুক্তি	১৬৮	১২
বিশ্বামিত্রের বলপূর্ব্বক শবলা গ্রহণ এবং তাহার চিন্তাপূর্ব্বক বশিষ্ঠের নিকট গমন ও বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক নীয়মানা হইবার হেতু জিজ্ঞাসা	১৭০	১১
শবলার নিকট বশিষ্ঠের হেতু কথন এবং তাঁহার নিকট তাহার ব্রহ্মবলের প্রাধান্য কীর্ত্তন-পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের দর্প নাশার্থ আদেশ প্রার্থনা ও তাঁহার আদেশানুসারে সৈন্য সৃষ্টি	১৭১	৮
সৈন্যদিগের বিশ্বামিত্রের সৈন্য বিনাশ এবং তাঁহার পুত্রদিগের বশিষ্ঠের প্রতি ধাবন ও তাঁহার হুঙ্কারে ভস্ম হওয়া	১৭২	ঐ
বিশ্বামিত্রের নির্ব্বেদ, পুত্রকে রাজ্য পালনে নিয়োগ করিয়া তপস্যা, মহাদেব হইতে অনেক অস্ত্র লাভ, অহঙ্কার ও বশিষ্ঠের আশ্রম দাহন	১৭৩	১৮

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্ক্তিতে
বশিষ্ঠের আশ্রমবাসী প্রাণীদিগের পলায়ন এবং তাঁহার বিশ্বামিত্রের সহিত যুদ্ধ, তাঁহার সমস্ত অস্ত্র নিবারণ ও মুনিগণের স্তবে শান্তি …	১৭৫	৩
বিশ্বামিত্রের খেদ, ব্রাহ্মণ্য লাভার্থ তপস্যা ও হবিষ্যন্দাদি পুত্র-ত্রয় উৎপাদন …	১৭৭	১৬
ব্রহ্মার বিশ্বামিত্রকে রাজর্ষিত্ব প্রদান এবং তাঁহার পুনর্ব্বার তপস্যা …	১৭৮	৮
ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে গমনার্থ যাগ করিতে অভিলাষ ও বশিষ্ঠের নিকট যাজন করিবার প্রার্থনা এবং তাঁহার তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান …	ঐ	২২
ত্রিশঙ্কুর বশিষ্ঠপুত্রদিগের নিকটে গমন ও যাজন করিবার প্রার্থনা এবং তাঁহাদিগের তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান, তাঁহার বাক্যে কোপ ও তাঁহাকে অভিশাপ দান …	১৭৯	৩
ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ও বিশ্বামিত্রের নিকট গমন …	১৮১	৪
বিশ্বামিত্রের ত্রিশঙ্কুর প্রতি করুণা ও আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা এবং তাঁহার তাহা বলা …	ঐ	১৪
বিশ্বামিত্রের ত্রিশঙ্কুকে যাজন করিতে অঙ্গীকার, এবং পুত্রদিগের প্রতি যজ্ঞের আয়োজন করণার্থ ও শিষ্যদিগের প্রতি মুনিদিগকে নিমন্ত্রণার্থ আদেশ, এবং তাঁহাদিগের তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করণ …	১৮৩	১
মুনিদিগের বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আগমন এবং শিষ্যদিগের প্রত্যাবর্ত্তন ও গুরুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কথন	ঐ	২৩
বিশ্বামিত্রের মহোদয় ও বাশিষ্ঠদিগকে অভিশাপ দান ও মুনিদিগের প্রতি ত্রিশঙ্কুকে যাজন করিবার নিমিত্ত উক্তি …	১৮৪	১৬
মুনিদিগের কর্ত্তব্যবিবেচনা ও যাগারম্ভ …	১৮৫	১৭

সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তিতে
বিশ্বামিত্রের দেবগণ আবাহন এবং তাঁহাদিগের অনাগম	১৮৬	১০
বিশ্বামিত্রের কোপ ও ত্রিশঙ্কুর প্রতি উক্তি এবং তাঁহার সশরীরে স্বর্গে গমন, ইন্দ্রের বাক্যে তথা হইতে পতন ও বিশ্বামিত্রের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা	ঐ	১৩
বিশ্বামিত্রের ত্রিশঙ্কুকে অভয় দান, নক্ষত্র-সমূহ সৃজন ও দেবগণ-সৃষ্টির উপক্রম	১৮৭	৬
দেবাদির সন্তাপ ও বিশ্বামিত্রের প্রতি উক্তি এবং তাঁ-হার তাঁহাদিগের প্রতি 'আমার কৃত স্বর্গে ত্রিশঙ্কু স্বর্গসুখ অনুভব করুন,' এরূপ উক্তি	ঐ	১৮
দেবাদির বিশ্বামিত্রের বাক্য অঙ্গীকার ও সেই যজ্ঞের অবসানে প্রস্থান	১৮৮	৮
বিশ্বামিত্রের পুনর্ব্বার তপস্যা	১৮৯	১
অম্বরীষের যজ্ঞানুষ্ঠান এবং মহেন্দ্রকর্ত্তৃক পশু অপহৃত হইলে, পুরোহিতের তাঁহার প্রতি পশু আনয়নার্থ উক্তি	ঐ	১০
অম্বরীষের পশু অনুসন্ধান, বহুদেশ ভ্রমণান্তে রত্নাদি-বিনিময়ে ঋচীক হইতে শুনঃশেফকে গ্রহণ-পূর্ব্বক রা-জ্যের অভিমুখে গমন ও পুষ্কর তীর্থে বিশ্রাম... ...	ঐ	২১
শুনঃশেফের বিশ্বামিত্রের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা এবং তাঁহার তাঁহাকে আশ্বাস দান ও পুত্রদিগের প্রতি অম্ব-রীষের যজ্ঞীয় বলি হইবার নিমিত্ত আদেশ	১৯১	১৬
হবিষ্যন্দ-প্রভৃতির পিতৃবাক্য অস্বীকার এবং তাঁহার তাঁহাদিগকে অভিশাপ দান ও শুনঃশেফের প্রতি উপদেশ...	১৯৩	১
শুনঃশেফের বিশ্বামিত্র হইতে দুই গাথা গ্রহণ ও অম্ব-রীষের প্রতি সত্বর গমনার্থ উক্তি এবং তাঁহার যজ্ঞ-ভূমিতে গমন ও তাঁহাকে যপে আবদ্ধ করা	ঐ	২১

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তিতে
শুনঃশেফের বিশ্বামিত্র-দত্ত সেই দুই গাথা-দ্বারা ইন্দ্র ও উপেন্দ্রকে স্তুতি করণ ও তাঁহাদিগের প্রসাদে দীর্ঘায়ু লাভ এবং অম্বরীষের যজ্ঞফলপ্রাপ্তি … … …	১৯৪	৭
বিশ্বামিত্রের পুনর্ব্বার তপস্যা, ব্রহ্মার বরে ঋষিত্ব লাভ ও আবার তপস্যা … … … … … … …	ঐ	১৪
পুষ্কর তীর্থে মেনকার আগমন ও বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় অবস্থান … … … … … … … …	১৯৫	৩
বিশ্বামিত্রের পশ্চাত্তাপ, মধুর বাক্যে মেনকাকে বিসর্জ্জন ও পুনর্ব্বার তপস্যা … … … … … …	ঐ	১৮
ব্রহ্মার দেবগণের বাক্যানুসারে বিশ্বামিত্রকে মহর্ষিত্ব প্রদান … … … … … … … … …	১৯৬	১১
বিশ্বামিত্র এবং ব্রহ্মার উক্তি ও প্রত্যুক্তি … …	ঐ	২৩
বিশ্বামিত্রের আবার ইন্দ্রিয় জয়ার্থ তপস্যা … …	১৯৭	৭
দেবগণের সন্তাপ এবং ইন্দ্র ও রম্ভার উক্তি ও প্রত্যুক্তি	ঐ	১২
রম্ভার বিশ্বামিত্রকে প্রলোভিত করিতে আয়াস ও তাঁহার শাপে শৈল হওয়া … … … … … …	১৯৮	১৪
বিশ্বামিত্রের চিন্তা, আবার তপস্যা, সহস্রবৎসরান্তে ভোজনের উদ্যম, প্রার্থী মহেন্দ্রকে সমস্ত অন্ন দান ও ভোজন না করিয়াই পুনর্ব্বার তপস্যা … … …	১৯৯	১০
সহস্র বৎসরান্তে বিশ্বামিত্রের মস্তক হইতে সধূম অগ্নির উৎপত্তি এবং তাহাতে ত্রৈলোক্যের সন্তাপ … …	২০০	২০
ব্রহ্মার দেবগণের বাক্যানুসারে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ্য প্রদান … … … … … … … … …	২০১	২
বিশ্বামিত্রের দেবগণের নিকট ওঙ্কারাদি প্রার্থনা এবং তাঁহাদিগের তাহা পূরণ … … … … …	ঐ	৮
শতানন্দের বাক্যের উপসংহার … … … …	২০২	১০

সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তিতে
জনকের বিশ্বামিত্রকে প্রশংসা ও তাঁহার নিকট প্রাতে আসিবার নিমিত্ত প্রার্থনা এবং তাঁহার তাঁহাকে প্রশংসা-পূর্ব্বক আবাসে গমন … … … … …	২০৩	১০
জনকের বিশ্বামিত্রকে আহ্বান ও তাঁহার প্রতি আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা এবং তাঁহার তাহা বলা … …	২০৪	১৬
জনকের বিশ্বামিত্রের নিকট ধনুঃপ্রাপ্তি-প্রভৃতি বিবরণ বর্ণন, তাঁহার বাক্যানুসারে ধনু আনয়ন ও তাঁহার প্রতি রাম ও লক্ষ্মণকে তাহা প্রদর্শনার্থ উক্তি … … …	২০৫	৯
বিশ্বামিত্রের আদেশে রামের সেই ধনু দর্শন ও ভঞ্জন এবং সেই শব্দে বিশ্বামিত্রপ্রভৃতি-ব্যতিরেকে সকলের মোহ … … … … … … … … …	২০৯	১
জনকের বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক দশরথের নিকট দূত প্রেরণ … … … … … … …	ঐ	২০
দূতদিগের দশরথের নিকট গমন ও জনকের কথিত বাক্য কথন … … … … … … … …	২১১	১
দশরথের বশিষ্ঠাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া দূতদিগের প্রতি 'কল্য যাত্রা করা যাইবে,' এরূপ উক্তি এবং তাহাদিগের তথায় রজনী যাপন … … … …	২১২	১০
দশরথের মিথিলাতে গমন এবং জনকের তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও তাঁহার প্রতি উক্তি … … … … …	২১৩	১
দশরথের জনকের বাক্য অঙ্গীকার এবং তাঁহার বিস্ময়, কর্ত্তব্য সমাধান, দূত-দ্বারা কুশধ্বজকে আনয়ন ও দশরথকে আহ্বান … … … … … …	২১৪	৯
দশরথের জনকের সভায় আগমন ও তাঁহার প্রতি 'বশিষ্ঠ আমার বংশাবলি কীর্ত্তন করিবেন,' এরূপ উক্তি	২১৬	১০
বশিষ্ঠের দশরথের বংশাবলি কীর্ত্তন … … … …	ঐ	২০

প্রকরণ	পৃষ্ঠে	পঙ্ক্তিতে
জনকের আত্মবংশাবলি কীর্ত্তন, রাম ও লক্ষ্মণকে দুই কন্যা দান করিতে অঙ্গীকার ও দশরথের প্রতি গো দানার্থ উক্তি	২১৯	১৬
বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের ভরত ও লক্ষ্মণকে কুশধ্বজের দুই কন্যা দানার্থ জনকের প্রতি উক্তি এবং তাঁহার তাহা অঙ্গীকার ও তাঁহাদিগকে পূজা করণ	২২২	৬
দশরথের জনক ও কুশধ্বজকে প্রশংসা করিয়া আবাসে গমন ও শ্রাদ্ধাদি করণ	২২৪	১
যুধাজিতের দশরথের নিকট আগমন, আগমনের হেতু কথন ও তাঁহা হইতে সম্মান লাভ	২২৫	১
দশরথের জনকের যজ্ঞভূমিতে গমন ও বশিষ্ঠ-দ্বারা তাঁহাকে আগমন-সংবাদ প্রদান	ঐ	১৬
বশিষ্ঠ এবং জনকের উক্তি ও প্রত্যুক্তি	ঐ	২৪
পুত্রাদির সহিত দশরথের জনকের যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ এবং বশিষ্ঠের জনকের বাক্যানুসারে পৌরোহিত্য করণ	২২৬	২১
রামাদির বিবাহ	২২৭	১৫
বিশ্বামিত্রের প্রস্থান এবং দশরথের অযোধ্যার অভিমুখে গমন, নিমিত্ত দর্শন ও বশিষ্ঠের প্রতি তাহার ফল জিজ্ঞাসা	২২৯	১১
বশিষ্ঠের দশরথের নিকট নিমিত্ত-ফল কথন	২৩০	১৩
পরশুরামের দশরথের সমীপে আগমন, ঋষিদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ ও রামের প্রতি উক্তি এবং দশরথের তাঁহাকে অনুনয় করণ	ঐ	২০
পরশুরামের দশরথের বাক্যে অনাদর ও রামের প্রতি পুনর্ব্বার উক্তি	২৩৩	১

সূচীপত্র।

প্রকরণ … … … … … … … …	পৃষ্ঠে	পংক্তিতে
রামের পরশুরামের প্রতি উক্তি, তাঁহার বীর্য্য হরণ ও তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহার তপস্যা-দ্বারা উপার্জ্জিত লোক সকল নাশ … … … … … … …	২৩৫	১
পরশুরামের প্রস্থান এবং দেবগণের রামকে প্রশংসা …	২৩৭	৪
দশরথের রামের বাক্যানুসারে অযোধ্যাতে গমন ও অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং তাঁহার পত্নীদিগের বধূ গ্রহণ…	ঐ	১৪
ভরতের পিতার আদেশানুসারে মাতুলালয়ে গমন এবং রামের পিতৃশুশ্রূষা-প্রভৃতি … … … … …	২৩৯	৪
আদিকাণ্ড-সমাপ্তি … … … … … … …	২৪০	১৩

সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড

তপোরত বাল্মীকি বাগ্মিপ্রবর, তপস্বী ও স্বাধ্যায়-নিরত মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্প্রতি এই লোকে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সর্ব্বভূত-হিতৈষী, সুচরিত্র, বিদ্বান্, প্রজারঞ্জনাদি-সামর্থ্যশালী, একমাত্র-প্রিয়দর্শন, বশীকৃতমনা, বিজিত-রোষ, দ্যুতিশালী ও অসূয়া-রহিত, এবং যুদ্ধে কাঁহারই বা ক্রোধ-সময়ে দেবতারাও ভীত হয়েন, ইহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি; এতৎ শ্রবণার্থ আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনিই এতাদৃশ-গুণশালী ব্যক্তিকে বিজ্ঞাত হইতে সমর্থ।

ত্রিলোকজ্ঞ নারদ বাল্মীকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে "শ্রবণ কর" বলিয়া আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! তুমি যে সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিলে, তৎসমুদয় অতিবহুল, সুতরাং একাধারে দুর্লভ; পরন্তু অনেক চিন্তার পর স্মরণ হইল, এতাদৃশ-গুণশালী

এক-ব্যক্তিমাত্র আছেন; তাঁহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার জিজ্ঞাসিত-সমস্তগুণযুক্ত ও অন্যান্যবহু-গুণ-বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ইক্ষ্বাকুবংশে সম্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার নাম রাম; তাঁহাকে মনুষ্যমাত্রই বিজ্ঞাত আছে। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সংযতমনা, দ্যুতিমান্, ধৃতিমান্, বুদ্ধিমান্, মহাবীর্য্যবান্, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শত্রু-নিহন্তা ও অতি-সুশ্রী; তাঁহার পার্শ্বদ্বয় বিপুল, বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত ও মহান্, গ্রীবা রেখাত্রয়-ভূষিত, হনু অতিপ্রশস্ত, বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ, স্কন্ধসন্ধি নিমগ্ন, ললাট বহুরেখা-যুক্ত, মস্তক অতিশোভন, সমস্ত অঙ্গ সমবিভক্ত এবং পরিমাণ না খর্ব্ব না দীর্ঘ। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্যামবর্ণ পুরুষ মহাধনুর্দ্ধারী, অরিদমনকারী, গজসমগামী, প্রতাপবান্, পীনবক্ষঃস্থল, বিশাল-নয়ন, শুভলক্ষণ, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, প্রজা-হিতৈষী, যশস্বী, রিপুবিনাশী জ্ঞান-সম্পন্ন, শুচি, বিনীত-স্বভাব, সমাধি-নিরত, প্রজাপতি-তুল্য, লক্ষ্মীবান্, বিধানকর্ত্তা, জীব-লোক-রক্ষক, ধর্ম্মরক্ষিতা, স্বধর্ম্ম ও স্বজন-পালক, বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদ-কুশল, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, স্মৃতিশক্তি-শালী, উৎপন্নমতি, সর্ব্বলোকপ্রিয়, সাধু-স্বভাব, অক্ষুব্ধচিত্ত, সুবিচক্ষণ, আর্য্য, সর্ব্ববস্তু-সমদর্শী এবং সদা-প্রিয়দর্শন। যে-রূপ সিন্ধুগণ মহাসমুদ্রের অনুগত হইয়া আছে, সেইরূপ সাধুগণ ইহাঁর সর্ব্বদা অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। কৌশ-ল্যা দেবীর এই সর্ব্বগুণোপেত চন্দ্রতুল্য-প্রিয়-দর্শন তনয় গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, পরাক্রমে বিষ্ণুর ন্যায়, ক্রোধে কালানলের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর

ন্যায়, দানে ধনদের ন্যায় ও সত্যে ধর্ম্মের ন্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন।

মহীপতি দশরথ ঈদৃশ-গুণ-সম্পন্ন সত্যপরাক্রম শ্রেষ্ঠ-গুণযুক্ত প্রকৃতিবর্গ-প্রিয় অতিপ্রিয় জ্যেষ্ঠ তনয় রামকে প্রকৃতিবর্গের প্রিয়ানুষ্ঠান-মানসে প্রীতি-পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মানস করিলেন। রাজ-ভার্য্যা কৈকয়ী দেবী পূর্ব্বে ভর্তৃ-স্থানে দুইটি বর লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইতেছে দেখিয়া, নরপতির নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক-রূপ বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী রাজা দশরথ ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং অগত্যা অতিপ্রিয় তনয় রামকে বিবাসিত করিলেন। রামও পিতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থ ও কৈকেয়ীর প্রীত্যর্থ পিতৃ-নিদেশমাত্র বনে গমন করিলেন। তখন বিনয়সম্পন্ন সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ স্নেহ-প্রযুক্ত ও সৌভ্রাত্র ব্যবহার প্রদর্শনার্থ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন; ইনি রামের অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামের প্রাণসম-প্রেয়সী ও হিতকারিণী ভার্য্যা সীতাও, চন্দ্রের অনুগামিনী রোহিণীর ন্যায়, তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন; ইনি অচিন্ত্যশক্তি সাক্ষাৎ প্রকৃতি, আকার লাভানন্তর সর্ব্বশুভ-লক্ষণ-সম্পন্না ও নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়া জনককুলে আবির্ভূতা হন। রাজা দশরথ ও পৌরগণ বহুদূর-পর্য্যন্ত রামের অনুগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাম সীতা ও লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী শৃঙ্গবের-নামক পুরে উপনীত হইয়া অতিপ্রিয় নিষাদপতি গুহকে প্রাপ্ত হইলেন। পরে

দেবগন্ধর্ব্ব-সদৃশ সেই তিন জন গুহ ও সুমন্ত্র সারথিকে বিদায় দিয়া বহুজল-শালিনী অনেক নদী উত্তীর্ণ হইয়া বনে বনে গমন করত চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া ভরদ্বাজ মুনির উপদেশানুসারে তত্রস্থ কাননে রম্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বসতি করিয়া সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

রাম চিত্রকূট-বাসী হইলে পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথ সুতোদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গগত হইলেন।

রাজা দশরথ স্বর্গারোহণ করিলে বশিষ্ঠ-প্রভৃতি দ্বিজগণ ভরতকে রাজ্য করণার্থ নিয়োগ করিলেন; কিন্তু মহাবলসম্পন্ন বীর্য্যবান্ ভরত রাজ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না, প্রত্যুত রামকে প্রসন্ন করণার্থ বনে গমন করিলেন। তিনি বিনীতবেশে সত্যপরাক্রম মহাত্মা ভ্রাতা রামের সমীপবর্ত্তী হইয়া "আপনি জ্যেষ্ঠ ও ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং আপনিই রাজা হইবার যোগ্য," ইহা বলিয়া তাঁহাকে রাজ্য করণার্থ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু পরমোদার-চরিত অম্লান-বদন মহাযশস্বী রাম পিতৃ-আজ্ঞা-ভঙ্গভয়ে রাজ্য করিতে বাসনা করিলেন না। পরে ভরত পুনঃপুন রামকে রাজ্য করণার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলে, মহাবল-সম্পন্ন ভরতাগ্রজ রাম ভরতকে রাজ্য করিবার নিমিত্তে ন্যাস-স্বরূপ স্বকীয় পাদুকাদ্বয় প্রদান করিয়া নিবর্ত্তিত করিলেন। ভরত প্রাপ্তমনোরথ না হইয়াও অগত্যা রামপাদস্পর্শ-পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে গিয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় রাজ্য করিতে লাগিলেন।

ভরত গমন করিলে জিতেন্দ্রিয় সত্যসন্ধ শ্রীমান্ রাম

চিত্রকূট পর্ব্বতে ভরত ও পৌরগণের পুনরাগমন-সম্ভাবনা বিবেচনা-পূর্ব্বক সসজ্জ হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজীবলোচন রাম দণ্ডকনামক মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাধাখ্য রাক্ষসকে নিপাত করিয়া, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং অগস্ত্য ঋষির বাক্যানুসারে হর্ষ-পূর্ব্বক ঐন্দ্র ধনু, অক্ষয়-সায়ক, তূণদ্বয় ও উৎকৃষ্ট খড়্গ গ্রহণ করিয়া দণ্ডক কাননে বনচারী ঋষিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অনেক ঋষি রামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অসুর ও রাক্ষসগণ নিপাতার্থ প্রার্থনা করিলেন। রামও দণ্ডকারণ্য-নিবাসী অগ্নিতুল্য-তেজস্বী ঋষিগণের বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে, যুদ্ধে রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব।

অনন্তর দণ্ডকারণ্য-বাসী রাম জনস্থান-নিবাসিনী কামরূপিণী শূর্পনখা রাক্ষসীকে বিরূপা করিলেন। পরে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা-নামক রাক্ষস শূর্পনখা-বাক্যে সহচরবর্গের সহিত সন্নদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, রাম তাহাদিগকে যুদ্ধ করিয়া বিনাশ করিলেন। এই যুদ্ধে উক্তবনবাসী রাম-কর্ত্তৃক জনস্থান-নিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিপাতিত হইয়াছিল।

তৎপরে রাবণ জ্ঞাতিবধ-শ্রবণে ক্রোধাকুলিত-চিত্ত হইয়া মারীচ-নামক রাক্ষসকে সহায়ার্থ বরণ করিল। মারীচ রাবণকে "হে রাবণ! তোমার অতিবলবান্ রামের সহিত বিরোধ করা উপযুক্ত নয়," ইহা বলিয়া তদ্বিষয়ে বারংবার

নিবারণ করিতে লাগিল; কিন্তু কালপ্রেরিত রাবণ তদ্বাক্যে অনাদর করিয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামের আশ্রমে গমন করিল। পরে সে, মায়াবী মারীচের দ্বারা নৃপতিতনয় রাম ও লক্ষ্মণকে অতিদূরে অপসারিত করত রামের ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া জটায়ু-নামক গৃধ্রকে আহত করিল।

তদনন্তর রাঘব গৃধ্রকে আহত দেখিয়া এবং তন্মুখে সীতাকে হৃতা শুনিয়া শোকসন্তপ্ত ও আকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই শোকে অভিভূত হইয়া গৃধ্র জটায়ুকে সংস্কার-পূর্ব্বক বনে বনে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধ-নামক বিকৃতরূপ ঘোরদর্শন রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। মহাবাহু রাম তাহাকে নিহত করিয়া দগ্ধ করিলেন। তখন সে দিব্য শরীর লাভ করিয়া রামকে বলিল, আপনি সমস্ত-ধর্ম্মাভিজ্ঞা ও সমস্ত-ধর্ম্মানুষ্ঠাত্রী তাপসী শবরীর নিকট গমন করুন। শত্রুনিহন্তা মহাতেজা রাম শবরীর নিকট গমন করিলেন। শবরী তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিল।

অনন্তর দশরথতনয় রাম পম্পানদীতীরে হনুমান্-নামক বানরের সহিত মিলিত হইলেন, এবং তাহার বাক্যানুসারে সুগ্রীবের সহিত সমবেত হইয়া তাহাকে জন্মাবধি স্বীয় সমস্ত বৃত্তান্ত এবং বিশেষ করিয়া সীতার সকল বিবরণ বর্ণন করিলেন। সুগ্রীব বানর রামের সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত অগ্নি সাক্ষী করিয়া সখ্য করিল।

তৎপরে রাজ্য ও দারাবিয়োগ-জন্য দুঃখিত বানররাজ সুগ্রীব প্রণয়-নিবন্ধন রামের নিকট বালীর সহিত বিরোধ-প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। তখন রাম "বালীকে বধ করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। বালিবীর্য্যে নিত্য-শঙ্কিত বানররাজ সুগ্রীব তৎকালে, রাম বীর্য্যে বালিতুল্য বটেন্ কি না, এরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া বালীর বল বর্ণন করিল, এবং রামের প্রত্যয়-নিমিত্তে বালি-কর্তৃক-নিহত দুন্দুভিনামক দৈত্যের মহাপর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড শরীর দর্শন করাইল। মহাবাহু মহাবল রাম সেই অস্থি দেখিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক তাহা পাদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা পূর্ণ দশ যোজন নিক্ষেপ করিলেন, এবং এক মহাবাণে সাতটি তালবৃক্ষ, পর্ব্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের প্রত্যয় জন্মাইলেন।

তখন মহাকপি সুগ্রীব সুবিশ্বস্ত ও প্রীতমনা হইয়া রামের সহিত কিষ্কিন্ধ্যা-নাম্নী গুহার অভিমুখে গমন করিল। পরে হেমতুল্য-পিঙ্গলবর্ণ কপিপ্রবর সুগ্রীব তথায় উপস্থিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। বানররাজ বালী সেই মহা-শব্দ শুনিয়া তারার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক পুরী হইতে নির্গত হইয়া সুগ্রীবের সহিত সংসক্ত হইল। তখন রাম এক বাণে বালীকে বধ করিলেন। রঘুকুলনন্দন রাম সুগ্রীব-বাক্যে যুদ্ধসময়ে এইরূপে বালীকে বধ করিয়া সেই রাজ্যে সুগ্রীবকে রাজা করিলেন।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব জনকনন্দিনী সীতার উদ্দেশার্থ সমস্ত বানরগণ আনাইয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিল। তৎপরে বলবান্ হনুমান্ সম্পাতি-নামক গৃধ্রের বাক্যে

শতযোজন-বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক রাবণ-পালিতা লঙ্কানাম্নী পুরীতে গিয়া অশোক বনে ধ্যান-পরায়ণা সীতাকে দেখিতে পাইল, এবং রামের অঙ্গুরীরূপ অভিজ্ঞান-প্রদান ও তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত-বর্ণন করিয়া জানকীকে আশ্বাস-পূর্ব্বক অশোক বন ও তাহার বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে সে পিঙ্গলনেত্র-প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতি ও জম্বুমালি-প্রভৃতি সাতজন মন্ত্রিপুত্রকে নিহত এবং মহাবলশালী রাবণপুত্র অক্ষকে চূর্ণিত করিয়া রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। মহাবীর হনুমান্ পিতামহবরে অস্ত্র-প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত জানিয়াও যদৃচ্ছাক্রমে বন্ধনোদ্যত রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিল। অনন্তর সে সীতার অবস্থান-স্থানমাত্র-ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রামের নিকট এই সমস্ত প্রিয়বার্ত্তা বর্ণনার্থ প্রত্যাগমন করিল। অমেয়বল হনুমান্ রামের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা নিবেদন করিল, যে, আমি সীতাকে যথারীতি দর্শন করিয়াছি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবের সহিত সমুদ্রতীরে গিয়া সূর্য্যতুল্য বাণ-দ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিলেন। তখন নদীপতি সমুদ্র তাঁহাকে দর্শন দিল। পরে রাম সমুদ্রবাক্যে নলকপি-দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লঙ্কায় গিয়া যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করত সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তির সম্মখে সীতাকে অতিকর্কশ বাক্য বলিলেন।

পতিব্রতা সীতা ঐ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিতে

প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাম অগ্নি এবং গুরুর বাক্যে সীতাকে নিষ্পাপা ও অমলা জানিয়া গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা রঘুকুলতিলক রামের এই সুমহৎ কর্ম্মে দেবগণ ও ঋষিগণ সচরাচর ত্রৈলোক্যের সহিত সন্তোষ লাভ করিলেন। তখন রাম সমস্ত দেববর্গ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সুসন্তুষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইলেন।

তৎপরে রাম রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৃতকৃত্য ও নিশ্চিন্ত হইয়া পরম প্রমোদ লাভ করিলেন, এবং দেববরে মৃত বানরগণকে পুনর্জীবিত করিয়া সুহৃদ্বর্গের সহিত পুষ্পক রথে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। সত্যপরাক্রম রাম ভরদ্বাজঋষির আশ্রমে গিয়া ভরতের নিকট হনুমান্‌কে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর রাম সুগ্রীবাদি-সমভিব্যাহারে সেই পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত-বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। পরে নিষ্পাপ রাম নন্দিগ্রামে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে জটা মুণ্ডন করিয়া সীতার সহিত রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

রামের রাজত্বে সমস্ত প্রজালোক হর্ষান্বিত, প্রমুদিত, তুষ্ট, পুষ্ট ও অতিধার্ম্মিক হইবে; কাহারও আধি, ব্যাধি কি দুর্ভিক্ষ-জনিত ভয় রহিবে না; কোন স্থানে কোন পুরুষকেই পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইবে না; কোন রমণীকেই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; সমস্ত রমণীই পতিব্রতা হইবে; কাহারও অগ্নি, বায়ু, জল, ক্ষুধা, তস্কর কি জ্বর-হেতুক কিছুমাত্র ভয় রহিবে না; এবং রাষ্ট্র ও নগর-

সমস্ত ধনধান্যে পরিপূরিত হইবে। অধিক কি! তাঁহার রাজত্বে সকল প্রজাই সত্য যুগের ন্যায় সদা সুখী হইবে। রঘুকুলতিলক মহাযশা রাম বহুসুবর্ণ-দক্ষিণক শতসঙ্খ্য অশ্বমেধ যাগ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি দশ-সহস্রকোটি গো ও তদিতর ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্যেয় ধন প্রদান করিবেন। ইনি দ্বিজপ্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া অনেক রাজবংশ স্থাপন করিবেন, এবং একাদশসহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যিনি এই পাপবিনাশন পবিত্র পুণ্যতম বেদতুল্য রাম-চরিত পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। মনুষ্য এই আয়ুষ্য রামায়ণ আখ্যান পাঠ করিলে, দেহ ত্যাগ করিয়া পুত্র, পৌত্র, দাস ও দাসীগণের সহিত স্বর্গ লোকে স্বর্গীয়ব্যক্তিব্যূহ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রমুদিত হন। ব্রাহ্মণ এই আখ্যান পাঠ করিলে বাগীশ্বর হন; ক্ষত্রিয় ইহা পাঠ করিলে ভূপতি হন; বৈশ্য ইহা পাঠ করিলে প্রচুর বাণিজ্য-ফল প্রাপ্ত হন; এবং শূদ্র ইহা পাঠ করিলে মহত্ত্ব লাভ করে।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে মহর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ বাল্মীকি-কর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত এবং গমনার্থ অনুমতি প্রার্থনানন্তর অনুজ্ঞাত

হইয়া আকাশ মার্গে গমন করিলেন। নারদের দেব লোকে গমনের মুহূর্ত্ত কাল পরে বাল্মীকিমুনি গঙ্গার সন্নিহিতা তমসা নদীর তীরে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি তমসা-নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া কর্দ্দমশূন্য তীর্থ প্রদর্শন করিয়া পার্শ্বস্থিত শিষ্যকে কহিলেন, "হে ভরদ্বাজ! দেখ, এই স্বচ্ছজলশালী রমণীয় তীর্থ সাধু ব্যক্তির মনের ন্যায় অতি-নির্ম্মল; আমি এই সুশোভন তমসা-তীর্থে অবগাহন করিব; হে তাত! তুমি এই স্থানে কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল প্রদান কর।"

গুরুসেবাতৎপর ভরদ্বাজ বাল্মীকিমুনি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিল। নিয়তেন্দ্রিয় ভগবান্ বাল্মীকি শিষ্যহস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ করিয়া নদী-তীরস্থ সুবিপুল বনের চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই বনের নিকটে দেখিতে পাইলেন, যে, আধিব্যাধি-বিধুর মনোহর-স্বর ক্রৌঞ্চ-মিথুন বিচরণ করিতেছে।

বাল্মীকিমুনি দেখিতেছেন, এই সময়ে পাপাশয় অনপকারি-বৈরকারী নিষাদ সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে পুংক্রৌঞ্চকে নিহত করিল। তখন ক্রৌঞ্চী প্রমত্ত-ভাবে সুরতাসক্ত ও বিস্তৃতপক্ষ-যুক্ত সদাসহচর তাম্রশীর্ষ দ্বিজবর স্বামীর বিয়োগে কাতরা হইয়া, এবং তাহাকে নিহত, শোণিত-পরিপ্লুত ও ভূমিতলে পুনঃপুন অবলুণ্ঠিত দেখিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। সেই সময়ে ব্যাধ-কর্ত্তৃক নিপাতিত ক্রৌঞ্চকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন এবং ক্রৌঞ্চী-

কে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া, সেই ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকিঋষির অন্তরে করুণা সঞ্চার হইল। পরে তিনি করুণাসঞ্চার-প্রযুক্ত এই কর্ম্মকে অধর্ম্ম্য কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া ব্যাধকে এই কথা বলিলেন, " রে নিষাদ! যেহেতু তুই ক্রৌঞ্চমিথুন-মধ্যে একটি কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্, অতএব তুই চির কাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবি না।"

অনন্তর এই কথা বলিয়া বিশেষ পর্য্যালোচনা করত বাল্মীকিঋষির হৃদয়ে এরূপ চিন্তা হইল, " আমি এই পক্ষীর শোকে আর্ত্ত হইয়া ইহা কি বলিলাম!" মহাপ্রাজ্ঞ মতিমান্ মুনিবর বাল্মীকি এরূপ চিন্তা করত নির্ণয় করিয়া শিষ্যকে এই কথা বলিলেন, " এই চতুষ্পাদবদ্ধ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত-গুরুলঘু-বৈষম্য-বিধুরাক্ষর ও বীণালয়-বিশুদ্ধ বাক্য শোকসময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোকই হউক, অন্যথা না হউক।"

বাল্মীকিমুনি এরূপ বাক্য বলিলে, শিষ্য ভরদ্বাজ তাহা সন্তোষ-পূর্ব্বক স্বীকার করিল; তখন বাল্মীকিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর বাল্মীকিঋষি সেই তীর্থে যথাবিধি অভিষেক করিয়া ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে বহুশ্রুত বিনীতস্বভাব শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস লইয়া গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তদনন্তর বাল্মীকিমুনি শিষ্যের সহিত আশ্রমে গিয়া উপবিষ্ট হইয়া অন্তরে সেই বিষয় ধ্যান করত অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাতেজা লোককর্ত্তা প্রভু চতুর্মুখ ব্রহ্মা

সেই মুনিবর বাল্মীকিকে দেখিতে স্বয়ংই আগমন করিলেন। পরে বাল্মীকি সহসা ব্রহ্মাকে দেখিয়া পরম বিস্ময় সহকারে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রয়ত, যতবাক্ ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই দেবদেব ব্রহ্মাকে যথাবিধি প্রণামানন্তর পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও বন্দন-দ্বারা পূজা করত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা পরমার্চ্চিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বাল্মীকিঋষিকে আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। পরে সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইলে, তাঁহার আদেশানুসারে বাল্মীকিঋষিও আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বাল্মীকিমুনি তদ্বিষয়-গতমানস হইয়া ক্রৌঞ্চীনিমিত্ত শোক করত "সেই পাপাত্মা হিংস্রবুদ্ধি নিষাদ অকারণে মনোহরবর সেই ক্রৌঞ্চকে হনন করিয়া কষ্টদায়ক কর্ম্ম করিয়াছে," এরূপ অনুধ্যান করিতে করিতে পুনরুদ্দীপিত সেই শোকে অতিমগ্ন ও তজ্জন্য বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হওত ব্রহ্মার সমীপেই পুনশ্চ সেই শ্লোক গান করিলেন। তখন ব্রহ্মা হাস্য করিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে কহিতে লাগিলেন, "হে ব্রহ্মন্! তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক, ইহাতে বিচারণা করিও না; আমার অভিপ্রায়েই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে। হে ঋষিবর! তুমি ধর্ম্মাত্মা ধীশক্তি-সম্পন্ন লোকাভিরাম রামের সমস্ত বিবরণ এরূপ বাক্যে বর্ণন কর। তুমি নারদের নিকট রামের যেরূপ প্রকাশ্য ও রহস্য বৃত্তান্ত-সমস্ত শ্রবণ করিয়াছ, বুদ্ধিরত হইয়া সেইরূপে তৎ-

সমুদয় বর্ণন কর। রাম, লক্ষ্মণ, বিদেহনন্দিনী সীতা এবং সমস্ত রাক্ষসদিগের যে সমস্ত প্রকাশ্য কি রহস্য বিবরণ তোমার অবিদিত আছে, তৎসমস্তই তোমার বিদিত হইবে; এই কাব্যে তোমার কোন একটি বাক্যও মিথ্যা হইবে না; তুমি পুণ্যতম মনোরম রাম-বিবরণ শ্লোকবদ্ধ কর। যত দিন পৃথিবীতলে পর্ব্বত ও নদীসকল বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে তোমার কৃত রামায়ণ প্রবন্ধ প্রচার থাকিবে; যেপর্য্যন্ত তোমার কৃত রামায়ণ প্রবন্ধ প্রচার থাকিবে, সেপর্য্যন্ত তুমি সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি হইয়া আমার লোকে নিবাস করিবে।"

ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বাল্মীকিমুনি শিষ্যবর্গের সহিত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহার সমস্ত শিষ্যেরা মুহুর্মুহু প্রীতি সহকারে উক্ত শ্লোক গান করিতে লাগিল, এবং পরমবিস্মিত হইয়া পুনঃপুন কহিতে লাগিল, "মহর্ষি বাল্মীকি উৎকট শোকের সময়ে যে সমাক্ষর চতুষ্পাদযুক্ত বিপুল শোকবাক্য গান করিয়াছেন, তাহা শ্লোক হইয়াছে।"

বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি বাল্মীকির এরূপ বুদ্ধি হইল যে, সমস্ত রামায়ণ কাব্য ঈদৃশ শ্লোকে রচনা করি। তখন উদারদর্শন কীর্ত্তিমান্ বাল্মীকি সেই অতিযশস্বী রামের যশস্কর কাব্য উদারবৃত্তবোধক-পদবিন্যস্ত সমাক্ষর মনোরম শ্লোক-সমূহে রচনা করিলেন। হে মানবগণ! তোমরা সকলে সমাস, সন্ধি এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগ-বিশুদ্ধ, সমাক্ষর, মাধুর্য্যযুক্ত ও ঋজুবোধ বাক্য-সমূহে নিবদ্ধ বাল্মীকি-প্রণীত রঘু-

নাথ-চরিত-সম্বলিত সেই দশাননবধ-নামক কাব্য শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

বাল্মীকিমুনি ধীশক্তিসম্পন্ন রামের ধর্ম্ম, অর্থ ও হিত-সাধন বৃত্তান্তরূপ সমগ্র বস্তু শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্যান্য বিবরণ অবগমার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি প্রাগগ্র কুশাসনে উপবেশন করিয়া যথাবিধি আচমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগদ্বারা তদ্বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাল্মীকিমুনি যোগবলে রাজা দশরথ, তাঁহার ভার্য্যাগণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং পৌরগণের হসিত, ভাষিত ও গতি-প্রভৃতি সমস্ত চেষ্টিত যাথাতথ্যরূপে দেখিতে পাইলেন, এবং সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী বনে থাকিয়া যাহা যাহা আচরণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তও দেখিলেন। ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকিমুনি যোগস্থিত হইয়া রামপ্রভৃতি সকলের ভূত ও ভাবী বৃত্তান্তসমুদায় করস্থিত আমলকের ন্যায় দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর মহামতি বাল্মীকিমুনি যোগবলে অভিরাম রামের সমস্ত বৃত্তান্ত যাথাতথ্যরূপে দর্শন করিয়া তৎসমুদায় ধর্ম্ম, কাম ও অর্থরূপ-গুণসংযুক্ত, সমুদ্রের ন্যায় রত্নবহুল এবং সকলের শ্রবণ-মনোহর প্রবন্ধে বদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বাল্মীকিমুনি মহাত্মা নারদের নিকট রঘুকুলতিলক রামের যেরূপ চরিত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রবন্ধ রচনা করিলেন। তিনি প্রথমত এই প্রবন্ধে রামের জন্ম, অতীবীর্য্যবত্তা, সর্ব্বানুকূলতা ও ক্ষান্তিবহু-

লতা বর্ণন করেন। পরে রামের বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথে যে সমস্ত নানাবিধ বিচিত্র প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা হইয়াছিল, তৎসমস্ত এবং রামের হরকার্ম্মুক ভেদন, জানকীর সহিত বিবাহ, পরশুরামের সহিত বিবাদ ও বিবিধ গুণ বর্ণন করেন। তৎপরে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন, এবং তদ্দর্শনে কৈকেয়ীদেবীর দুষ্টচিন্তা, রামের অভিষেক নিবারণ ও তাঁহার বনপ্রেরণ বর্ণন করেন। অনন্তর রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও পরলোকে গমন এবং প্রকৃতিবর্গের বিষাদ বর্ণন করেন। তদনন্তর রামের প্রকৃতিবর্গ বিসর্জ্জন, নিষাদপতির সহিত সংবাদ, সুমন্ত্র সারথি প্রতিনিবর্ত্তন, গঙ্গাপরপারে গমন, ভরদ্বাজ মুনি সন্দর্শন এবং তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে চিত্রকূট পর্ব্বত দর্শন ও তথায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ বর্ণন করেন। তৎপরে ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতে আগমন, রাম-প্রসাদন, তাঁহার পাদুকা অভিষেক ও নন্দিগ্রামে অবস্থান, এবং রামের জনকোদ্দেশে সলিল প্রদান বর্ণন করেন। অনন্তর সীতাদেবী ও অনসূয়ার কথোপকথন, এবং সীতাদেবীর অনসূয়ার নিকট অলঙ্কার প্রাপ্তি বর্ণন করেন। পরে রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ বধ, শরভঙ্গ সন্দর্শন, সুতীক্ষ্মমুনির সহিত সমাগম, অগস্ত্য সন্দর্শন, তাঁহার অনুমতিতে কার্ম্মুক গ্রহণ, সূর্পনখার সহিত সংবাদ, তাহাকে বিরূপ করণ, এবং খরপ্রভৃতি রাক্ষস বধ বর্ণন করেন। তদনন্তর রাবণের জানকীহরণোদ্যোগ, এবং রামের মারীচ বধ ও রাবণের সীতা হরণ বর্ণন করেন। তৎপরে রামের বিলাপ, গৃধ্ররাজ সংস্কার

কবন্ধ ও পম্পানদী সন্দর্শন, শবরী দর্শন, শবরীর নিকটে ফল মূল ভক্ষণ, পম্পানদী-তীরে বিলাপ ও হনুমান্ দর্শন, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন, সুগ্রীবের সহিত সমাগম ও সখ্য সম্পাদন এবং তাহার প্রত্যয়োৎপাদন বর্ণন করেন। অনন্তর বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, এবং রামের বালী হনন ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, এবং বালিপত্নী তারার বিলাপ বর্ণন করেন। পরে রঘুকুল-তিলক রামের সুগ্রীবের সহিত শরৎ কালে যাত্রা নিয়ম, বর্ষা কাল অতিবর্ত্তন ও নিয়মাতিরেকে কোপ, এবং সুগ্রীবের বল সংগ্রহ, চতুর্দ্দিকে বল প্রেরণ ও পৃথিবী-সংস্থান কথন বর্ণন করেন। তদনন্তর রামের অঙ্গুরীয়ক প্রদান, এবং বানরদিগের ভল্লূকবিবর দর্শন, সমুদ্রতীরে অনশনে উপবেশন ও সম্পাতি সন্দর্শন বর্ণন করেন। পরে হনুমানের পর্ব্বতে আরোহণ, সাগর লঙ্ঘন, সমুদ্রবাক্যে উত্থিত মৈনাক গিরি দর্শন, রাক্ষসী তর্জ্জন, ছায়াগ্রাহিণী সিংহিকা দর্শন, সিংহিকা বধ, লঙ্কা ও মলয় দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কা প্রবেশ, " অসহায় হইয়া কি করি " এরূপ চিন্তন, মদ্যপান-সভায় গমন, রাবণের অন্তঃপুর, রাবণ ও পুষ্পক রথ সন্দর্শন, অশোক বনে গমন, তথায় সীতা দর্শন, ও তাঁহাকে অভিজ্ঞান প্রদান, এবং সীতাদেবীর হনুমানের সহিত সম্ভাষণ ও তাহাকে মণি প্রদান বর্ণন করেন। তৎপরে ত্রিজটা রাক্ষসীর স্বপ্ন দর্শনাখ্যান, এবং হনুমানের চেডী রাক্ষসীগণের প্রতি তর্জ্জন ও বন ভঞ্জন বর্ণন করেন। পরে রাক্ষসীগণের পলায়ন, এবং হনুমানের অনেক রাবণকিঙ্কর হনন, ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক গ্রহণ, লঙ্কা দাহন, অভি-

গর্জ্জন, বধূ হরণ, সমুদ্র লঙ্ঘন এবং রামকে আশ্বাস ও মণি প্রদান বর্ণন করেন। অনন্তর রামের সমুদ্রের সহিত সমাগম, নল-বানরদ্বারা সেতু নির্ম্মাণ, সমুদ্রপারে গমন, রাত্রিকালে লঙ্কা অবরোধন ও বিভীষণের সহিত মিলন, এবং বিভীষণের রামকে রাবণবধোপায় নিবেদন বর্ণন করেন। তৎপরে রামের কুম্ভকর্ণ হনন, লক্ষ্মণ-দ্বারা মেঘনাদ বধ, রাবণ হনন, অরিপুরে সীতা প্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পক রথ দর্শন, অযোধ্যায় গমন, ভরদ্বাজঋষির সহিত সমাগম, ভরতের নিকট হনুমান্‌কে প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রাজ্যাভিষেক-সমারোহ, সমস্ত সৈন্য বিসর্জন, রাজ্যরঞ্জন ও সীতাদেবীকে বনে প্রেরণ বর্ণন করেন। তদনন্তর ভগবান্ বাল্মীকিঋষি রামের ভূমণ্ডলের অনাগত সমস্ত বিবরণ উত্তর কাব্যে বর্ণন করেন।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

রাম রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ বাল্মীকিঋষি তাঁহার সমস্ত চরিত বিচিত্রপদ ও সুপ্রশস্তার্থ-সম্বলিত প্রবন্ধে বর্ণন করেন। মুনিবর এই প্রবন্ধে প্রথমত ছয় কাণ্ড, পঞ্চশত সর্গ ও চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র শ্লোক এবং পরিশেষে উত্তর কাণ্ড নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ প্রভু বাল্মীকি রামের ভূত ও ভবিষ্যৎ-সমস্ত-ঘটনাসংযুক্ত এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে, কোন্ ব্যক্তি ইহা প্রয়োগ করিবে? সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত

সময়ে মুনিবেশধারী কুশী ও লব তাঁহার পাদ বন্দন করিলেন। তিনি আশ্রমবাসী যশস্বী বেদকুশল ধর্ম্মজ্ঞ রাজপুত্র দুই ভ্রাতা কুশী ও লবকে স্বর-সম্পন্ন এবং মেধাবী দেখিয়া স্বকৃত প্রবন্ধ প্রয়োগের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করিলেন। চরিতব্রত প্রভু বাল্মীকি সেই দুই জনকে বেদের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণার্থ রাম ও সীতার সমস্তচরিত-সম্বলিত রাবণবধ-নামক এই কাব্য শিক্ষা করাইলেন। এই কাব্য পাঠ ও গানে মধুর; দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতরূপ-ত্রিবিধপ্রমাণান্বিত; ষড়্জ ও মধ্যম-প্রভৃতি-সপ্তস্বরযুক্ত; বীণালয়-বিশুদ্ধ; এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীর-প্রভৃতিসমুদয়-রসযুক্ত। স্থান ও মূর্চ্ছনা-তত্ত্বজ্ঞ গান্ধর্ব্ববিদ্যাভিজ্ঞ কুশী ও লব তাহা গান করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বের ন্যায় স্বরসম্পন্ন প্রশস্তরূপ-শালী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন মধুরস্বর-ভাষী সেই দুই ভ্রাতা, যেমন বিম্ব হইতে অনুরূপ প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ রামদেহ হইতে যেন রামদেহের অনুরূপদেহ-শালী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই অনিন্দিত রাজপুত্র-দ্বয় এই উত্তমাখ্যান ধর্ম্ম্য কাব্য আদ্যন্ত সমগ্র অভ্যাস করিলেন। মুনিগণ ও সাধু ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইলে, সেই গানতত্ত্বজ্ঞ রাজপুত্রদ্বয় সমাহিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে এই কাব্য উপদেশানুরূপ গান করিতেন।

কোন সময়ে সেই মহাভাগ সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন মহাত্মদ্বয় মিলিত হইয়া সমবেত বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণের সভামধ্যে এই কাব্য গান করিলেন। সেই সমস্ত মুনিরাও তাহা শ্রবণ করিয়া পরম বিস্মিত ও বাষ্পাকুল-লোচন হইয়া তাঁহা-

দিগকে "সাধু সাধু" বলিলেন। সেই ধর্ম্মবৎসল মুনি-সমুদয় প্রীতমনা হইয়া প্রশংসনীয় গায়ক কুশী ও লবকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, "আহা! গানের কি মাধুর্য্য! বিশেষত শ্লোকেরই বা কি মধুরতা! আহা! ইহাঁরা উভয়ে মিলিত ও তন্ময় হইয়া কি মনোহর উচ্চস্বরে ও সুনিয়মে এই সুমধুর গান করিতেছেন! যাহাতে অতিপ্রাচীন চরিতও প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হইতেছে!" সেই রাজপুত্রদ্বয় তপঃশ্লাঘনীয় মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক এই রূপে প্রশস্যমান হইয়া অত্যুচ্চ স্বরে সুমধুর গান করিতে লাগিলেন। তখন সেই সভাস্থিত কোন মুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কলস প্রদান করিলেন; কোন মহাযশস্বী মুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বল্কল দান করিলেন; কোন মুনি কৃষ্ণাজিন প্রদান করিলেন; কোন মুনি যজ্ঞসূত্র দিলেন; কোন মুনি কমণ্ডলু প্রদান করিলেন; কোন মহামুনি মৌঞ্জী দান করিলেন; কোন মুনি কৌপীন দিলেন; কোন মুনি বৃষী প্রদান করিলেন; কোন মুনি হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কুঠার দান করিলেন; কোন মুনি কাসায়বর্ণ বস্ত্র দিলেন; কোন মুনি চীরবসন প্রদান করিলেন; কোন মুনি জটা বন্ধনের রজ্জু দান করিলেন; কোন মুনি প্রমোদান্বিত হইয়া কাষ্ঠানয়নের রজ্জু দিলেন; কোন মুনি কাষ্ঠ-ভার প্রদান করিলেন; কোন মুনি যজ্ঞভাণ্ড দান করিলেন; কোন মুনি ঔডুম্বর-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আসন দিলেন; এবং সেই সভাস্থ কোন কোন মহর্ষি "মঙ্গল হউক" বলিয়া ও কোন কোন মহর্ষি "পরমায়ু বৃদ্ধি হউক," এই বাক্যে আশীর্ব্বাদ করি-

লেন। এইরূপে তত্রস্থ সমস্ত মুনিই কুশী ও লবকে স্ব স্ব অভিপ্রেত বর প্রদান করিলেন। সমস্তগান-তত্ত্বজ্ঞ কুশী ও লব মুনিদিগের নিকট আয়ুষ্য, অভ্যুদয়সাধন, সর্ব্বশ্রোত্র-মনোহর এবং কবিদিগের পরম-বর্ণনাধার-স্বরূপ আশ্চর্য্যাখ্যান এই সুমধুর গান কাব্য যথাক্রমে আদ্যন্ত গান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রশস্যমান হইয়া অযোধ্যা নগরীর রাজপথ ও রথ্যা-সকলেতে গান করিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে শত্রুনিহন্তা পূজার্হ রাম কুশী ও লব-নামক সেই দুই ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি স্বগৃহে তাঁহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক পূজা করিলেন। অনন্তর প্রভু রাম কাঞ্চননির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং সচিববর্গও তৎসমীপে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন রাম রূপসম্পন্ন বিনীত-স্বভাব সেই উভয় ভ্রাতাকে নিরীক্ষণ করত ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে "তোমরা দেবতুল্য-বর্চ্চস্বী এই দুই জনের বিচিত্রপদ-বিন্যস্ত বিচিত্রার্থ-সম্বলিত এই আখ্যান শ্রবণ কর," ইহা বলিয়া সেই দুই জনকে সম্যক্ গান করিতে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা বলানুরূপ উচ্চ স্বরে সুস্পষ্ট রূপে বীণালয়-বিশুদ্ধ এবং শ্রোতৃবর্গের সমস্ত গাত্র, মন ও হৃদয়ের আহ্লাদকর মধুর গান করিতে লাগিলেন। সেই জনসমাজে ঐ গান শ্রোতৃবর্গের শ্রোত্র-সুখাবহ হইয়া প্রকাশিত হইল। সেই সময়ে রাম লক্ষ্মণাদিকে কহিলেন, "এই রাজলক্ষণ-সম্পন্ন মহাতপস্বী মুনি কুশী ও লব আমার মহানুভাব চরিত গান করিতেছেন, তোমরা তাহা শ্রবণ কর;

যেহেতু বৃদ্ধগণ ‘ইহা শ্রবণ করিলে ভূতি ও মুক্তি হয়,’ ইহা বলিয়া থাকেন।”

পরে কুশী ও লব রামবাক্যে নিযোজিত হইয়া মার্গরূপ-গান-ধারানুসারে গান করিতে লাগিলেন। তখন সভাগত রামও এই প্রবন্ধের চিরস্থায়িতা বাসনায় ক্রমশ অত্যাসক্ত-মনা হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বে প্রজাপতি বৈবস্বত মনু অবধি যে সমুদয় জয়শালী রাজাদিগের অধীনে এই সমস্ত ভূমণ্ডল ছিল; এবং যিনি সাগর খনন করিয়াছিলেন, ও ষষ্টিসহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া গমন করিতেন, সেই সগর রাজা যাঁহাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা নরপতিগণের বংশে রামায়ণ-নামে বিশ্রুত এই সুমহৎ আখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মকামার্থ-সাধন এই আখ্যান আদ্যন্ত সমস্ত নিঃশেষ রূপে গান করিব; আপনারা অসূয়া ত্যাগ করিয়া শ্রবণ করুন।

সরযূ-তীরে নিবিষ্ট, প্রমোদান্বিত, প্রভূত-ধনধান্য-শালী, অতিবৃহৎ ও উত্তরোত্তর-বর্দ্ধমান কোশল-নামক জনপদে সর্ব্বলোক-বিখ্যাতা অযোধ্যানাম্নী নগরী আছে। যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে মহাপুরী সুবিভক্ত মহাপথে শোভিতা, দ্বাদশ-যোজনায়তা, ত্রিযোজন-বিস্তৃতা ও অতিশয়-শোভাবতী; এবং যাহার সুন্দর সুবিভক্ত বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ-সকল সর্ব্বদা জলসিক্ত

ও বিকশিত-পুষ্প-বিকীর্ণ থাকিত। যেরূপ দেবপতি ইন্দ্র স্বর্গ লোকের বসতি বৃদ্ধি করেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্র-বর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। সেই নগরী কবাট-তোরণান্বিতা, সুবিভক্ত-ক্ষুদ্রপথ-শোভিতা, সমস্ত-যন্ত্র-সমন্বিতা, অতুলপ্রভাবতী, সর্ব্বায়ুধবতী ও অতিশ্রীমতী। তাহাতে সমস্ত-শিল্পবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি এবং অনেক সূত ও মাগধ বাস করিত। তাহাতে ধ্বজশালী উচ্চ উচ্চ অট্টালক, শত শত শতঘ্নী, উদ্যান ও আম্রবণ ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে মেখলার ন্যায় শালবৃক্ষ ছিল। তাহার সকল স্থানেই সীমন্তিনীদিগের নাট্য-শালা ছিল। সেই নগরী গম্ভীরজল-দুর্গম-পরিখা-পরিব্যাপ্তা থাকা-প্রযুক্ত সকলেরই দুর্গম্যা; বিশেষত শত্রুপক্ষ তাহার নিকটেও গমন করিতে পারিত না। সেই নগরীতে বহুসঙ্খ্য অশ্ব ও বারণ, অনেক গো, বহুসঙ্খ্য উষ্ট্র ও গর্দ্দভ, করপ্রদ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা, নানাদেশ-নিবাসী বণিগ্‌গণ, পর্ব্বততুল্য অত্যুচ্চ রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ-সমূহ এবং যেরূপ ইন্দ্রের অমরাবতী নগরীতে স্ত্রীদিগের ক্রীড়াগার আছে, সেইরূপ নারীগণের অনেক ক্রীড়াগার ছিল। সুবর্ণ-মণ্ডিতা, সমস্তরত্ন-সমাকীর্ণা সপ্তভূমিক-গৃহশোভিতা ও সমভূমি-নিবেশিতা সেই বিচিত্র-নগরীতে অনেক শ্রেষ্ঠরমণী ছিল। তাহাতে গৃহসমস্ত নিকটে নিকটে সন্নিবেশিত ছিল, সুতরাং তাহার কোন স্থান বসতিশূন্য ছিল না। সেই নগরী ধান্য ও তণ্ডুল-পরিপূরিতা এবং ইক্ষুরস-তুল্যস্বাদু-জলশালিনী। তাহাতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণব-সকল মুহুর্মুহু বাদিত হইত,

এজন্য সেই নগরী পৃথিবীর সমস্ত নগরী হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। তাহাতে সমস্ত গৃহের বাহ্যপ্রদেশ সুনিবেশিত এবং অনেক নরোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, অতএব সেই নগরী সিদ্ধগণের তপোলব্ধ স্বর্গীয় বিমানের সাদৃশ্য লাভ করে। এবং সেই নগরীতে অস্ত্র-শস্ত্রপ্রয়োগ-বিশারদ শীঘ্রহস্ত এতাদৃশ সহস্র সহস্র মহারথ ছিলেন, কি, যাঁহারা উদাসীন, লুক্কায়িত, অসহায়ী ও পলায়িত ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতেন না, এবং যাঁহারা বনে প্রমত্ত শব্দায়মান সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বাহুবলে কি নিশিত শস্ত্রবলে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন। রাজা দশরথ সেই অযোধ্যা নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। সেই নগরীতে দ্বিজকুল-তিলক, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, আহিতাগ্নি, গুণবান্, সত্যব্রত, সহস্রদানশীল, মুখ্য এবং মহর্ষিকল্প অনেক মহাত্মা ঋষি ছিলেন।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

সর্ব্বসংগ্রহী, বেদজ্ঞ, অতিতেজস্বী, দীর্ঘদর্শী এবং পৌর ও জানপদগণের প্রিয় দশরথ সেই অযোধ্যা পুরীতে রাজত্ব করিতেন। সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় অতিরথ রাজর্ষি ত্রিলোক-বিখ্যাত, নিহতামিত্র, বলবান্, মিত্রবান্, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান, যজন ও ইন্দ্রিয়-সংযমে মহর্ষিকল্প। তিনি ধনে কুবেরতুল্য, অন্যান্য-সঞ্চয়ে ইন্দ্রতুল্য এবং মহাতেজস্বী লোকপরিরক্ষক মনুর ন্যায় লোকের পরিরক্ষিতা; সেই ত্রিবর্গানুষ্ঠায়ী সত্যসন্ধ রাজা দশরথ-কর্ত্তৃক পালিতা

হইয়া অযোধ্যা নগরী ইন্দ্র-পালিতা অমরাবতীর ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। সেই নগরীতে সমস্ত ব্যক্তিই হৃষ্ট, স্ব স্ব ধনে পরিতুষ্ট, অলুব্ধপ্রকৃতি, ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী ও বহুশ্রুত ছিল। সেই শ্রেষ্ঠপুরীতে কোন কুটুম্বী ব্যক্তি অল্পসঞ্চয়ী, প্রয়োজনসাধনাসমর্থ কিংবা গো, অশ্ব, ধন ও ধান্যবিহীন ছিল না। অযোধ্যা নগরীতে নারী কি নর, সকলেই ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, প্রমুদিত এবং শীল ও চরিত্রে মহর্ষির ন্যায় অমল ছিল; অতএব কেহ কখন সেই নগরীতে কাম-তৎপর, নৃশংস, কদর্য্য-স্বভাব, অবিদ্বান্, কি নাস্তিক পুরুষকে দেখিতে পাইত না। সেই নগরীতে কেহ কুণ্ডল-বিহীন, মুকুট-বিধুর, মাল্য-রহিত, অল্পভোগী, অনির্ম্মল, চন্দনাদি-লেপহীন-দেহশালী, সুগন্ধ-রহিত, অশুদ্ধান্নভোজী, অদাতা, অঙ্গদহীন, অনিষ্কধারী, হস্তাভরণ-বিধুর বা অবিশুদ্ধবুদ্ধি ছিল না। অযোধ্যাতে কেহ অনাহিতাগ্নি, যাগবিহীন, ক্ষুদ্র-স্বভাব, চৌর্য্যবৃত্তি-পরায়ণ, অসদাচারী, কি সাঙ্কর্য্যদোষ-দূষিত ছিল না। সেই নগরীতে ব্রাহ্মণেরা নিত্য-স্বকর্ম্ম-নিরত, বিজিতেন্দ্রিয়, দানাধ্যয়নশীল ও বিশুদ্ধপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। সেই নগরীর কোন স্থানে কোন এক ব্রাহ্মণও নাস্তিক, অনৃতবাদী, বহুশ্রবণ-রহিত, অসূয়াকারী, অর্থসাধনাসমর্থ, অবিদ্বান্, অবেদাঙ্গবিৎ, অব্রতী, সহস্রদানহীন, দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত অথবা পীড়িত ছিলেন না। অযোধ্যাতে নারী কি নর, কেহই শ্রীহীন, রূপরহিত কি রাজভক্তি-বিহীন দৃষ্ট হইত না। সেই শ্রেষ্ঠনগরীতে ব্রাহ্মণপ্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণে যে সকল শৌর্য্য-সম্পন্ন বিক্রমসংযুক্ত ব্যক্তি

জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পুত্র, পৌত্র ও স্ত্রীগণের সহিত দীর্ঘায়ু, দেবতা-পূজক, অতিথিসেবাতৎপর, ধর্ম্মরত ও সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। এবং সেই নগরীতে ক্ষত্রিয়-সমস্ত ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাবহ, বৈশ্য-সকল ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞা-বহ ও শূদ্রগণ ত্রিবর্ণসেবারূপ স্বকর্ম্মে নিরত ছিল।

অযোধ্যা নগরী পূর্ব্বে যেরূপ ধীমান্ মানবেন্দ্র মনু-কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা ছিল, অধুনাও তদ্রূপই সেই ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা ছিল। যেমন কেশরি-সমূহে গুহা পরি-পূরিতা থাকে, সেইরূপ সেই নগরী অমর্ষণস্বভাব, কৃতবিদ্য, কৌটিল্যবিহীন ও অগ্নিকল্প যোদ্ধৃবর্গে পরিপূর্ণা থাকিত। সেই নগরী কাম্বোজদেশ-জাত, বাহ্লীকদেশোদ্ভব, বনায়ু-দেশজ ও নদীজাত উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ হয়গণে পরিব্যাপ্তা থাকিত। অযোধ্যা নগরী বিন্ধ্যাচল-সম্ভূত ও হিমালয়-পর্ব্বত-জাত অচল-নিভ, নিত্য-প্রমত্ত, মদান্বিত, অতিবলশালী এবং ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ, ভদ্রমন্দ্রমৃগ, ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্ররূপ-জাতিবিভক্ত ঐরাবত-কুলোদ্ভব, মহা-পদ্মকুল-জাত, অঞ্জনবংশীয় ও বামন-কুলোৎপন্ন পর্ব্ব-তোপম মত্ত মাতঙ্গগণে সর্ব্বদা পরিপূরিতা থাকিত। এবং শত্রুগণের অযোধ্যা সেই অযোধ্যা নগরী দ্বিযোজনের অধিকেও প্রকাশমানা হইত।

যেরূপ চন্দ্র নক্ষত্রগণ শাসন করেন, সেইরূপ সেই দমিত-শত্রু সুমহাতেজা মহারাজ দশরথ সেই নগরী শাসন করি-তেন। বিচিত্র বিচিত্র গৃহে শোভিতা, সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গল-যুক্তা, সহস্র সহস্র মানবে পরিব্যাপ্তা এবং শক্র-,

গণের অযোধ্যা শিবদায়িনী অযোধ্যা নগরী ইন্দ্র-সদৃশ রাজা দশরথের শাসনে ছিল।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুমহাত্মা বীর দশরথ রাজার সর্ব্বদা প্রিয় ও হিতানুষ্ঠায়ী এবং ইঙ্গিতজ্ঞ ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থশাস্ত্রজ্ঞ সুমন্ত্র-নামক আট জন অমাত্য ছিলেন। যাঁহারা অমাত্যগুণে ভূষিত, যশস্বী, পবিত্র-চরিত্র এবং রাজকার্য্যে সর্ব্বদা অনুরক্ত। সেই রাজা দশরথের অভিমত বশিষ্ঠ ও বামদেব, এই দুই জন প্রধান ঋত্বিক্ এবং সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি অপর ঋত্বিক্ ও বশিষ্ঠ-প্রভৃতি সকলেই মন্ত্রী ছিলেন। সেই দশরথ রাজার এই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি এবং পূর্ব্ববৃত অনেক সনাতন বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন কার্য্যদক্ষ জিতেন্দ্রিয় শ্রীশালী ঋত্বিক্ ছিলেন।

দশরথ রাজার সেই সমস্ত অমাত্যেরা ব্রহ্ম ও ক্ষত্র হিংসা না করিয়া পুরুষের বলাবল সন্দর্শন-পূর্ব্বক যথোচিত তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রদান করত কোষ পরিপূরিত করেন। যাঁহারা শ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, মহাত্মা, ধনুর্ব্বেদবিৎ, সুদৃঢ়বিক্রমশালী; রাজকার্য্যে অত্যন্ত সাবধান, তেজস্বী, যশস্বী, ক্ষমাসম্পন্ন ও সস্মিতভাষী; যাঁহারা ক্রোধ, কাম, কি কোন প্রয়োজন-বশত মিথ্যা বাক্য বলিতেন না; যাঁহাদিগের শত্রু কি মিত্রের কোন বৃত্তান্ত অবিদিত ছিল না; যাঁহারা শত্রু ও

মিত্রের চিকীর্ষিত, ক্রিয়মাণ বা কৃত কর্ম্ম চারদ্বারা বিদিত হইতেন; যাঁহারা সৌহার্দ্দ-ব্যবহার-কুশলতায় রাজা দশ-রথ-কর্ত্তৃক সুপরীক্ষিত হইয়াছেন; যাঁহারা অপরাধী হইলে পুত্রদিগের প্রতিও সমুচিত দণ্ড নির্দ্ধারণ করিতেন; যাঁহারা কোষপূরণে ও সৈন্যসংগ্রহে অতিশয় উদ্যুক্ত; যাঁ-হারা অনপরাধী হইলে শত্রু পুরুষেরও হিংসা করিতেন না; এবং যাঁহারা লেখনসমর্থ, নিয়তোৎসাহ-সম্পন্ন, নীতি-শাস্ত্রানুসারী এবং রাষ্ট্রবাসী পবিত্রস্বভাব ব্যক্তিগণের প্রতি-পালক। প্রজাগণের সমস্ত বৃত্তান্তবিজ্ঞ ঐকমত্যাবলম্বী সেই সমস্ত সুপবিত্র-চরিত্র মন্ত্রীদিগের নয়বলে সেই শ্রেষ্ঠ নগর ও সমস্ত রাষ্ট্র নির্ব্বিঘ্ন ছিল,—রাষ্ট্রে বা পুরে কোন স্থানে কোন পুরুষ মিথ্যাবাদী, দুষ্টস্বভাব কি পরদার-নিরত ছিল না। সেই সমস্ত সুবেশ, সুবসন, শুদ্ধব্রত অমাত্যেরা নরেন্দ্র দশরথের হিতার্থী হইয়া নীতিরূপ নয়নে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব আচার্য্যের কেবল গুণ-মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব পরাক্রমে ভুবন-বিখ্যাত। তাঁহারা বুদ্ধিবলে বিদেশীয় সমস্ত বিবরণ অবগত হইতেন। তাঁহাদিগের সমস্ত গুণই ছিল, কোন গুণেরই অভাব ছিল না। তাঁহারা সন্ধি ও বিগ্রহ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের স্বভাবই পরম সম্পৎ ছিল। এবং তাঁহারা নীতিশাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞ, মন্ত্রসংরক্ষণ-সমর্থ, সর্ব্বদা-প্রিয়বাদী ও সূক্ষ্ম বিচারে নিপুণ।

অনঘ রাজা দশরথ এতাদৃশ-গুণসম্পন্ন সেই সমস্ত অমা-ত্যদিগের সহিত বসুন্ধরা শাসন করিতেন। রণে সত্যপ্র-

তিজ্ঞ বদান্য ত্রিলোকবিখ্যাত পুরুষবর রাজা দশরথ অযোধ্যাতে থাকিয়াই চারদ্বারা স্বদেশ ও বিদেশের বিবরণ সন্দর্শন-পূর্ব্বক অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া প্রজা পালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তন করত এই সমুদায় পৃথিবী শাসন করেন। তিনি আত্মতুল্য বা আত্মাধিক-শৌর্য্যাদিসম্পন্ন শত্রু প্রাপ্ত হয়েন নাই। যেরূপ দেবপতি ইন্দ্র নিষ্কণ্টকে স্বর্গ লোক শাসন করেন, সেইরূপ সেই প্রণতসামন্ত মিত্রবান্ রাজা দশরথ প্রতাপদ্বারা দস্যু-প্রভৃতি সমুদয় কণ্টক বিনাশ করিয়া এই লোক শাসন করেন। যেমন ভাস্কর কিরণসমূহে শোভিত হন, সেইরূপ সদ্বৃত্ত রাজা দশরথ মন্ত্রণানিবিষ্ট, হিতানুষ্ঠায়ী, সূক্ষ্মার্থ-দর্শন-নিপুণ, সূক্ষ্মার্থ-সাধনদক্ষ ও অনুরক্ত সেই সমস্ত তেজস্বী মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া শোভিত হইতেন।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭॥

সেই মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথ ঈদৃশ-প্রভাবসম্পন্ন; কিন্তু তাঁহার বংশকর পুত্র ছিল না। তিনি পুত্রের অভাবনিমিত্ত সর্ব্বদা অনুতপ্ত থাকিতেন। কদাচিৎ “কি উপায়ে পুত্র হইবে,” এরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা দশরথের এরূপ বুদ্ধি হইল, যে, আমি পুত্র-নিমিত্তে কেন অশ্বমেধ যাগ করিতেছি না! ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিমান্ রাজা দশরথ সেই সমস্ত বিশুদ্ধ মন্ত্রীদিগের সহিত “অশ্বমেধ যাগ করা উচিত,” এরূপ মতি নিশ্চয় করিলেন। পরে মহাতেজস্বী

রাজা দশরথ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে কহিলেন, "তুমি আমার সেই সমস্ত গুরু ও পুরোহিতদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর।"

অনন্তর সেই ত্বরিতগামী সুমন্ত্র সত্বর গমন করিয়া সেই সমস্ত বেদপারগ গুরু ও পুরোহিতদিগকে একসঙ্গে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ পুরোহিত বশিষ্ঠ, সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং অন্যান্য দ্বিজসত্তম-দিগকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মার্থসাধন এই মধুর বাক্য বলিলেন, "আমার পুত্রাভাব-নিবন্ধন বিলাপেই সমস্ত সময় অতিবাহিত হইতেছে! আমি কোন ক্ষণেই সুখ লাভ করিতেছি না! অতএব আমি নিশ্চয় করিয়াছি, যে, পুত্র-নিমিত্ত অশ্বমেধ যাগ করিব। পরন্তু আমার বাসনা এই, যে, উক্ত যাগ শাস্ত্রবিধ্যনুসারে নির্ব্বাহিত হয়; যাহাতে আমার এই অভিলাষ সফল হয়, আপনারা এরূপ উপায় অবধারণ করুন।"

অনন্তর বশিষ্ঠপ্রভৃতি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা পরম প্রীত হইয়া দশরথ রাজার মুখ-নির্গত সেই বাক্য "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব বিমোচন এবং সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। হে রাজন্! আপনি অবশ্যই অভিপ্রেত অনেক পুত্র লাভ করিবেন, যেহেতু আপনার পুত্রনিমিত্ত ঈদৃশী ধার্ম্মিকী বুদ্ধি হইয়াছে।"

অনন্তর রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি হর্ষব্যাকুল-নয়ন হইয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "এক্ষণ তোমরা গুরুগণ-বাক্যানুসারে

আমার যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বরক্ষণ-সমর্থ-যোধগণ ও উপাধ্যায়ের সহিত অশ্ব বিমোচন এবং সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কর, এবং বিঘ্ন-নিবারক কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। যজ্ঞ-ছিদ্রানুসন্ধান-পটু ব্রহ্মরাক্ষসেরা যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করে, সুতরাং ইহাতে সচরাচর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; যদি এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কষ্টপ্রদ বিঘ্ন না ঘটিত, তবে সমস্ত মহীপালেরাই এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন। যাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন হয়, তিনি সদ্যই বিনষ্ট হন; অতএব যেরূপে আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি সমাপিত হয়, তোমরা এরূপ বিধান কর; তোমাদিগের তাদৃশ বিধান করিতে সামর্থ্য আছে।”

সমস্ত অমাত্যেরা নৃপতি-কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া তাঁহার সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণানন্তর বলিলেন, “অনুজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিব।”

অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নৃপসত্তম দশরথ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ-দ্বারা সম্বর্দ্ধন করত, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। মহামতি নরপতিশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র দশরথ সেই সমস্ত দ্বিজকে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সমুপস্থিত সচিবগণকে “আমি ঋত্বিগ্‌গণ-কর্ত্তৃক ‘আপনি যথাবিধি ক্রতু প্রাপ্ত হউন,’ এরূপ আদিষ্ট হইয়াছি,” এই কথা বলিয়া বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। পরে সেই নরেন্দ্র দশরথ আবাসে গিয়া সেই মনোগত পত্নীদিগকে কহিলেন, “আমি পুত্রনিমিত্তে যাগ করিব, এজন্য তোমরা দীক্ষিতা হও।”

অতিক্রমণীর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সুকান্তিমতী রাজপত্নীদিগের মুখসমস্ত, যেরূপ হিমান্তে পদ্মসকল শোভিত হয়, সেইরূপ শোভিত হইল।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

সুমন্ত্র সারথি সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া নির্জনে দশরথ রাজাকে এই কথা বলিলেন, "ঋত্বিগ্‌গণেরা আপনার পুত্রপ্রাপ্তির এই যে উপায় উপদেশ করিয়াছেন; আমি পৌরাণিক ইতিহাসে তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ শ্রবণ করিয়াছি। আমি যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। মহারাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি ঋষিদিগের নিকটে আপনার পুত্রপ্রাপ্তি-বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন, 'কাশ্যপঋষির বিভাণ্ডক-নামক বিশ্রুত পুত্র আছেন, তাঁহার ঋষ্যশৃঙ্গ-নামক বিখ্যাত পুত্র হইবেন। তিনি বনেতেই জনক-কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইবেন। সেই সদা-বনচর বিপ্রেন্দ্র মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অনবরত পিতৃসঙ্গে থাকিয়া, মুখ্য ও গৌণ, দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যই অনুষ্ঠান করিবেন; অন্য কিছুই জানিবেন না। হে রাজন্! তাঁহার এই চরিত্র বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা কথিত এবং সমস্ত লোকে প্রখ্যাত হইবে। তিনি এইরূপে থাকিয়া অগ্নি ও যশস্বী পিতাকে শুশ্রূষা করত কাল অতিবাহিত করিবেন।

সেই সময়ে অঙ্গদেশে মহাবল প্রতাপবান্ সুবিখ্যাত রোমপাদ-নামক রাজা হইবেন। সেই রাজার ব্যতিক্রমে সর্ব্বলোক-ভয়াবহ সুদারুণ অতিঘোর অনাবৃষ্টি হইবে।

অনাবৃষ্টি হইলে রাজা দুঃখিত হইয়া বেদাধ্যয়ন-সংবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক বলিবেন, 'আপনারা এরূপ নিয়ম আদেশ করুন, যাহাতে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়; আপনারা, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে অনাবৃষ্টি নিবৃত্তি হয়, অবশ্যই তাদৃশ কর্ম্ম অবগত থাকিবেন, কেননা আপনারা সমস্ত লোক-ব্যবহারই অবগত আছেন।'

অনন্তর সেই সমস্ত বেদপারগ দ্বিজসত্তম ব্রাহ্মণেরা নৃপতি-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া মহীপালকে কহিবেন, 'হে রাজন্! আপনি, যে কোন উপায়ে হউক্, এখানে বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন। হে মহীপাল! আপনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে সুসৎকার-পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সুসমাহিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি শান্তানাম্নী কন্যা প্রদান করুন।'

রাজা রোমপাদ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'সেই বীর্য্যবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে কি উপায়ে এখানে আনা যাইতে পারে,' এরূপ চিন্তান্বিত হইবেন। পরে সেই বিশুদ্ধাত্মা রাজা মন্ত্রিগণের সহিত নিশ্চয় করত পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে সৎকার করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নার্থ নিয়োগ করিবেন। পুরোহিত এবং অমাত্যেরা রাজার বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ব্যথিত হইয়া অবনতাননে 'আমরা বিভাণ্ডক ঋষি হইতে ভীত হইয়াছি, আমরা যাইতে পারিব না,' ইহা বলিয়া সেই নরপতিকে অনুনয় করিবেন। অনন্তর তাঁহারা চিন্তা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের সমুচিত উপায় সকল নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক রোমপাদকে বলিবেন, 'আমরা ঐ

সকল উপায়ে দ্বিজবর ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিতে পারিব, ইহাতে কোন দোষ হইবে না।'

পুরোহিত ও অমাত্যের বাক্যে অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদ গণিকা-দ্বারা ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবেন। তখন ইন্দ্রনিদেশে বৃষ্টি হইবে। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা দান করিবেন। রাজা দশরথের জামাতা সেই ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার অনেক পুত্র বিধান করিবেন।' আমি সনৎকুমারের কথিত এই কথা আপনাকে নিবেদন করিলাম।"

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্ট হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, "যে উপায়ে ও যে প্রকারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনীত হইয়াছেন, তাহা বর্ণন কর।"

নবম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

তখন সুমন্ত্র নৃপতি-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্রিগণ-কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি যে উপায়ে ও যে প্রকারে আনীত হইয়াছেন, আমি তৎসমস্ত বলিতেছি, আপনি অমাত্যগণের সহিত শ্রবণ করুন। পুরোহিত ও অমাত্যেরা রোমপাদকে ইহা বলিলেন, 'আমরা এই নির্ব্বিঘ্ন উপায় স্থির করিয়াছি,—ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি তপস্বী, স্বাধ্যায়নিরত এবং বনবাসী; তিনি রমণী ও বিষয়-নিবন্ধন সুখ বিজ্ঞাত নহেন; অতএব তাঁহাকে প্রাণিমাত্রের চিত্ত-প্রমাথী ও অভিমত ইন্দ্রিয়-বিষয়-দ্বারা আনয়ন করা যাইতে পারে। আপনি শীঘ্র আদেশ করুন,—রূপবতী গণিকারা শোভন অলঙ্কারে শোভিতা ও সৎকৃতা হইয়া তথায় গমন

করুক। সেই বারাঙ্গনারা বিবধ উপায়-দ্বারা সেই ঋষিকে প্রলোভিত করিয়া এস্থানে আনয়ন করিবে।’

রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে তাহাই করিতে বলিলেন। পুরোহিত মন্ত্রীদিগকে তাহা করিতে কহিলে মন্ত্রীরা তাহা করিলেন। পরে মুখ্য বারাঙ্গনারা তাহা শ্রবণ করিয়া সেই মহাবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমের সন্নিকটে থাকিয়া ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের দর্শন-নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল; সেই সুধীর ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃ-লালনাদিতে নিত্য সন্তুষ্ট ছিলেন, অতএব তিনি সর্ব্বদা আশ্রমেই থাকিতেন, কখন আশ্রমের দূরে যাইতেন না; সেই তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি একাল-পর্য্যন্ত কখন স্ত্রী, পুরুষ কি নগর বা রাষ্ট্র-জাত অন্যান্য কোন বস্তু অবলোকন করেন নাই। পরে কোন সময়ে বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ যদৃচ্ছাক্রমে সেই প্রদেশে আগমন করিলেন, এবং তথায় সেই সকল বরাঙ্গনাকে দেখিতে পাইলেন। সেই সমস্ত বিচিত্রবেশা প্রমদারা মধুর স্বরে গান করিতে করিতে ঋষিতনয়ের নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল, ‘আপনি কে, কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং কিনিমিত্তই বা এই নির্জ্জন দূর বনে বিচরণ করিতেছেন, ইহা আমরা জানিতে বাসনা করি, আপনি আমাদিগকে বলুন।’

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি পূর্ব্বে সেই বনে কখন তাদৃশ-কমনীয়রূপা কামিনীদিগকে দেখেন নাই, সুতরাং নব বস্তু সন্দর্শন-নিমিত্ত প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহার স্বীয় পিতাকে বর্ণন করিতে অভিলাষ হইল। তিনি কহিলেন, ‘হে শুভ-

দর্শনগণ! আমার পিতা বিভাণ্ডক; আমি তাঁহার ঔরস পুত্র; আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ, ইহা সকলেই জানে; এবং আমার কর্ম্মও ভূমণ্ডলে বিখ্যাত আছে। এই বনের সমীপে আমাদিগের আশ্রম; চল, সেই স্থানে আমি তোমাদিগের সকলকে যথাবিধি পূজা করিব।'

অনন্তর ঋষিতনয়ের বাক্য শ্রবণে তাঁহার আশ্রম সন্দর্শনার্থ সেই সমস্ত বারাঙ্গনার অভিপ্রায় হইল, তাহারা সকলেই তাঁহার আশ্রমে গমন করিল। পরে তাহারা আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে 'এই পাদ্য, এই অর্ঘ্য এবং এই আমাদিগের ভক্ষ্য মূল ও ফল,' এরূপ বর্ণন করত তদ্দ্বারা পূজা করিলেন। তাহারা সকলেই সমুৎসুকা হইয়া সেই পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক বিভাণ্ডক ঋষির ভয়ে শীঘ্র গমন করিতে অভিলাষ করিল। সেই সকল বারাঙ্গনারা 'হে বিপ্র! আমাদিগের এই সকল মুখ্য মুখ্য ফল গ্রহণ করুন, এবং ভক্ষণ করুন, বিলম্ব করিবেন না; হে দ্বিজ! আপনার মঙ্গল হউক,' ইহা বলিয়া তাঁহাকে সমালিঙ্গন-পূর্ব্বক হর্ষান্বিতা হইয়া বিবিধ উত্তম উত্তম সুভক্ষ্য মোদক প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ তৎসমস্ত ভক্ষণ করিয়া ফল-বিশেষ বোধ করিলেন, যেহেতু নিত্যবনবাসী ব্যক্তিরা মোদকাদি নগরজাত দ্রব্যের আস্বাদে অনভিজ্ঞ। অনন্তর সেই কামিনীরা বিভাণ্ডক-ঋষির ভয়ে বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ব্রতানুষ্ঠানের সময় নিবেদন-পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়া সেই অপদেশে তথা হইতে প্রস্থান করিল। পরে সেই সকল কামিনীরা গমন করিলে, কাশ্যপতনয়

দ্বিজ ঋষ্যশৃঙ্গ অস্বস্থমনা হইয়া ক্লেশ-প্রযুক্ত এক স্থানে অবস্থানে অসমর্থ হইলেন।

অনন্তর পর দিবস সেই শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ সেই বারাঙ্গনাদিগের হসিত ও ভাষিত-প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপার মনে মনে স্মরণ করত, যে প্রদেশে পূর্ব্ব দিবসে তিনি সেই সকল শোভনালঙ্কার-ভূষিতা মনোজ্ঞা মুখ্যা বারাঙ্গনাকে দেখিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে আগমন করিলেন। অনন্তর তাহারা বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আসিতে দেখিয়াই পরম হর্ষ লাভ করিল, এবং তাঁহার নিকটে গিয়া সকলেই তাঁহাকে এই কথা বলিল, 'হে শুভদর্শন! আপনি আমাদিগের আশ্রমে আগমন করুন,' আর ইহাও বলিল, 'যদিচ এস্থানে সুখাদ্য বিচিত্র বিচিত্র অনেক মূল ও ফল আছে, তথাপি সেস্থানে ভোজন-বিধি এস্থান হইতে নিশ্চয়ই অনেক উৎকৃষ্ট হইবে।'

তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সকল বারাঙ্গনার হৃদয়ঙ্গম বাক্য শ্রবণ করিয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন; তাহারাও তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। সেই মহাত্মা বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গ দেশে আনীয়মান হইলে ইন্দ্র দেব সহসা জগৎ প্রসন্ন করত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নরপতি রোমপাদ সুসমাহিত হইয়া স্বীয় রাজ্যে বৃষ্টির সহিত সমাগত বিপ্রতনয় ঋষশৃঙ্গ মুনির নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহাকে যথারীতি অর্ঘ প্রদান-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, যে, আপনি ও আপনার জনক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যেন আপনাদিগের আ-

মার প্রতি ক্রোধ না হয়। পরে সেই রোমপাদ রাজা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া শান্তানাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিয়া প্রশান্তমানস হইয়া হর্ষ লাভ করিলেন। সেই মহাতেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গও ভার্য্যা শান্তার সহিত রোমপাদ-কর্ত্তৃক সমস্ত-কাম্যবস্তু-দ্বারা সুপূজিত হইয়া অঙ্গ দেশে বাস করিতে লাগিলেন।”

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

সুমন্ত্র মন্ত্রী কহিলেন, “হে রাজেন্দ্র! সেই বুদ্ধিমান্ দেববর সনৎকুমার আর যে আপনার হিত-সাধন কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ‘ইক্ষ্বাকুবংশে সুধার্ম্মিক সত্য-প্রতিজ্ঞ শ্রীমান্ দশরথ নামে রাজা হইবেন; তাঁহার মহাভাগ্যবতী শান্তানাম্নী কন্যা হইবে; এবং তিনি অঙ্গরাজের সহিত সখ্য করিবেন। অঙ্গরাজপুত্র রোমপাদ নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই মহাযশস্বী রাজা দশরথ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলিবেন, ‘হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি অনপত্য; আপনি শান্তা-স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গকে আমাদিগের বংশবৃদ্ধির নিমিত্তে যজ্ঞ করিতে নিয়োগ করুন।’

বিশুদ্ধাত্মা রোমপাদ রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মনে মনে তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা চিন্তা করিয়া দশরথকে পুত্রবান্ শান্তাপতি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রদান করিবেন। অনন্তর রাজা দশরথ নিশ্চিন্ত হইয়া সেই বিপ্রকে লইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই যজ্ঞ আহরণ করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞ

নরেশ্বর রাজা দশরথ যশঃপ্রার্থী হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্বর্গ ও পুত্র-নিমিত্তে যাগ করিতে বরণ করিবেন। মনুজপতি দশরথ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট অভিলষিত বিষয় লাভ করিবেন;—তাঁহার অমিত-বিক্রমশালী বংশপ্রতিষ্ঠায়ী সর্ব্বভূত-বিখ্যাত চারিটি পুত্র হইবেন।' পূর্ব্বে সত্যযুগে দেববর ভগবান্ প্রভু সনৎকুমার এই কথা কহিয়াছিলেন। হে পুরুষ-শার্দ্দূল মহারাজ! আপনি বল ও বাহনের সহিত স্বয়ংই তথায় গমন করিয়া সুসৎকার-পূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন।”

রাজা দশরথ সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট হইলেন, এবং বশিষ্ঠ ঋষিকে সুমন্ত্রের কথা কহিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক অন্তঃপুর ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে, যে স্থানে দ্বিজবর ঋষ্যশৃঙ্গ আছেন, তথায় গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অনেক বন ও নদী অতিক্রম-পূর্ব্বক, যে প্রদেশে ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন, সেই দেশে উপস্থিত হইলেন, এবং রোমপাদের সন্নিধানে উপবিষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দীপ্যমান অনলের ন্যায় তেজস্বী দেখিলেন। অনন্তর রাজা রোমপাদ তাঁহাকে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সখ্য ভাবে যথারীতি সবিশেষ পূজা করিলেন, এবং ধীমান্ ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজা দশরথের সহিত সখ্য ভাব ও সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গও তাঁহাকে পূজা করিলেন। তৎপরে নরশার্দ্দূল রাজা দশরথ এইরূপে সুসৎকৃত হইয়া সাত আট দিন রোমপাদের সহিত তথায় বাস করিয়া রোমপাদ রাজাকে

এই কথা বলিলেন, “হে মানবপতে রাজন্! আমার সু-মহৎ কর্ম্ম উপস্থিত, অতএব আপনার তনয়া শান্তা স্বামীর সহিত আমার নগরে গমন করুন।”

রাজা রোমপাদ ধীমান্ দশরথ রাজার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, “আপনি ভার্য্যার সহিত গমন করুন।”

তখন ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, “আমি গমন করিব।”

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ, নরপতি রোমপাদের অনুজ্ঞানুসারে ভার্য্যার সহিত প্রস্থিত হইলেন। বীর্য্যবান্ দশরথ এবং রোমপাদ রাজা স্নেহে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পরস্পর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আনন্দিত হইলেন। পরে রঘুকুলনন্দন দশরথ বন্ধু রোমপাদ রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন, এবং পৌরগণের নিকটে “সমস্ত নগর অতিশীঘ্র জলসিক্ত, সম্মার্জ্জিত, ধূপগন্ধে সুবাসিত, পতাকাদ্বারা অলঙ্কৃত এবং উত্তমরূপে সুশোভিত কর,” ইহা বলিয়া শীঘ্রগামী অনেক দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পৌরবর্গেরা দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে আগত জানিয়া, রাজা যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত নগর শোভিত করিল। তৎপরে রাজা দশরথ সমলঙ্কৃত নগরে শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজাইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সমস্ত পৌর ব্যক্তিরা, যেরূপ স্বর্গে সুরেশ্বর সহস্রাক্ষ-কর্ত্তৃক কাশ্যপ বামন প্রবেশিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র-সাহায্যকারী নরেন্দ্র দশ-

রথকর্ত্তৃক দ্বিজোত্তম ঋষ্যশৃঙ্গকে সৎকার-পূর্ব্বক প্রবেশ্যমান দেখিয়া প্রমোদ লাভ করিল। অনন্তর রাজা দশরথ ঋষ্য-শৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া ঋষ্য-শৃঙ্গের সমাগমে আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। এবং সমস্ত অন্তঃপুর-বাসী ব্যক্তিরা বিশাল-নয়না শান্তাকে পতি ও পুত্রের সহিত আগতা দেখিয়া স্নেহ-বশত অতিশয় আনন্দ লাভ করিল। শান্তাও পতি এবং পুত্রের সহিত রাজা ও রাজ্ঞী-কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে পূজ্যমানা হইয়া পরম সুখে কিছু কাল সেই স্থানে রহিলেন।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

অনন্তর বহু দিবসের পর মনোহর বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে, রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ হইল। তিনি দেবতুল্য-তেজস্বী সেই দ্বিজশার্দ্দূল ঋষ্যশৃঙ্গকে ভূমিষ্ঠ মস্তকে প্রণাম করিয়া বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও ভূপতি দশরথ রাজাকে বলিলেন, "আমি যজ্ঞ করিব; আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব বিমোচন ও সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞ-ভূমি নির্ম্মাণ করুন।"

তৎপরে নরপতি দশরথ সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে সুমন্ত্র! তুমি বেদপারগামী ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্ সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য দ্বিজসত্তম ব্রাহ্মণদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর।"

তদনন্তর শীঘ্রগামী সুমন্ত্র সত্বর গমন করিয়া সেই সমস্ত

বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে একসঙ্গে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা দশরথ রাজা তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া ধর্ম্মার্থ-সাধন যুক্তি-যুক্ত এই মনোহর বাক্য বলিলেন, "আমি পুত্রাভাব-নিবন্ধন সন্তাপ-প্রযুক্ত এক ক্ষণও সুখ লাভ করিতেছি না! অতএব স্থির করিয়াছি, 'পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত অশ্বমেধ যাগ করিব।' পরন্তু আমার এই বাসনা, যে, শাস্ত্রে অশ্বমেধ যাগের যেরূপ অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া বিহিত আছে, সেইরূপ অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়ানুসারে উক্ত যাগ অনুষ্ঠিত হয়; ফলত আমার সমস্ত অভিলাষই ঋষিতনয়ের তেজঃপ্রভাবে সিদ্ধ হইবে. সন্দেহ নাই।"

অনন্তর বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রধান ব্রাহ্মণ সকল নরপতি দশরথ রাজার মুখনির্গত সেই বাক্য "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব বিমোচন এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন; আপনি অবশ্যই অমিত-বিক্রমশালী চারিটি তনয় প্রাপ্ত হইবেন, যেহেতু আপনার পুত্র-প্রাপ্তি-নিমিত্ত ঈদৃশী ধার্ম্মিকী বুদ্ধি হইয়াছে।"

তৎপরে রাজা দশরথ সেই ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন, এবং অমাত্যদিগকে হর্ষপূর্ব্বক এই শুভাক্ষর বাক্য কহিলেন, "তোমরা গুরুদিগের বাক্যানুসারে শীঘ্র আমার যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বরক্ষণ-সমর্থ যোধগণ ও উপাধ্যায়ের সহিত অশ্ব বিমোচন এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কর, এবং বিঘ্ননিবারক কর্ম্ম-সকলের বিধি ও ক্রমানুসারে অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। যজ্ঞ-

ছিদ্রানুসন্ধান-পটু ব্রহ্মরাক্ষসেরা যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করে, সুতরাং ইহাতে সচরাচর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; যদি এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কষ্টদায়ক বিঘ্ন না ঘটিত, তবে সমস্ত মহী-পালেরাই এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন। যাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন হয়, তিনি সদ্যই বিনষ্ট হন; অতএব যেরূপে আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি সমাপিত হয়, তোমরা এরূপ বিধান কর; তোমাদিগের তাদৃশ বিধান করিতে সামর্থ্য আছে।”

অনন্তর সমস্ত অমাত্যেরা পার্থিবেন্দ্র দশরথের বাক্য “যাহা বলিলেন, তাহাই বটে,” ইহা বলিয়া অভিনন্দন-পূর্ব্বক অনুজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। পরে সেই সকল ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মজ্ঞ পার্থিবেন্দ্র দশরথকে প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুমতি লাভানন্তর, যে যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা গমন করিলে, মহামতি নরপতি দশরথ সেই অমাত্যদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করি-লেন।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

পুনরায় বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে, সংবৎসর পূর্ণ হইল, তখন বীর্য্যবান্ দশরথ রাজা পুত্ত্রলাভার্থ অশ্বমেধ যাগ করণাভিলাষে বশিষ্ঠ ঋষির নিকটে গমন করিলেন। তিনি দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠকে যথান্যায়ে পূজা করিয়া পুত্ত্রলাভার্থ এই সবিনয় বাক্য বলিলেন, “হে মুনিপুঙ্গব! আপনি যথাশাস্ত্র আমার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন, এবং এরূপ বিধান করুন,

যাহাতে ব্রহ্মরাক্ষস-প্রভৃতি যজ্ঞবিঘ্নকারীরা যজ্ঞের কোন অঙ্গে বিঘ্ন করিতে না পারে। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার পরম গুরু ও পরম সুহৃৎ, এবং আপনি আমার প্রতি স্নেহও করিয়া থাকেন; অতএব আমি আপনাকে এই যজ্ঞের ভার অর্পণ করিতেছি, আপনাকে অবশ্যই এই ভার বহন করিতে হইবে।”

অনন্তর সেই দ্বিজসত্তম বশিষ্ঠ রাজার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, “আমি আপনার প্রার্থনানুরূপ সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিব।”

তৎপরে বশিষ্ঠ ঋষি যজ্ঞকর্ম্মকুশল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ স্থাপত্যকর্ম্ম-কুশল ব্যক্তি, কর্ম্মকারক ভৃত্য, চর্ম্মকার-প্রভৃতি শিল্পী, চিত্রাদি-শিল্পকার, সূত্রধার, খনক, গণক, নট, নর্ত্তক এবং বহুশ্রুত শাস্ত্রজ্ঞ শুচি পুরুষদিগকে কহিলেন, “তোমরা রাজাজ্ঞায় যজ্ঞোপযোগী সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ কর,—তোমরা বহুসহস্র ইষ্টকা আনয়ন করিয়া বহু-গুণ-সমন্বিত রাজযোগ্য অনেক গৃহ, ব্রাহ্মণদিগের বাসযোগ্য বহুবিধ ভক্ষ্য এবং অন্ন ও পান-যুক্ত সুদৃঢ় শত শত উত্তম গেহ, পৌরগণের বাস-যোগ্য বিস্তারশালী অনেক আবাস, বহু দূর হইতে সমাগত পার্থিবদিগের পৃথক্ পৃথক্ শয্যাগৃহ এবং বাজি ও বারণশালা, স্বদেশী ও বিদেশী ভট্টদিগের বাসার্থ বৃহৎ বৃহৎ অনেক আবাস এবং ইতর পৌর ব্যক্তি-ব্যূহের বাসনিমিত্ত সমস্ত কাম্যবস্তু-সমন্বিত বহুভক্ষ্যশালী সুশোভন অনেক গৃহ নির্ম্মাণ কর। তোমরা সকলকেই যথাবিধি সৎকার-পূর্ব্বক অন্ন প্রদান করিও, যাহাতে সমস্ত

চাতুর্ব্বর্ণিক ব্যক্তিরা সুসংস্কৃত হইয়া পূজা প্রাপ্ত হয়; কোন মতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও না; যেহেতু কাম কি ক্রোধবশত কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রয়োগ করা অনুচিত। তোমরা, যে সকল শিল্পকার ও অন্যান্য পুরুষেরা যজ্ঞকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগের এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ধন ও ভোজ্যদ্বারা সম্যক্ পূজিত আছে, তাহাদিগেরও যথাক্রমে বিশেষ রূপে পূজা করিবে। এবং তোমরা প্রীতিযুক্ত মনে সেইরূপ বিধান করিও, যাহাতে সমস্ত কার্য্যই উত্তম রূপে নির্ব্বাহিত হয়, কোন একটি কার্য্যও অঙ্গহীন না হয়, এবং সেই সকল বান্ধবেরাও ধন ও ভোজন-দ্বারা পূজিত হন।"

তৎপরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া বশিষ্ঠকে এই কথা কহিল, "আপনার অভিমত সমস্ত কার্য্যই সুবিহিত হইবে, কোন একটি কার্য্যও অঙ্গহীন হইবে না; আপনি যেরূপ বলিলেন, আমরা সেইরূপই করিব, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না।"

অনন্তর বশিষ্ঠ ঋষি সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া এই বাক্য বলিলেন, "পৃথিবীমধ্যে যে সকল নরপতি ধার্ম্মিক, তুমি তাঁহাদিগকে এবং সমস্তদেশীয় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ-জাতি-বিভক্ত মানবদিগকে সৎকার-পূর্ব্বক আনয়ন কর। তুমি মিথিলাধিপতি সত্যবাদী মহাভাগ শৌর্য্যসম্পন্ন জনক রাজাকে স্বয়ংই আনয়ন কর, আমি যোগবলে জানিলাম, যে, তিনি রাজা দশরথের বৈবাহিক হইবেন, সুতরাং তাঁহাকেই অগ্রে আনয়ন করিতে বলি-

তেছি। তুমি সতত-প্রিয়বাদী স্নিগ্ধ-স্বভাব দেবতুল্য-সাধু-চরিত্র কাশীপতি, রাজসিংহ দশরথের শ্বশুর সেই পরম-ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজেন্দ্র দশরথের বয়স্য অঙ্গাধিপতি মহেষ্বাস সপুত্র রোমপাদ, কোশলরাজ ভানু-মান্ এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পরমোদার-চরিত শৌর্য্যস-ম্পন্ন প্রাপ্তিবিষয়াভিজ্ঞ পুরুষবর মগধেশ্বরকে সুসৎকার-পূর্ব্বক স্বয়ংই এখানে আনয়ন কর। এবং তুমি রাজাজ্ঞা-নুসারে মহাভাগ দূত-দ্বারা রাজশাসন জ্ঞাপন করিয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগকে এখানে আগমনার্থ নিয়োগ কর,—তুমি প্রাগ্দেশবর্ত্তী সিন্ধু, সৌবীর ও সুরাষ্ট্র দেশের অধি-পতি, সমস্ত দাক্ষিণাত্য নরেন্দ্র এবং পৃথিবী-মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত স্নিগ্ধস্বভাব রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে অনুচর ও বান্ধব-বর্গের সহিত এখানে আনয়ন কর।”

তখন সুমন্ত্র বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাদিগ-কে অযোধ্যা নগরীতে আনয়নার্থ অবিলম্বে তৎকার্য্যদক্ষ পুরুষদিগকে আদেশ করিলেন। পরে মহামতি ধর্ম্মাত্মা সুমন্ত্রও মুনিশাসনানুসারে সত্বর হইয়া সেই সকল রাজা-দিগকে আনয়নার্থ স্বয়ংই গমন করিলেন।

অনন্তর সেই সকল কর্ম্মকারকেরা মহর্ষি বশিষ্ঠকে, যজ্ঞ-নিমিত্ত যাহা যাহা আয়োজন করিয়াছিল, তৎসমস্ত নিবে-দন করিল। পরে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঋষি সেই সকল ব্যক্তি-দিগকে কহিলেন, “তোমরা কাহাকেও অনাদর বা অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক কিছু প্রদান করিও না, যেহেতু অবজ্ঞা-পূর্ব্বক দান করিলে দাতা ব্যক্তি বিনষ্ট হন, ইহাতে সংশয় নাই।”

অনন্তর কএক দিবস-মধ্যে মহীপালেরা রাজা দশরথের নিমিত্তে অনেক রত্ন লইয়া অযোধ্যা নগরীতে সমাগত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ ঋষি সুপ্রীত হইয়া রাজা দশরথকে এই কথা বলিলেন, " হে নরব্যাঘ্র ! আপনার শাসনে মহীপালেরা সমাগত হইয়াছেন, আমিও সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়াছি। এবং কর্ম্মকারক ব্যক্তিরাও যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়াছে; আপনি যাগ করণার্থ যজ্ঞভূমিতে গমন করুন। হে রাজেন্দ্র ! যজ্ঞভূমির সমুদয় স্থানেই সমস্ত কাম্য বস্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন মানসদ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে, আপনি চলুন, তাহা দেখিবেন।"

মহীপতি দশরথ বশিষ্ঠের এই বাক্যে ও ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মতিতে শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে নির্গত হইলেন। পরে বশিষ্ঠপ্রধান সমস্ত দ্বিজোত্তমেরা ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞভূমিতে গিয়া যথাশাস্ত্রবিধি যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। শ্রীমান্ রাজা দশরথও পত্নীগণের সহিত দীক্ষিত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ ও সেই অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, সরযূ নদীর উত্তর তীরে রাজা দশরথের যজ্ঞ আরব্ধ হইল। এই মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ-নামক মহা যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। বেদপারগ যাজকেরা শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি ও যথান্যায়ে পরিক্রম করত যজ্ঞীয় কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান

করিতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা প্রবর্গ্য ও উপসদ-নামক দুইটি কর্ম্ম যথাবিধি সমাধান করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিলেন। পরে সেই সমস্ত মুনিবরেরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলের অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগকে পূজা করিয়া সন্তোষ-পূর্ব্বক যথাবিধি প্রাতঃসবন-প্রভৃতি কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহারা যথাবিধি ইন্দ্রকে হবি প্রদান করিয়া প্রস্তরদ্বারা সোমলতা কুট্টন-পূর্ব্বক তাহার উৎকৃষ্ট রস বাহির করিলেন। পরে ক্রমানুসারে মধ্য দিনের সবন অনুষ্ঠিত হইল। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা মহাত্মা দশরথের তৃতীয় সবনও শাস্ত্রানুসারে যথাবৎ সমাধান করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রভৃতি সেই ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগকে যথাক্রমে সামবেদোক্ত সুমধুর বিহিত-স্বরবর্ণ-সমন্বিত সুস্নিগ্ধ আহ্বানমন্ত্র-দ্বারা আহ্বান করিলেন। তখন হোতারা সেই দেবগণকে আবাহন-পূর্ব্বক যথাভাগ হবি প্রদান করিলেন। সেই যজ্ঞে কোন একটি আহুতিও স্খলিত বা অন্যথা হয় নাই, যেহেতু তাঁহারা যথাবিধি আহুতি প্রদান করেন; সুতরাং সমস্ত আহুতিই যথামন্ত্র ও যথাবিধি নির্ব্বাহিত হইতেছে, এরূপ দৃষ্ট হইল। সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন একটি ব্রাহ্মণও অবিদ্বান্ বা শতসেবক-রহিত ছিলেন না, এবং সেই সকল দিবসে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন একটি ব্রাহ্মণও পরিশ্রান্ত বা ক্ষুধিত অনুভূত হন নাই।

সেই যজ্ঞোপলক্ষে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তাপস, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, বালক, মহিলা এবং ব্যাধিত ব্যক্তিরা

ভোজন করিত; অন্নব্যঞ্জনাদি এরূপ সুস্বাদ প্রস্তুত হইত, যে, দিবারাত্রি ভোজন করিয়া কাহারও আহারে বিরামেচ্ছা হইত না; ভৃত্যবর্গেরা অধ্যক্ষগণ-কর্ত্তৃক পুনঃপুন "অন্ন ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান কর," এরূপ নিয়োজিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিত; দিন দিন রন্ধনশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত অন্নাদির পর্ব্বত-তুল্য অনেক কূট পরিদৃশ্যমান হইত। মহাত্মা দশরথের সেই যজ্ঞে নানা দেশ হইতে সমাগত পুরুষ ও অবলাগণের অন্নপান-দ্বারা বিশেষ তৃপ্তি হইত। রঘুকুল-তিলক রাজা দশরথ শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক অন্নাদির এইরূপ প্রশংসা-বাদ শ্রবণ করিতেন, "আহা! অন্নাদি কি সুনিয়মে প্রস্তুত ও কি সুস্বাদ হইয়াছে! আমরা অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিলাম! আপনার মঙ্গল হউক।" পরিবেষক পুরুষেরা উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিত; অন্যান্য সুমার্জ্জিত-মণিকুণ্ডলধারী পুরুষেরা তাহাদিগের সাহায্য করিত। কর্ম্ম সমাধানান্তে ধৈর্য্যশালী বাগ্মী ব্রাহ্মণেরা পরস্পর জিগীষায় অনেক হেতুবাদ-পূর্ব্বক জল্পন করিতেন। সেই যজ্ঞ-কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণেরা যথাশাস্ত্র দিন দিন সেই যজ্ঞের সমস্ত কর্ম্ম সমাধান করিতেন। রাজা দশরথের সেই যজ্ঞে কোন ষড়ঙ্গজ্ঞান-বিধুর, অব্রতানুষ্ঠায়ী, বহুশ্রবণ-রহিত বা বাদ-কৌশল-বিহীন ব্রাহ্মণ সদস্য-পদে বৃত হন নাই।

সেই যজ্ঞে যূপ উত্থাপনের সময় উপস্থিত হইলে, শিল্প-কারেরা বিল্বকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছয়টি, খদিরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছয়টি এবং বৈল্ব যূপের সমীপে যে সকল যূপ স্থাপন করিতে

হয়, এতাদৃশ পলাশকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছয়টি, শ্লেষ্মাতক-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটি ও ব্যস্তবাহু-পরিমিত দেবদারুকাষ্ঠ-নির্ম্মিত দুইটি, এই সুগঠিত একবিংশতি যূপ যথাবিধি বিন্যাস করিল। সেই সমস্ত যূপ যজ্ঞকার্য্যকুশল শিল্পশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল; এবং তৎসমুদয়ের পরিমাণ একবিংশতি অরত্নি ছিল। সেই শ্লক্ষ্ণস্পর্শযুক্ত-রূপশালী অষ্টকোণ-সমন্বিত সুদৃঢ় একবিংশতি যূপ কাঞ্চনে ভূষিত, প্রত্যেকে একবিংশতি বসনে অলঙ্কৃত ও গন্ধপুষ্প-দ্বারা পূজিত হইয়া, যেরূপ দীপ্তিশালী সপ্ত মহর্ষিরা স্বর্গ লোকে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ বিরাজমান হইল। তখন শিল্পকার্য্য-কুশল ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রোক্ত পরিমাণানুসারে নির্ম্মিত ইষ্টকাদ্বারা রাজসিংহ দশরথের চয়নীয় অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। সেই অগ্নিকুণ্ড গরুড়ের ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি ও রুক্মনির্ম্মিতপক্ষ-সমন্বিত এবং অষ্টাদশ-হস্ত-পরিমিত হইল।

অনন্তর সেই যজ্ঞে শামিত্র কর্ম্মের সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল ঋষিরা, শাস্ত্রে যে যে দেবতার যে যে বলি বিহিত আছে, সেই সেই দেবতা উদ্দেশে সেই সেই বলি প্রোক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা বহুতর জলচর, ভুজঙ্গ, পশু, পক্ষী ও সেই অশ্ব, এই সকল বলি প্রোক্ষণ করিলেন, এবং সেই সকল যূপে সেই তিনশত পশু ও শ্রেষ্ঠ অশ্বরত্নকে বন্ধন করিলেন। পরে কৌশল্যাদেবী পরম প্রমোদ-সহকারে সর্ব্বতোভাবে সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া তাহাকে তিন খনি খড়্গদ্বারা ছেদন করিলেন। তিনি ধর্ম্ম কামনা

করিয়া সুস্থির-চিত্তে সেই অশ্বের সহিত এক রজনী অতিবাহন করিলেন।

তদনন্তর হোতা, উদ্গাতা এবং অধ্বর্য্যুরা রাজা দশরথের মহিষী, বৈশ্যজাতীয়া পত্নী ও শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে সেই অশ্বের সহিত সংযোগ করিলেন। পরে বৈদিকপ্রয়োগ-চতুর সংযতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই অশ্বের বপা উদ্ধরণ করিয়া অগ্নিতে হবন করিলেন। তখন নরপতি দশরথ আত্মপাপ বিনাশার্থ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সেই বপার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন। পরে সেই ষোড়শ দ্বিজবর ঋত্বিকেরা মিলিত হইয়া, শাস্ত্রে অশ্বের যে যে অঙ্গ হবনার্থ বিহিত আছে, তৎসমুদায় যথাবিধি অগ্নিতে হবন করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান যাগের হবির্ভাগ বেতস-নির্ম্মিত কটে এবং অন্যান্য যাগের হবির্ভাগ প্লক্ষপত্রে রাখিয়া অবদান করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা কল্পসূত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের দিনত্রয়-সাধ্য তিনটি সবন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম-সবন, দ্বিতীয় দিবসে উক্‌থ-সবন ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র-সবন বিধান করিয়াছেন। রাজা দশরথের যজ্ঞে সেই ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম, এই বেদবিহিত মহাক্রতু সকল যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিলেন; তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম, এই দুই যাগ দুই বার অনুষ্ঠান করিলেন।

তদনন্তর শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন কুলবর্দ্ধন পুরুষবর রাজা দশরথ ন্যায়ানুসারে যজ্ঞ সমাপন-পূর্ব্বক হোতাকে পূর্ব্ব

দেশ, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দেশ, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দেশ এবং উদ্গাতাকে উত্তর দেশ দক্ষিণা প্রদান করিলেন; যেহেতু পূর্ব্বে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের এরূপ দক্ষিণা বিধান করিয়াছেন। তখন রাজা দশরথ ঋত্বিক্-প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-দিগকে সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করিয়া অত্যন্ত হর্ষ লাভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ঋত্বিকেরা বিগতপাপ রাজা দশ-রথকে এই কথা বলিলেন, "হে ভূপতে! আমাদিগের পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই; আমরা নিয়ত স্বাধ্যায়ে নিরত থাকি, সুতরাং পৃথিবী পালন করিতে পারিব না। হে নৃপ-বর! আপনিই একক সমগ্র পৃথিবী রক্ষা করিতে সমর্থ; আপনি ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান করুন;—আপনি মণি, রত্ন, সুবর্ণ, গো অথবা বসন, যাহা উপস্থিত থাকে, তাহা প্রদান করিয়া পৃথিবী গ্রহণ করুন; আমাদিগের পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই।"

তখন প্রজাপালক নরপতি দশরথ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে দশলক্ষ গো, দশ-কোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ-কোটি রজত প্রদান করিলেন। পরে সেই সমস্ত ঋত্বিকেরা মিলিত হইয়া বিভাগার্থ মুনি-বর ধীমান্ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই বসু প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা সেই বসু বিভাগ করিয়া লইয়া অতিপ্রীত-মানস হইয়া মহী-পতিকে কহিলেন, "আমরা অতিশয় মুদিত হইয়াছি।"

অনন্তর রাজা দশরথ সুসমাহিত হইয়া অভ্যাগত ব্রা-হ্মণদিগকে কোটি সুবর্ণ প্রদান করিলেন। পরে রঘুকুল-

নন্দন দশরথ কোন এক যাচমান দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্বীয় উত্তম হস্তাভরণ দান করিলেন। তদনন্তর সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যথাযোগ্য প্রীতি লাভ করিলে, দ্বিজবৎসল রাজা দশরথ হর্ষ-ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদার-স্বভাব ধরণীপতিত নরবীর দশরথকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাজা দশরথ, যে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পার্থিবেরাও লাভ করিতে পারেন না, সেই পাপবিনাশন স্বর্গজনক অত্যুত্তম যজ্ঞ লাভ করিয়া অতিপ্রীত-মানস হইলেন। অনন্তর রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, "হে সুব্রত! আপনি আমাদিগের কুল বৃদ্ধি করুন।"

তখন দ্বিজসত্তম ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার বাক্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে রাজন্! আপনি কুলোদ্বহ চারিটি পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।"

নৃপেন্দ্র মহাত্মা দশরথ তাঁহার সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন, এবং প্রযত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি তৎকর্ম্ম সাধনে উদ্যত হউন।"

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

সেই মেধাসম্পন্ন বেদজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গ কিঞ্চিৎ সময় সমাধি করিয়া, যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিলেন। পরে তিনি সমাধি ভঙ্গ করিয়া নৃপতি দশরথকে কহিলেন, "আমি আপনার পুত্র প্রাপ্তি-নিমিত্ত কল্প-

সূত্রোক্ত বিধানানুসারে অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ করিব, সেই যাগ করিলে, অবশ্যই পুত্র হইয়া থাকে।”

অনন্তর সেই তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশরথের পুত্র প্রাপ্তি-নিমিত্ত সেই পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ করিলেন। তিনি কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদোক্তমন্ত্র-দ্বারা অগ্নিতে হবন করিলেন। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণার্থ যথানিয়মে সমবেত হইলেন। সেই দেবতারা সেই সভাতে যথানিয়মে সমবেত হইয়া লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে এই বাক্য বলিলেন, “হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে রাবণ-নামক রাক্ষস বীর্য্যবলে আমাদিগের সকলকে পীড়িত করিতেছে; আমরা তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না; যেহেতু আপনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং অগত্যা আমাদিগকে আপনার সেই বর মান্য করিয়া তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইতেছে। সেই দুর্ম্মতি রাবণ তিন লোকই উদ্বিগ্ন করিতেছে; সে সন্তুষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে; সে দেবরাজ শক্রকেও ধর্ষণা করিতে ইচ্ছা করে। সেই দুর্ধর্ষ রাবণ বর লাভ করিয়া মোহিত হওত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগকে অতিক্রম করিতেছে; ইহাকে সূর্য্য সন্তাপিত করে না; ইহার পার্শ্বে বায়ুও প্রখর হইয়া বহে না; এবং ইহাকে দেখিয়া চঞ্চল-স্বভাব তরঙ্গমালী সমুদ্রও প্রকম্পিত হয় না। হে ভগবন্! সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস হইতে আমাদিগের সুমহৎ ভয় উপস্থিত; আপনি শীঘ্র তাহার বধের উপায় করুন।”

অনন্তর ব্রহ্মা সেই সমস্ত দেবতা-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সেই দুরাত্মা রাবণের বধের এই উপায় বিদিত হইতেছে,—যেহেতু সে বর প্রার্থনার সময়ে 'আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণের অবধ্য হই,' এরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিল, আমিও তাহাকে সেইরূপই বর প্রদান করিয়াছিলাম। সেই রাক্ষস মনুষ্যকে তুচ্ছ বোধ করিয়া তৎকালে 'আমি মনুষ্য হইতে অবধ্য হই' এরূপ বর প্রার্থনা করে নাই; সুতরাং সে মনুষ্যেরই বধ্য, তাহার বধের অন্য উপায় নাই।"

তখন সেই সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিরা ব্রহ্মার কথিত এই প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে মহাদ্যুতিশালী তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত-কেয়ূর-ধারী পীতাম্বর-পরিধায়ী জগৎপতি শঙ্খচক্রগদা-ধর দেব-কার্য্যতৎপর বিষ্ণু বিনতানন্দন গরুড়ে আরোহিত হইয়া, যেরূপ ভাস্কর মেঘমধ্যে উদিত হন, সেইরূপ সেই সভা-মধ্যে সমাগত হইলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ দেবগণ-কর্ত্তৃক বন্দ্য-মান হইয়া ব্রহ্মার নিকটে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত দেবতারা মিলিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে বিষ্ণো! আমরা লোকের হিত বাসনা করিয়া আপনাকে নিয়োগ করিতেছি,—হে বিভো! আপনি আত্মাকে চতুর্দ্ধা করিয়া এই বদান্য ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি-তুল্য-তেজস্বী অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তি-সদৃশ তিন ভার্য্যাতে জন্ম পরিগ্রহ করুন। হে বিশ্ব-ব্যাপকচেতন! আপনি মানুষভাবাপন্ন হইয়া দেবগণের

অবধ্য প্রবৃদ্ধ লোককণ্টক রাবণকে সমরে বধ করুন। সেই মূর্খ রাক্ষস রাবণ বীর্য্যাধিক্যবশত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিসত্তমদিগকে পীড়িত করিতেছে; এবং সেই রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস নন্দন বনে ক্রীড়াতৎপর ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বদিগকে বিনাশ করিয়াছে; অতএব তাহার বধনিমিত্ত আমরা সিদ্ধ, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণের সহিত এখানে আগমন করিয়াছি। হে পরন্তপ দেব! আপনিই আমাদিগের সকলের পরম গতি; আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি দেবশত্রুদিগের বধ-নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করুন।”

অনন্তর ত্রিদশশ্রেষ্ঠ সমস্তলোক-নমস্কৃত দেবপতি বিষ্ণু এইরূপ সংস্তুত হইয়া পিতামহ-প্রধান সেই সমস্ত সমবেত ত্রিদশদিগকে এই ধর্ম্মসংহিত বাক্য বলিলেন, “আমি তোমাদিগের হিত-নিমিত্ত দেব ও ঋষিদিগের ভয়জনক দুরাধর্ষ ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, মন্ত্রী ও সহচরদিগের সহিত যুদ্ধে বিনাশ করিয়া পৃথিবী পালন করত মনুষ্যলোকে একাদশ সহস্র বর্ষ বাস করিব; তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমাদিগের মঙ্গল উপস্থিত।”

তৎপরে বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুদেব দেবতাদিগকে এরূপ বর প্রদান করিয়া “নরলোকে কোথায় জন্ম পরিগ্রহ করি,” এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু রাজা দশরথকে পিতা স্থির করিয়া আত্মাকে চতুর্দ্ধা করিলেন। তখন রুদ্র, দেব, ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ

মধুসূদনকে দিব্যরূপ স্তবে স্তব করিয়া কহিলেন, "আপনি তপস্বীদিগের ভয়াবহ কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ সেই সুরেশ্বরদ্বেষী উগ্রতেজস্বী মহাদর্পশালী উদ্ধত-স্বভাব লোকরাবণ রাবণকে সমূলে উৎপাটন করুন। হে সুরেন্দ্র! আপনি সেই উগ্রপৌরুষ-সম্পন্ন লোকরাবণ রাবণকে বল ও বান্ধবের সহিত বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হওত স্বগুপ্ত নিয়ত-রাগাদি-কল্মষহীন স্বর্গ লোকে আগমন করুন।"

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৫ ॥

তখন নারায়ণ বিষ্ণু সুরসত্তমগণ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সমস্ত অবগত থাকিয়াও দেবতাদিগকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে সুরগণ! সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণের বধের উপায় কি, তাহা তোমরা বল, আমি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া ঋষিকণ্টক রাবণকে বধ করি।"

সমস্ত দেবতারা অব্যয় নারায়ণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে পরন্তপ! আপনি মানব রূপ অবলম্বন করিয়া রাবণকে যুদ্ধে বধ করুন। সেই শত্রুদমন রাবণ অনেক কাল এরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, যে, সমস্ত লোকের পূর্ব্বজাত লোককর্ত্তা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া সেই রাক্ষসকে এরূপ বর দিয়াছিলেন, 'তোমার মনুষ্য-ব্যতীত নানাবিধ জীব হইতে ভয় নাই।' সেই রাবণ পিতামহের নিকট এরূপ বর লাভ করিয়া গর্ব্বিত হইয়া তিন লোক উৎসন্ন করিতেছে, এবং স্ত্রীদিগকেও আকর্ষণ করিতেছে। বর লইবার সময়ে রাবণ মানবদিগকে অবজ্ঞা

করিয়াছিল; অতএব মনুষ্য হইতেই তাহার বধ হইবে, ইহা নির্ণীত হইয়াছে।”

বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণু দেবতাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথকে পিতা করিতে বাসনা করিলেন। এই সময়ে সেই অরিসূদন অপুত্রক নৃপতি দশরথও পুত্রলাভেচ্ছু হইয়া পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু এরূপ নিশ্চয় করিয়া পিতামহকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক দেব ও মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর যজমান দশরথের অগ্নিকুণ্ড হইতে মহাবল-সম্পন্ন, অতুলপ্রভাশালী, মহাবীর্য্যবান্, কৃষ্ণবর্ণ, লোহিত-বদন, রক্তাম্বর-পরিধায়ী, দুন্দুভিতুল্য-শব্দকারী, সিংহের ন্যায় স্নিগ্ধ শ্মশ্রু এবং দেহজাত ও চিবুকজাত-লোমযুক্ত, শুভলক্ষণ-লক্ষিত, দিব্যালঙ্কার-ভূষিত, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, গর্ব্বিত-শার্দ্দূলসম-গামী, দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বলদেহ-সম্পন্ন ও প্রদীপ্ত অনলশিখার ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ মহান্ এক প্রাণী, যেরূপ দুই হস্তে প্রেয়সী পত্নীকে গ্রহণ করা যায়, সেই-রূপ দুই হস্তে দিব্যপায়সপূর্ণ এক পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রাদু-র্ভূত হইলেন। সেই পাত্র বিশুদ্ধ কাঞ্চনে নির্ম্মিত এবং তা-হার অন্তভাগ রজতে ভূষিত ছিল; সুতরাং সে এত মনো-হর, যে, তাহা দেখিলে, হঠাৎ “ইন্দ্রজাল-নির্ম্মিত” বলিয়া বোধ হয়। পরে সেই প্রাণী নরপতি দশরথকে অবলোকন করত এই কথা কহিলেন, “হে নৃপ! আমি প্রজাপতির নিয়োগে এখানে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিজ্ঞাত হও।”

তৎপরে রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলি-

লেন, "হে ভগবন্! আপনার আগমন শুভ হউক্,—আমাকে আপনার যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহা আপনি নির্দ্দেশ করুন।"

অনন্তর সেই প্রজাপতি-প্রেরিত ব্যক্তি দশরথকে এই কথা বলিলেন, "হে নৃপশার্দ্দূল রাজন্! অদ্য তুমি দেবতা পূজার এই ফল প্রাপ্ত হইলে, গ্রহণ কর; এই দেবনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত পায়স প্রজাকর ও আরোগ্যবর্দ্ধন। হে নৃপ! তুমি অনুরূপ ভার্য্যাদিগকে 'ভক্ষণ কর,' বলিয়া এই পায়স দান কর; তাহা হইলে, তুমি যে অভিলাষে যাগ করিতেছ, তাহা সফল হইবে,—তুমি সেই সকল পত্নীতে অনেক পুত্র লাভ করিবে।"

অনন্তর নৃপতি দশরথ প্রীত হইয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই দেবদত্ত দেবান্নসম্পূর্ণ হিরণ্ময় পাত্র গ্রহণ করিলেন, এবং পরম-প্রমোদযুক্ত হইয়া সেই অদ্ভুতাকার প্রিয়দর্শন প্রাণীকে পুনঃপুন প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। রাজা দশরথ সেই দেবনির্ম্মিত পায়স পাইয়া, যেরূপ নির্ধন পুরুষ ধন পাইয়া সন্তোষ লাভ করে, সেইরূপ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। সেই অদ্ভুতাকার পরম-ভাস্বর প্রাণীও সেই কর্ম্ম সমাধান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর নরাধিপতি রাজা দশরথ, যেরূপ শরৎকালীন রমণীয় নিশাকরের কিরণে নভোমণ্ডল প্রকাশিত হয়, সেইরূপ হর্ষসম্ভূত-মুখকান্তি-দ্বারা প্রকাশমান অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে "তুমি এই স্বীয় পুত্রজনক পায়স গ্রহণ কর," এই কথা বলিয়া সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান

করিলেন, এবং সেই অর্দ্ধাংশ পায়স চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ সুমিত্রাকে দিলেন। মহামতি দশরথ পুত্রলাভার্থে অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পায়স কৈকেয়ীকে প্রদান করিলেন, এবং সেই অমৃততুল্য অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পায়স চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ চিন্তা-পূর্ব্বক পুনশ্চ সুমিত্রাকেই দিলেন। রাজা দশরথ এইরূপে সেই ভার্য্যাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পায়স প্রদান করিলেন। নরেন্দ্র দশরথের সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ মহিলারাও পায়স পাই-য়া হর্ষ-বিকসিত-মানসা হইয়া সম্মান বোধ করিলেন। অনন্তর মহীপতি দশরথের সেই শ্রেষ্ঠ মহিলারা সেই উত্তম পায়স পৃথক্ পৃথক্ ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে আদিত্য ও হুতাশনতুল্য-তেজস্বী গর্ব্ভ ধারণ করিলেন। তখন রাজা দশরথ সেই পত্নীদিগকে গর্ব্ভিণী দেখিয়া পূর্ণমনোরথ ও হৃষ্ট হইলেন, এবং স্বর্গ লোকে শ্রেষ্ঠ দেব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ-কর্ত্তৃক অভিপূজিত মহেন্দ্রও হর্ষ লাভ করিলেন।"

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণু মহাত্মা রাজা দশরথের পুত্রতা প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন, "তোমরা আমাদিগের সকলের হিতৈষী বীর্য্যসম্পন্ন সত্য-সন্ধ বিষ্ণুর, যাহারা বলবান্, ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণে সমর্থ, মায়াবিজ্ঞ, শৌর্য্য-সম্পন্ন, বায়ুবেগতুল্য-শীঘ্রগামী, বিষ্ণু-তুল্য-পরাক্রমী, নীতিজ্ঞ, দুরাধর্ষণীয়, উপায়াভিজ্ঞ, দিব্যশরীর-সম্পন্ন ও অমরের ন্যায় সমস্ত অস্ত্রে নিবারণে সক্ষম হয়,

এতাদৃশ সহায় সৃজন কর,—তোমরা বানররূপী হইয়া মুখ্য মুখ্য অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীতে স্বতুল্য-পরাক্রম-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন কর। আমি পূর্ব্বেই জাম্ববান্ নামে শ্রেষ্ঠ ঋক্ষকে সৃজন করিয়াছি,—সে আমার জৃম্ভন-সময়ে মুখ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছে।”

ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা তাঁহার সেই শাসন স্বীকার করিয়া বানররূপী পুত্র উৎপন্ন করিলেন, এবং মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ভুজঙ্গ ও চারণেরাও বীর্য্যসম্পন্ন বনচারী পুত্র জন্মাইলেন,—মহেন্দ্রের স্বতুল্য-দীপ্তিশালী বানরেন্দ্র বালী পুত্র হইল। তপনবর প্রভাকর সুগ্রীবকে জন্মাইলেন; বৃহস্পতি সমস্ত মুখ্য বানরদিগের মধ্যে অত্যুত্তম-বুদ্ধিশালী তারনামক মহাকপিকে উৎপাদন করিলেন; কুবেরের শ্রীসম্পন্ন গন্ধমাদন-নামক বানর পুত্র হইল; বিশ্বকর্ম্মা নলনামক মহাকপিকে জন্মাইলেন; অগ্নির স্বতুল্য-প্রভাশালী বীর্য্যবান্ শ্রীসম্পন্ন নীল নামে পুত্র হইল, সে তেজ, যশ ও বীর্য্যে অগ্নিকে অতিক্রম করিল; প্রশস্তরূপশালী অশ্বিনীকুমার-দ্বয় স্বয়ং সুরূপ মৈন্দ ও দ্বিবিদ-নামক দুই কপিকে জন্মাইলেন; বরুণ সুষেণ-নামক বানরকে উৎপাদন করিলেন; মহাবল পর্জন্য শরভ-নামক বানরকে উৎপন্ন করিলেন; বায়ুর ঔরসে শ্রীসম্পন্ন হনুমান্ নামে বানর উৎপন্ন হইল, সে সমস্ত মুখ্য বানরদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিমান্ ও অতিবলবান্, তাহার শরীর বজ্রের ন্যায় অভেদ্য, এবং সে বিনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় শীঘ্র-

গামী; এইরূপে দেবগণ-কর্ত্তৃক, যাহারা দশগ্রীবের বধে উদ্যত হইবে, তাদৃশ কামরূপী বীর্য্যসম্পন্ন অপ্রমেয়বলশালী ও সুবিক্রান্ত বহুসহস্র বানর সৃষ্ট হইল। সেই মহাবলশালী গিরি ও করির ন্যায় বৃহদাকারসম্পন্ন ঋক্ষ ও গোলাঙ্গূলাভিধেয় বানরেরা অবিলম্বে উৎপন্ন হইল। যে যে দেবতার যেমন যেমন রূপ, অবয়ব-সংস্থান ও পরাক্রম, সেই সেই দেবতার পৃথক্ পৃথক্ তাদৃশ রূপ, অবয়ব-সংস্থান ও পরাক্রম-সম্পন্ন পুত্র জন্মিল। গোলাঙ্গূল-জাতীয় বানরী ও কিন্নরীতে যে সকল বানর এবং ঋক্ষীতে যে সকল ভল্লুক উৎপন্ন হইল, তাহারা স্ব স্ব জনক হইতে কিঞ্চিদধিক-বলসম্পন্ন হইল। সেই সময়ে যশস্বী দেব, সিদ্ধ, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর, নাগ, তার্ক্ষ্য, ভুজঙ্গ ও যক্ষ-প্রভৃতি অনেকে হৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তখন চারণেরাও মুখ্য মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা ও গন্ধর্ব্বীতে বৃহৎকায় বনচারী বীর্য্যশালী বানররূপী পুত্র সকল জন্মাইলেন।

সেই সময়ে, যাহারা ইচ্ছানুরূপ-বলশালী, যথেচ্ছাচারী, কামনানুরূপ-দেহধারী, শিলাপ্রহারী, পর্ব্বত-দ্বারা যুদ্ধকারী ও সর্ব্বাস্ত্রনিবারী; যাহারা দর্পে ও বলে সিংহ ও শার্দ্দূলের সদৃশ; যাহাদিগের নখ ও দংষ্ট্রই আয়ুধ; এবং যাহারা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে সঞ্চালিত করিতে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল ভগ্ন করিতে, বেগদ্বারা নদীপতি সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিতে, চরণ-দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিতে, লম্ফদ্বারা মহাসমুদ্র সকল উত্তরণ করিতে, আকাশে প্রবেশ করিতে,

তোয়দগণও বনে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গদিগকে গ্রহণ করিতে এবং নাদদ্বারা বিহঙ্গম বিহঙ্গমদিগকে ভূতলে পাতিত করিতে সমর্থ; তাদৃশ যূথপতি কামরূপী মহাত্মা এককোটি বানর উৎপন্ন হইল। সেই বানর-যূথপতি বানরেরা প্রধান প্রধান বানরদিগের যূথের অধিপতি হইল, এবং অনেক যূথপতি বীর্য্যসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ বানরদিগকে জন্মাইল। তাহাদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র বানর ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের সানু আশ্রয় করিল। অপর বানর সকল নানাবিধ পর্ব্বত ও কাননে বাস করিল।

সেই সমস্ত বানরযূথপতি বানরেরা ইন্দ্রতনয় বালী ও সূর্য্যতনয় সুগ্রীব, এই দুই ভ্রাতার অধীন হইল; পরন্তু তন্মধ্যে অনেকে সাক্ষাৎ এবং অনেকে বানরযূথপতি হনুমান্, নল, নীল ও অপরাপর বানরদিগের অধীনে থাকিয়া সেই দুই ভ্রাতার অধীন হইল। সেই সমস্ত গরুড়ের ন্যায় বলসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ বানরেরা বিচরণ করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহাসর্পদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। মহাবাহু মহাবলী বিপুলবিক্রম-শালী বালী বাহুবীর্য্যে গোলাঙ্গুল-প্রভৃতি বানর ও ঋক্ষদিগকে রক্ষা করিত। সেই বিবিধাকার ইতরব্যাবর্ত্তক-লক্ষণ-সম্পন্ন বানরগণ পর্ব্বত, বন ও সমুদ্রের সহিত ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া ফেলিল,—রামের সাহায্যার্থ দেবগণ-কর্ত্তৃক উৎপাদিত এবং মেঘবৃন্দ ও পর্ব্বত-শৃঙ্গ-সদৃশ ভয়াবহ শরীর ও রূপ-সম্পন্ন সেই মহাবলশালী বানরযূথপতি-পতি বানরগণে ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবতারা স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। রাজা দশরথও সমাপ্ত-দীক্ষানিয়ম হইয়া পত্নী, ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনগণের সহিত পুরী প্রবেশিতে উদ্যত হইলেন। সেই সমস্ত মহীপালেরা রাজা দশরথ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মুনিবর বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া প্রমোদসহকারে স্ব স্ব দেশাভিমুখে গমন করিলেন। সেই শ্রীমান্ ভূপতিদিগের অযোধ্যা নগরী হইতে স্ব স্ব দেশে গমন-কালে সৈন্যগণ দশরথদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পরমহৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। সমস্ত মহীপালেরা গমন করিলে, শ্রীমান্ দশরথ রাজা বশিষ্ঠ-প্রভৃতি দ্বিজোত্তমদিগকে অগ্রে করিয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিও শান্তার সহিত সানুচর রাজা দশরথ-কর্ত্তৃক পূজিত ও অনুগম্যমান হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা দশরথ এইরূপে সকলকে বিসর্জন করিয়া পূর্ণমানস ও সুখী হইয়া “কবে পুত্র হইবে,” এরূপ চিন্তা করত সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞ সমাপনানন্তর ছয় ঋতু অতীত হইলে, চৈত্র মাসে নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে কৌশল্যা দেবী দিব্যলক্ষণ-সম্পন্ন লোহিতনয়ন রামাভিধেয় ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন নন্দন প্রসব করিলেন। সেই মহাভাগ রক্তোষ্ঠসম্পন্ন দুন্দুভিতুল্য-গভীরনিস্বন মহাবাহু রাম সর্ব্বলোকনমস্কৃত জগন্নাথ; তিনি বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ; এবং তাঁহার

জন্মকালে রবি মেষ রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে ছিলেন। যেরূপ দেববর বজ্রধর ইন্দ্র-দ্বারা অদিতি শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই অমিত-তেজস্বী পুত্র-দ্বারা কৌশল্যা দেবী শোভা পাইলেন। কৈকেয়ী দেবী সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন ভরতাভিধেয় পুত্র প্রসব করিলেন। ভরত বিষ্ণুর চারি অংশের একাংশ ও তাঁহার সমস্ত গুণে ভূষিত। এবং সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন-নামক দুই পুত্র প্রসব করিলেন। সুমিত্রা দেবীর সেই দুই নন্দন অতিবীর্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্বাস্ত্রদক্ষ এবং প্রত্যেকে বিষ্ণুর অষ্টাংশের একাংশ। প্রসন্নাত্মা ভরত মীন লগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে এবং সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কট লগ্নে অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম পরিগ্রহ করেন; লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্মকালে রবিও মেষ রাশিতে ছিলেন। মহাত্মা রাজা দশরথের প্রত্যেকে অনুরূপ-গুণসম্পন্ন চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে কান্তিতে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের সদৃশ।

রাজা দশরথের পুত্রোৎপত্তি-কালে স্বর্গ লোকে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইল; গন্ধর্ব্বেরা সুমধুর গান ও অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল; এবং অযোধ্যা নগরীতে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত ও মহাসমারোহ মহোৎসব হইল,—তাহার সুবিপুল ক্ষুদ্রপথ সকল নট ও নর্ত্তকগণে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইল, যে, ঐ সকল পথে একেবারে মনুষ্যের গমাগম রুদ্ধ হইয়া পড়িল; এবং ঐ সকল পথ

গায়ক ও বাদকগণের গানে ও বাদ্যে প্রতিধ্বনিত ও তাহাদিগের পুরস্কারার্থ প্রদত্ত নানাবিধ রত্ন-সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভান্বিত হইল। সেই সময়ে রাজা দশরথও ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র গোধন ও অনেক ধন এবং সূত, মাগধ ও বন্দীদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে রাজা দশরথ পুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ পরম প্রীত হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাত্মা কৌশল্যানন্দনের রাম, কৈকয়ীপুত্রের ভরত এবং সুমিত্রার জ্যেষ্ঠ তনয়ের লক্ষ্মণ ও কনিষ্ঠ তনয়ের শত্রুঘ্ন নাম রাখিলেন। তিনি রাজা দশরথের অনুজ্ঞানুসারে সমস্ত ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদদিগকে ভোজন করাইলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুবিধ বিমল রত্ন সকল দান করিলেন। বশিষ্ঠ ঋষি রামাদির জন্মক্রিয়া-প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই যথাকালে রাজা দশরথের দ্বারা নির্ব্বাহিত করিলেন।

রাজা দশরথের সেই পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাম পিতার প্রীতিকর এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় সমস্ত প্রাণীরই সম্মত হইলেন। দশরথের সমস্ত নন্দনই বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, লোকহিতানুষ্ঠাতা, বিজ্ঞ ও ক্ষত্রোচিত সমস্ত গুণে ভূষিত হইলেন। পরন্তু রাম সর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক মহাতেজস্বী, সত্যপরাক্রমী, নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় সমস্ত লোকের ইষ্ট, ধনুর্ব্বেদনিরত, পিতৃশুশ্রূষা-তৎপর এবং গজ, অশ্ব ও রথে আরোহণ-দক্ষ হইলেন। লক্ষ্মণ বাল্য কালাবধি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লোকাভিরাম রামের নিয়ত অনুগত, শ্রী সম্পাদনে নিরত ও প্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন, এমন কি তিনি রা-

মের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনার্থ শরীর পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত ছিলেন। রামেরও লক্ষ্মীসম্পন্ন লক্ষ্মণ যেন বাহ্যসঞ্চারী অপর প্রাণ ছিলেন, যেহেতু পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণ-ব্যতিরেকে স্বসমীপে আনীত সুবিশুদ্ধ অন্নও ভোজন করিতেন না, এবং নিদ্রাও যাইতেন না। যখন রাম হয়ারূঢ় হইয়া মৃগয়ার্থ গমন করিতেন, তখন লক্ষ্মণ ধনু ধারণ করিয়া রামকে রক্ষা করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ হইতেও প্রিয়তম এবং ভরতও তাঁহার প্রাণ হইতেও সর্ব্বদা প্রিয় হইলেন। যেরূপ পিতামহ ব্রহ্মা দিক্‌পাল-চতুষ্টয়ে প্রীতি প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সেই রাজা দশরথ প্রিয় মহাভাগ চারিটি তনয়ে প্রীত হইলেন। নৃপতি দশরথের সেই সকল শ্রীসম্পন্ন অনুদ্ধতস্বভাব দীপ্তানলতুল্য-তেজস্বী নন্দনেরা ক্ষত্রিয়ের অভিজ্ঞেয় সমস্ত বিষয় অবগত, তদুচিত সমুদায় গুণে ভূষিত, দীর্ঘদর্শী বিখ্যাত-পৌরুষ এবং সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেন। তাঁহারা এরূপ-প্রভাবসম্পন্ন হইলে, পিতা রাজা দশরথ, যেরূপ ব্রহ্মলোকের অধিপতি ব্রহ্মা নিয়ত আনন্দ ভোগ করেন, সেইরূপ আনন্দ লাভ করিলেন। সেই সকল ধনুর্ব্বেদবিজ্ঞ পুরুষবরেরাও বেদাধ্যয়নে ও পিতৃশুশ্রূষণে নিরত হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত সেই পুত্রদিগের বিবাহ দিতে চিন্তিত হইলেন। মহাত্মা রাজা দশরথ অমাত্যগণের সহিত সেই চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সমাগত হইলেন। তিনি রাজা দশরথের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া

দ্বারাধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, " আমি কুশবংশীয় গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র; তোমরা শীঘ্র রাজসমীপে গিয়া আমার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন কর।"

সেই সকল দ্বারাধ্যক্ষেরা বিশ্বামিত্রের নিয়োগ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্ত-মানস হইয়া রাজার গৃহাভিমুখে দ্রুত গমন করিল। তাহারা তখনই রাজভবনে উপস্থিত হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি দশরথকে নিবেদন করিল, " বিশ্বামিত্র ঋষি আগমন করিয়াছেন।"

রাজা দশরথ তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অতীব হৃষ্ট হইলেন, এবং পুরোহিতের সহিত সমাহিত হইয়া, যেরূপ বাসব বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে সেই সুতীক্ষ্ণ-নিয়মী তপস্বী অতিতেজস্বী বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিয়া, রাজা দশরথের বদন হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি তাঁহাকে অর্ঘ্য উপহার দিলেন। সুধার্ম্মিক কৌশিক বিশ্বামিত্রও শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে নরাধিপতি দশরথের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নগর, রাজ্য, কোষ, সুহৃৎ ও বান্ধব-বিষয়ক কুশল জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " আপনার ভ সামন্তেরা সম্যক্ অনুগত ও রিপুসকল পরাজিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং দৈব ও মানুষ সমস্ত কার্য্যই ত উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত হইতেছে?

অনন্তর সেই মহাভাগ মুনিবর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক সেই সকল ঋষিদিগের সহিত যথান্যায়ে মিলিত হইয়া কুশল জিজ্ঞা-

সিলেন। সেই সকল ঋষিরাও বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রহৃষ্ট মানসে তাঁহার সহিত রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন।

তদনন্তর পরমোদার-স্বভাব দশরথ হৃষ্টমানস হইয়া সেই মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিনন্দন করত হর্ষপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহামুনে! যেরূপ অমৃতের প্রাপ্তি, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি, অপুত্র ব্যক্তির সদৃশী ভার্য্যাতে পুত্র-জন্ম, ভ্রষ্ট দ্রব্যের লাভ ও পুত্রজন্মাদিনিবন্ধন-মহোৎসবজনিত হর্ষ অতিদুর্লভ, সেইরূপ আপনার আগমনও অতিদুর্লভ, ইহা আমি বিবেচনা করি। হে মানদ ব্রহ্মন্! আপনি আমার ভাগ্যবশতই এখানে আগমন করিয়াছেন; আপনার আগমন সফল হউক,—আপনি নির্দ্দেশ করুন, 'আমি হর্ষপূর্ব্বক কি উপায়ে আপনার কোন্ পরম অভিলাষ সিদ্ধ করি,' আপনি সর্ব্বতোভাবেই আমার সেবনীয়। হে দ্বিজশার্দ্দূল! অদ্য আমারই রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে; অদ্য আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল; যেহেতু আপনার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি প্রথমত তপস্যাদ্বারা, রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়া রাজর্ষি শব্দে বিখ্যাত-যশস্বী হন, পরে তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি সর্ব্বপ্রকারেই আমার পূজনীয়। হে প্রভো! আপনার সন্দর্শনমাত্রেই আমার শরীর বিগত-পাপ হইয়াছে। হে দ্বিজবর! আপনার এ নগরীতে শুভাগমন অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার, সুতরাং আপনি যে অভিলাষে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করুন; আমি আপনার অভি-

লষিত বিষয় সাধন করিয়া অনুগৃহীত হইতে বাসনা করি। হে সুব্রত! আপনি আমার দেবতা; আপনার কার্য্যাকার্য্য বিবেচনার আবশ্যক নাই, আপনি আদেশ করুন; আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব। হে দ্বিজবর! আপনার সমাগমে আমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, এবং আমার মহোৎসব-সময় উপস্থিত হইয়াছে।”

তখন শমাদিগুণ-বিশিষ্ট বিখ্যাত-গুণশালী অতিযশস্বী পরমর্ষি বিশ্বামিত্র বিশুদ্ধাত্মা রাজা দশরথের কথিত হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন শ্রোত্রসুখ-সাধন এই সবিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি রাজসিংহ দশরথের পরমাশ্চর্য্য সুবিস্তর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষপুলকিতাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “হে রাজশার্দ্দূল! আপনি মহাবংশে সম্ভূত হইয়াছেন, এবং বশিষ্ঠ ঋষির উপদেশানুসারে চলিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা আপনারই সদৃশ, অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। হে রাজসিংহ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন,—আমার যে একটি মনোগত বক্তব্য বিষয় আছে, আপনি তৎসাধনে অঙ্গীকৃত হউন। হে পুরুষবর! আমি যাগ করণাভিলাষে দীক্ষিত হইয়াছি; পরন্তু মারীচ ও সুবাহু নামে ইচ্ছানুরূপ-রূপধারী দুই রাক্ষস সেই যাগের বিঘ্নকারী। হে রাজন্! অনেক বার নিয়ম সমাপ্তপ্রায়

হইলে, যজ্ঞ-সমাপন-কালে সেই যজ্ঞ-বিঘ্নকর উভয় রাক্ষস আমার যজ্ঞীয় বেদি রুধিরে আপ্লাবিত করিয়াছে; ব্রত-সঙ্কল্প ভগ্ন ও যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে, আমি পণ্ডশ্রম ও নিরুদ্যম হইয়া অগত্যা সেই প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছি। হে রাজশার্দ্দূল! তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিতে আমার অভিলাষ হয় না, যেহেতু সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, শাপ প্রদান করিতে নাই। অতএব আপনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ তনয় কাকপক্ষধর বীর্য্য-সম্পন্ন সত্যপরাক্রম রামকে আমারে প্রদান করুন। ইনি মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া স্বীয় অমানুষ তেজে, যে যে রাক্ষসেরা বিরুদ্ধাচারী হইবে, তৎসমুদায়কেই বিনাশ করিতে সমর্থ। আমি ইহাঁর নানাবিধ কল্যাণ বিধান করিব, যাহাতে ইনি অবশ্যই ত্রিলোক-মধ্যে খ্যাতি লাভ করিবেন। সেই দুই রাক্ষস রামের যুদ্ধে কোন ক্রমেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। হে রাজশার্দ্দূল! তাহারা কালপাশে আবদ্ধ হওয়া-প্রযুক্ত মহাত্মা রামের বীর্য্য-তুল্যও হইবে না; কিন্তু রাম-ব্যতীত কোন পুরুষ তাহাদিগকে হনন করিতে উৎসাহ করিতেও পারে না, যেহেতু সেই দুই পাপাচারী রাক্ষস অতিবীর্য্যশালী। হে রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, 'সেই দুই রাক্ষস অবশ্যই রাম-কর্ত্তৃক নিহত হইবে,' ইহা অবগত হইয়া, আপনি পুত্রের প্রতি স্নেহ করিয়া আমাকে পুত্র প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না; মহাত্মা সত্যপরাক্রম রাম যে কে, ইহা আমি জানি, এবং মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি ও এই সকল তপোনিরত ঋষিরাও জানেন। হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি

ধর্ম্ম ও পৃথিবীতে স্থিরতর পরম যশ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে রামকে আমারে দান করুন। হে কাকুৎস্থ! যদি আপনার বশিষ্ঠ-প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রীরা অনুমতি দেন, তবে যজ্ঞীয় দশ দিবসের জন্য আপনি আমার অভিপ্রেত স্বীয় তনয় রাজীব-লোচন আসক্তিশূন্য রামকে আমারে প্রদান করুন। হে রাঘব! আপনি শোক করিবেন না, আপনার মঙ্গল হইবে, আপনি এরূপ করুন, যাহাতে আমার যজ্ঞের এই কাল অতীত না হয়।”

মহাতেজস্বী মহামতি ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র এই ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্য বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। যদ্যাপি বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য কল্যাণকর, তথাপি তাহা শ্রবণ করিয়া, রাজেন্দ্র দশরথ অতীব শোকে আবিষ্ট হইয়া বিমুগ্ধ হইলেন, এবং বিচলিত হইলেন। পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থিত হইয়া পুত্র-বিরহ-ভয়ে কাতর হইলেন, ও অতীব বিষণ্ণ হইলেন। সেই সম্রাট্ দশরথ নরপতি মহাত্মা হইয়াও বিশ্বামিত্র মুনির সেই স্বীয় হৃদয় ও মনের পীড়াজনক বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক অতীবব্যথিত-মানস হওত আসন হইতে বিচলিত হইলেন।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

রাজশার্দ্দূল দশরথ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল নিঃসজ্ঞভাবে থাকিয়া সংজ্ঞা লাভ করত বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, “আমার রাজীবলোচন রামের বয়োমান পঞ্চদশ বর্ষ; আমি রাক্ষসদিগের সহিত তাহার

যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য দেখিতেছি না। এই আমার অক্ষৌহিণী সেনা,—আমি ইহার অধিপতি; আমি ইহার সহিত তথায় যাইয়া সেই সকল রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিব; এই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ শৌর্য্যসম্পন্ন বিক্রমশালী ভৃত্যেরা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ; আপনার রামকে লইয়া যাওয়ার আবশ্যক কি? হে মুনিশার্দ্দূল! আমিই তথায় যাইয়া হস্তে ধনু লইয়া সমরক্ষেত্রে, যাবৎ জীবন ধারণ করিব, তাবৎ সেই নিশাচরদিগের সহিত যুদ্ধ করত আপনাকে রক্ষা করিব; আপনার সেই ব্রতানুষ্ঠানও মৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইবে; আপনার রামকে লইয়া যাইবার আবশ্যক কি? রাম অতিবালক; এক্ষণও কৃতবিদ্য হয় নাই; বলাবলও জানে না; অস্ত্রসামর্থ্যও অবগত নহে; এবং যুদ্ধ করিতেও সক্ষম নয়; সুতরাং সে কূটযোধী রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না; বিশেষত আমি রাম-ব্যতিরেকে এক ক্ষণও বাঁচিতে অভিলাষ করি না; অতএব আপনার রামকে লইয়া যাওয়া উচিত হয় না। হে সুব্রত ব্রহ্মন্! যদি আপনি রঘুকুলনন্দন রামকে লইয়া যাইতেই অভিলাষ করেন, তবে চতুরঙ্গ বলের সহিত আমাকেও তৎসমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। হে কৌশিক মুনিপুঙ্গব! ষষ্টি সহস্র বর্ষ হইল, আমি জন্ম লাভ করিয়াছি; অতিকষ্টে এত কালে আমার পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; বিশেষত চারিটি তনয়ের মধ্যে সেই ধর্ম্ম-প্রধান জ্যেষ্ঠ তনয় রামেতে আমার অতিশয় প্রীতি; অতএব আপনার কেবল রামকে লইয়া

যাওয়া উচিত হয় না। হে ভগবন্ ব্রহ্মন্! সেই রাক্ষসেরা কাহার পুত্র, তাহাদিগের নাম কি, তাহাদিগের শরীরের প্রমাণ কিরূপ ও বলই বা কত, কাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, কিরূপেই বা আমার সৈন্য সকল, রাম এবং আমাকে সেই কূটযোধী রাক্ষসদিগের প্রতীকার করিতে হইবে, এবং সেই দুষ্টভাব-সম্পন্ন বীর্য্যোৎসিক্ত রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধকালে কিরূপেই বা আমাদিগকে থাকিতে হইবে, আপনি এই সমুদায় বিবরণ বর্ণন করুন।”

বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে মহারাজ! পৌলস্ত্যবংশ-সম্ভূত মহাবাহু মহাবীর্য্যবান্ রাবণ-নামক রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া অনেক রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া তিন লোককেই অতিপীড়িত করিতেছে। শুনিতে পাই, যে, সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র ও কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা। যখন সেই মহাবল রাক্ষস অনাদর করিয়া যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে স্বয়ং ক্ষান্ত হয়, তখন সে মারীচ ও সুবাহু-নামক সেই দুই মহাবল রাক্ষসকে ‘তোমরা যজ্ঞের বিঘ্ন কর,’ ইহা বলিয়া উক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছে।”

তখন রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সংগ্রামে স্থির হইতে পারিব না; আপনি আমার দেবতা এবং গুরু, আপনি আমার ও আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা অতিদুর্ভাগ্য। হে মুনিবর ব্রহ্মন্! সেই রাবণ যুদ্ধ-কালে অতিবীর্য্যবান্ ব্যক্তিদিগেরও বীর্য্য

বিনাশ করে, সুতরাং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পক্ষী এবং পন্নগেরাও যুদ্ধকালে রাবণের বীর্য্য সহ্য করিতে পারেন না, মনুষ্যদিগের কথা আর কি বলিব! অতএব যখন আমি সৈন্য ও পুত্রদিগের সহিতও সেই রাক্ষস বা তাহার সৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না, তখন আমি সংগ্রামানভিজ্ঞ বালক অমরতুল্য-সুন্দর স্বীয় তনয়কে কোন ক্রমেই আপনারে প্রদান করিতে পারি না। যুদ্ধ-কালে কালোপম, সুন্দ ও উপসুন্দ-নন্দন সেই মারীচ ও সুবাহু আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন করুক, তথাপি আমি পুত্র প্রদান করিব না। হয় ত, আমি বান্ধববর্গের সহিত আপনাকে অনুনয় করিয়াই প্রসন্ন করিব, অন্যথা সেই সুশিক্ষিত বীর্য্যবান্ মারীচ ও সুবাহু, এই দুই জনের মধ্যে, যাহার সঙ্গে হউক, যুদ্ধ করিতে আমিই বান্ধব-বর্গের সহিত তথায় যাইব।”

কুশবংশীয় দ্বিজেন্দ্র বিশ্বামিত্র নরপতির এই বাক্যে অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন; এমন কি! সেই অগ্নিতুল্য-তেজস্বী মহর্ষি, যেরূপ যজ্ঞে সুহুত বহ্নি আজ্যসিক্ত হইয়া জ্বলিত হয়, সেইরূপ ক্রোধে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিলেন।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০॥

কৌশিক বিশ্বামিত্র মহীপতি দশরথের সেই স্নেহগদ্গদা-ক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, “হে কাকুৎস্থ রাজন্! আপনি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছেন, ইহা

এই রঘুকুলের অতীব অযুক্ত ব্যবহার; যদি ইহাই আপনার উপযুক্ত হয়, তবে আমি, যেস্থান হইতে আসিয়াছি, সেই-স্থানে প্রস্থান করি, আপনিও বৃথা-প্রতিজ্ঞ হইয়া বান্ধব-বর্গের সহিত সুখে থাকুন।”

এই কথা বলিতে বলিতে ধীমান্ বিশ্বামিত্র ঋষি এতাদৃশ ক্রুদ্ধ হইলেন, যে, সমস্ত ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও দেবতাদি-গেরও সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইল। তখন ধৈর্য্যসম্পন্ন সু-ব্রতানুষ্ঠায়ী মহর্ষি বশিষ্ঠ সমস্ত জগৎ বিত্রস্ত দেখিয়া নর-পতিকে এই কথা বলিলেন, “হে রাঘব! আপনি ইক্ষ্বাকু-বংশে সম্ভূত হইয়াছেন, এবং শ্রীমান্, বীর্য্যবান্, অতিধৈর্য্য-শালী ও সুব্রতানুষ্ঠায়ী, অধিক কি! আপনি এতাদৃশ সদা-চারী, যে, আপনাকে সাক্ষাৎ অপর ধর্ম্ম বোধ হয়; সুতরাং আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। আপনি ত্রিলোকমধ্যে ‘ধর্ম্মাত্মা’ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, অতএব স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন, অধর্ম্ম বহন করা আপনার উচিত নয়। প্রতিজ্ঞা করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম না করিলে, ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হয়, অতএব আপনি রামকে বিশ্বামিত্রেরে প্রদান করুন। রাম কৃতাস্ত্রই হউন, বা অকৃতাস্ত্রই হউন, ইহাঁর বীর্য্য রা-ক্ষসেরা সহ্য করিতে পারিবে না; বিশেষত, যেরূপ অনল-কর্ত্তৃক অমৃত সুরক্ষিত আছে, সেইরূপ কৌশিক বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক ইনি সুরক্ষিত হইবেন। হে রাঘব! বিশ্বামিত্র ঋষি সাক্ষাৎ বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম; পৃথিবীমধ্যে ইহাঁর তুল্য বিদ্যা-বান্ বা বীর্য্যবান্ কোন ব্যক্তিই নাই; ইনি তপস্যার আশ্রয়; এবং ইনি যে সমস্ত নানাবিধ অস্ত্র বিজ্ঞাত আ-

ছেন, তৎসমুদায় সচরাচর ত্রিলোক-মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাত নহেন; অধিক কি! দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অমর, কিন্নর ও মহোরগ-প্রভৃতিরাও জানেন না, এবং কোন ব্যক্তিও তৎসমুদায় বিজ্ঞাত হইবেন না।

"হে রঘুনন্দন দশরথ! যখন এই কুশ-নন্দন বিশ্বামিত্র রাজ্য শাসন করিতেন, তখন মহাদেব ইহাঁকে কৃশাশ্ব প্রজাপতির পরমধার্ম্মিক পুত্ররূপ সমুদায় অস্ত্রই প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল বিবিধাকার মহাবীর্য্যবান্ দীপ্তি-মান্ জয়াবহ অস্ত্র কৃশাশ্ব প্রজাপতির ঔরসে প্রজাপতি-দক্ষ-নন্দিনীর গর্ব্ভে জন্ম লাভ করিয়াছে,—দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও সুপ্রভা নামে সুমধ্যমা দুই নন্দিনী শত শত পরম-ভাস্বর অস্ত্র ও শস্ত্র প্রসব করেন,—জয়া বর লাভ করিয়া অসুরসৈন্য বধার্থ অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন অদৃশ্যমান-রূপ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-রূপ পঞ্চাশৎ পুত্র লাভ করেন, এবং সুপ্রভাও বলসম্পন্ন দুরাধর্ষ সংহার-নামক পঞ্চ শত অমোঘ অস্ত্র প্রসব করেন; এই ধর্ম্মজ্ঞ কৌশিক বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্রই বিজ্ঞাত আছেন, এবং অভূতপূর্ব্ব অস্ত্র সকলেরও উৎপাদনে সমর্থ; অতএব এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মুনিবরের, ভূত বা ভবিষ্যৎ, কোন একটি অস্ত্রও অবিদিত নাই।

"হে রাজন্! এই মহাতেজস্বী মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি এরূপ-প্রভাব-সম্পন্ন, অতএব আপনি ইহাঁর সঙ্গে রামকে যাইতে দিতে সংশয় করিবেন না। অধিক আর কি বলিব! এই কৌশিক বিশ্বামিত্র স্বয়ংই সেই সমুদায় রাক্ষসদিগকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ; তবে কেবল ইনি আপনার পুত্রের

হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই আপনার নিকট আসিয়া যাক্রা করিতেছেন।”

রঘুবর বিখ্যাত-যশস্বী রাজা দশরথ মুনিবর বশিষ্ঠের এই বাক্যে মুদিত হইয়া বুদ্ধি-দ্বারা “বিশ্বামিত্রেরে রামকে প্রদান করা উচিত,” এরূপ স্থির করিয়া প্রসন্ন চিত্তে রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে দিতে অভিলাষ করিলেন।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ঋষির সেই উপদেশ-বাক্যে হৃষ্টবদন হইয়া স্বয়ংই রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর রাম মাতা ও পিতা দশরথ-কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক মাঙ্গল্য-মন্ত্র-দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইলেন। তৎপরে রাজা দশরথ পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ-পূর্ব্বক সুপ্রীত মানসে কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে পুত্র প্রদান করিলেন। তখন রাজীবলোচন রামকে বিশ্বামিত্রের অনুগত দেখিয়া, আরাম-সাধন সুখস্পর্শশালী বায়ু বহিতে লাগিল। মহাত্মা রাম প্রয়াণোন্মুখ হইলে, স্বর্গ লোকে দেবদুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল; এবং অযোধ্যা নগরীতে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল, ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। পরে বিশ্বামিত্র ঋষি অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন, রাম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, এবং কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণও ধনুর্দ্ধারী হইয়া রামের পশ্চাদ্গামী হইলেন। যেরূপ অশ্বিনীকুমার-দ্বয় দিক্ সকল শোভিত করত পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করেন, সেইরূপ দশ দিক্ শোভিত করত

ত্রিমস্তক সর্পের ন্যায় কলাপধারী সধনুষ্ক অক্ষুদ্র-স্বভাব সেই দুই রাজ-নন্দন মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিলেন। তখন সেই শোভনালঙ্কারে ভূষিত অনিন্দিত কান্তি-প্রদীপ্ত ধনুর্দ্ধারী রাজকুমার-দ্বয় কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে শোভিত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন,—যেরূপ অগ্নিনন্দন স্কন্দ ও বিশাখ-নামক কুমার-দ্বয় অচিন্ত্য দেব রুদ্রকে শোভিত করত তাঁহার অনুগমন করেন, সেইরূপ সেই মনোহর-শরীর-সম্পন্ন কান্তি-প্রদীপ্ত অনিন্দিত মহাদ্যুতিশালী রাম ও লক্ষ্মণাভিধেয় রাজকুমার ভ্রাতৃদ্বয় বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গবান্ হইয়া বিশ্বামিত্রকে শোভিত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র ঋষি ছয় ক্রোশ পথ চলিয়া সরযূ নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি রামকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে বৎস! সময় অতিক্রম করিবার আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র আচমন-পূর্ব্বক মন্ত্র সকল গ্রহণ কর,—তুমি বলা ও অতিবলা-নাম্নী দুই বিদ্যা গ্রহণ কর। হে তাত রাঘব! তুমি বলা ও অতিবলা-নাম্নী এই দুই বিদ্যা পাঠ করিলে, তোমার পরিশ্রম, জ্বর বা রূপবিকার হইবে না; তুমি প্রমত্ত বা প্রসুপ্তই থাক, তোমাকে রাক্ষসেরা ধর্ষণ করিতে পারিবে না; এবং ত্রিলোক-মধ্যে তোমার বাহুবলে কেহ সদৃশ হইবে না। হে অনঘ! বলা ও অতিবলা-নাম্নী এই দুই বিদ্যা সমস্ত জ্ঞানের জননী; তুমি এই দুই বিদ্যা লাভ করিলে, লোক-মধ্যে কেহ সৌভাগ্যে, ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয়ে, দাক্ষিণ্যে,

প্রত্যুত্তর প্রদানে, জ্ঞানে বা অন্যান্য কোন গুণে তোমার তুল্য রহিবে না। হে তাত রঘুকুল-নন্দন নরোত্তম রাম! তুমি বলা ও অতিবলা পাঠ করিলে, তোমার ক্ষুধা ও পিপাসা হইবে না। এবং তুমি এই দুই বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, পৃথিবী-মধ্যে তোমার পরম যশ হইবে। হে কাকুৎস্থ রাজন্! যদ্যপি তোমার এই সকল ও অন্যান্য অনেক গুণ আছে, তথাপি আমি তোমাকে এই দুই তেজস্বিনী প্রজাপতি-নন্দিনী বিদ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি; যেহেতু তুমি এই দুই বিদ্যা গ্রহণের যোগ্য পাত্র। হে রাম! এই দুই বিদ্যা জপ করিলে, ইহারা নানাবিধ কার্য্য সিদ্ধ করিবে।”

তদনন্তর রাম হৃষ্টবদন হইয়া আচমন-পূর্ব্বক শুচি হওত সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষির নিকট সেই দুই বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তখন ভীমবিক্রম রাম সেই দুই বিদ্যায় অন্বিত হইয়া, যেরূপ শরৎকালে ভগবান্ সহস্ররশ্মি দিবাকর শোভিত হন, সেইরূপ শোভিত হইলেন। রাম কুশনন্দন বিশ্বামিত্রের প্রতি, যেরূপ গুরুর প্রতি কার্য্য করিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহারা তিন জনে সেই রজনী সরযূ নদীর দক্ষিণ তীরে অতিবাহন করিলেন। তখন নরপতি দশরথের সেই দুই শ্রেষ্ঠ নন্দন অনুচিত তৃণশয্যাতে শয়ন করিয়াও কৌশিক বিশ্বামিত্রের বাক্যে লালিত হইয়া পরম সুখে সেই রজনী অতিবাহন করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

রাত্রী প্রভাতা হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যাতে শয়ান ককুৎস্থনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে নর-শার্দ্দূল রাম! কৌশল্যা দেবী তোমার দ্বারা সৎপুত্রবতী হউন,—এই প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, এ সময়ে আহ্নিক ও দৈব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা উচিত, সুতরাং তুমি গাত্রোত্থান কর।"

বিশ্বামিত্র ঋষির এই পরমোদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর্য্যবান্ বীর নরোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ অবগাহন-পূর্ব্বক অপরাপর কর্ত্তব্য ক্রিয়া সমাধানান্তে সাবিত্রী জপ করিলেন। তাঁহারা আহ্নিক ক্রিয়া সমাধান-পূর্ব্বক তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করত যাইতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর মহাবীর্য্যবান্ রঘুকুল-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণ, যে স্থানে সরযূ নদীর গঙ্গার সহিত সঙ্গম হয়, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ত্রিপথগামিনী দিব্যনদী গঙ্গাকে দর্শন করিলেন, এবং সেই প্রদেশে বহুসহস্র বৎসরাবধি পরমতপস্যাকারী বিশুদ্ধাত্মা ঋষিদিগের পুণ্য আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই পুণ্য আশ্রম সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে ভগবন্! এই পুণ্য আশ্রম কাঁহার,—ইহাতে কোন্ ঋষি নিবসতি করেন, ইহা আমরা শুনিতে বাসনা করি, ইহা শ্রবণ করিতে আমাদিগের অতিশয় কৌতূহল হইতেছে; আপনি ইহা নির্দেশ করুন।"

মুনিবর বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে রামকে বলিলেন, "হে রাম! পূর্ব্বে এই আশ্রম যাঁহার ছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে

রঘুকুল-নন্দন! পূর্ব্বে মদন মূর্ত্তিমান্ ছিল; সে বুধগণকর্ত্তৃক 'কাম—মনোহর' বলিয়া উক্ত হইত। বহু দিবস হইল, দেবদেব রুদ্র এই স্থানে যথানিয়মে তপস্যা করত সমাহিত হইয়াছিলেন। সমাধি-ভঙ্গ হইলে, তিনি মরুদ্গণের সহিত রমণীয় প্রদেশে বিচরণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দুর্ব্বুদ্ধি মদন তাঁহাকে ধর্ষণ করিয়াছিল। তখন মহাত্মা রুদ্র তাহাকে হুঙ্কার-সহকারে রৌদ্র নয়নে অবলোকন করিয়াছিলেন। সেই দুর্ম্মতি মদন রুদ্রকর্ত্তৃক রৌদ্র নয়নে অবলোকিত হইবামাত্র, তাহার শরীর হইতে সমস্ত অবয়ব বিশীর্ণ হইয়াছিল। এই স্থানে মহাত্মা রুদ্র মদনকে দগ্ধ করিয়া তাহার অঙ্গ বিনষ্ট করিয়াছিলেন,—ক্রোধবশত দেবদেব মহাদেবকর্ত্তৃক কাম অশরীরীকৃত হইয়াছিল; অতএব এই প্রদেশ তৎকালাবধি অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়। মদন মহাদেবের ভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া, যে প্রদেশে গিয়া অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই প্রদেশ 'অঙ্গরাজ্য' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে বীরগ! এই পুণ্য আশ্রম পূর্ব্বে মহাদেবের ছিল; এবং এই সকল ধর্ম্মপর মহর্ষিরাও তাঁহার শিষ্য ছিলেন, ইহাঁদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ নাই। হে শুভদর্শন রাম! অদ্য আমরা এই দুই পুণ্যনদীর মধ্য প্রদেশে থাকিয়া রজনী অতিবাহন করিয়া কল্য নদী উত্তীর্ণ হইব। হে নরোত্তম! অদ্য এই স্থানেই আমাদিগের বাস করা শ্রেষ্ঠ কল্প, এস্থানে থাকিয়া আমরা সুখে রজনী অতিবাহন করিতে পারিব; চল, আমরা স্নান, জপ ও হোম সমাধান-পূর্ব্বক শুচি হইয়া এই পুণ্য আশ্রমে গমন করি।"

সেই প্রদেশে তাঁহারা এরূপ জল্পন করিতেছেন, এমত সময়ে উক্ত আশ্রমবাসী মুনিরা তপোলব্ধ দূরদৃষ্টি-দ্বারা তাঁহাদিগকে আগত জানিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং হর্ষসহকারে প্রথমত কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আতিথ্য দ্রব্য নিবেদন-পূর্ব্বক পশ্চাৎ রাম ও লক্ষ্মণের আতিথ্য ক্রিয়া সমাধান করিলেন। সেই ঋষিরা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সৎকার-পূর্ব্বক অভিরঞ্জন করিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই নদীতীরে গিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন। বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ সেই আশ্রমবাসী সুব্রতানুষ্ঠায়ী মুনিগণ-কর্ত্তৃক অনঙ্গ আশ্রমে আনীত হইয়া সুখে বাস করিলেন। তখন কুশনন্দন ধর্ম্মাত্মা মুনিবর বিশ্বামিত্র অভিরাম নৃপনন্দন-দ্বয়কে রমণীয় বাক্য-সমূহে সন্তুষ্ট করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

অনন্তর বিমল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে, অরিদমন রাম ও লক্ষ্মণ কৃতাহ্নিক বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া গমন করত গঙ্গা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে সেই সকল সংশিতব্রত মহাত্মা মুনিরা নৌকা আনয়ন করাইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "আপনি বৃথা কাল অতিক্রম করিবেন না, শীঘ্র রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত নৌকায় আরোহণ করুন; আপনার গমনকালে পথসকল মঙ্গলপ্রদ হউক।"

বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহাদিগের বাক্য "তথাস্তু," বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সৎকৃত করিয়া সেই দুই রাজনন্দনের সহিত সাগর-গামিনী গঙ্গা নদী উত্তরণ করিতে উদ্যত

হইলেন। অনন্তর মহাতেজা রাম লক্ষ্মণের সহিত নদীর মধ্য স্থানে গিয়া তরঙ্গসঙ্ক্ষোভ-বর্দ্ধিত তোয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। তিনি নদীমধ্যেই মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "জল সমুদায় কিজন্য ভিদ্যমান হইয়া এরূপ তুমুল ধ্বনি করিতেছে?"

ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র রঘুকুলনন্দন রামের এই কৌতূহলান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ বলিতে লাগিলেন, "হে নরশার্দ্দূল রাম! ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে মানস দ্বারা একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই সরোবর মানসদ্বারা নির্ম্মিত হওয়াপ্রযুক্ত 'মানস' বলিয়া বিখ্যাত হয়। সেই সরোবর হইতে একটি নদী নির্গতা হইয়াছে. সেই নদী ব্রাহ্ম সরোবর হইতে উৎপন্ন হওয়াপ্রযুক্ত অতিপূণ্যতমা এবং সরোবর হইতে উৎপত্তি হওয়া-নিবন্ধন তাহার সরযূ নাম হইয়াছে। হে রাম! সরযূ নদী অযোধ্যা নগরী আবরণ করিয়া রহিয়াছে; সেই নদীর জলসঙ্ক্ষোভ-জনিত এই অনুপমেয় ধ্বনি জাহ্নবীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তুমি যতচিত্ত হইয়া এই দুই নদীকে প্রণাম কর।"

অনন্তর অতিধার্ম্মিক রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সেই দুই নদীকে প্রণাম করিলেন। পরে সেই লঘুগামী রাজনন্দনদ্বয় জাহ্নবীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজনন্দন রাম যাইতে যাইতে মনুষ্যগমাগমচিহ্ন-বিহীন ভয়ঙ্কর-দর্শন বন অবলোকন করিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহো! এই বন কি দুর্গম!—এই বন সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও মাতঙ্গ-

প্রভৃতি ভয়ানক শ্বাপদগণে পরিব্যাপ্ত, ঝিল্লিকা সমূহে সমন্বিত, শব্দায়মান ভয়ঙ্করস্বন শকুনগণে ব্যাপ্ত এবং ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, পাটলী, বদরী, তিন্দুক ও বিল্ব-প্রভৃতি বৃক্ষগণে সমাকীর্ণ! কিরূপে এরূপ দারুণ বন হইয়াছে?”

মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, “হে বৎস কাকুৎস্থ! যেরূপে এই নিদারুণ বন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! পূর্ব্বে এই স্থানে দেব-প্রযত্ন-নির্ম্মিত উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান মলদ ও করূষ নামে দুই জনপদ ছিল।—হে রাম! পূর্ব্বে মহেন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাগ্রস্ত এবং মল ও ক্ষুধায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ মলসমন্বিত মহেন্দ্রকে গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে স্নান করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মল বিমোচন করিয়াছিলেন। এই স্থানে দেবতারা মহেন্দ্রের শরীরজাত মল ও করূষ পরিত্যাগ করিয়া হর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তখন মহেন্দ্রও নির্ম্মল এবং নিষ্করূষ হইয়া বিশুদ্ধ ও এই দেশের প্রতি প্রীত হওত এই দেশকে এই অত্যুত্তম বর দান করিলেন, ‘যেহেতু এই প্রদেশ আমার অঙ্গের মল ধারণ করিল, অতএব এই প্রদেশে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দুই জনপদ হইয়া লোকে মলদ ও করূষ, নামে খ্যাতি লাভ করিবে।’

“ধীমান্ মহেন্দ্র দেশের এইরূপ সৎকার করিলে, তদ্দর্শনে দেবতারা তাঁহাকে ‘সাধু সাধু’ বলিলেন। হে অরিন্দম! এই প্রদেশে বহু কাল মলদ ও করূষ নামে ধনধান্যশালী উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রমুদিত দুই জনপদ ছিল।

"হে রাম! কিছু কাল-পরে ধীমান্ সুন্দের সহস্রমাতঙ্গ-বলধারিণী কামরূপিণী তাড়কানাম্নী যক্ষিণী ভার্য্যা হইল। তাহার বৃত্তবাহুশালী বৃহৎকায়-সম্পন্ন ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী মহামস্তক-সমন্বিত বিপুল-বদন মহান্ মারীচ-নামক রাক্ষস পুত্র হয়; সেই ভয়ঙ্করাকার রাক্ষস নিয়ত প্রজাদিগকে বিত্রস্ত করিয়া থাকে। হে রাঘব! সেই দুষ্টচারিণী তাড়কা এই দুই মলদ ও করুষ-নামক জনপদ নিয়ত উৎসাদন করিতেছে। সে এস্থান হইতে অর্দ্ধযোজনান্তরে পথ আবরণ করিয়া রহিয়াছে; অতঃপর আমাদিগকেও, যে বনে তাড়কা বাস করে, সেই বনে যাইতে হইবে। হে রাম! অসহ্যবীর্য্যশালিনী ঘোররূপিণী যক্ষিণী এই প্রদেশ উৎসন্ন করিয়াছে; সম্প্রতি এই প্রদেশ এতাদৃশ ভয়াবহ হইয়াছে, যে, এস্থানে আগমন করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই।

"হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার আদেশে এই প্রদেশ নিষ্কণ্টক কর,—তুমি স্বীয় বাহুবল অবলম্বন করিয়া সেই দুষ্টচারিণী যক্ষিণীকে বিনাশ কর। হে রাম! এই প্রদেশ সেই যক্ষিণীকর্ত্তৃক উৎসাদিত হইয়া অদ্যাপি শমতা লাভ করে নাই। এই প্রদেশ যেরূপে বন হইয়াছে, তৎসমুদয় তোমার নিকট এই আমি বর্ণন করিলাম।"

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৪ ॥

অনন্তর সেই অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র মুনির সেই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুরুষশার্দ্দূল রাম তাঁহাকে এই শুভ বাক্য বলিলেন, "হে মুনিপুঙ্গব! একে ত শ্রবণ

করা যায়, যে, যক্ষজাতি অল্পবলা হইয়া থাকে; তাহে আবার তাড়কা অবলা; সুতরাং সে কিরূপে সহস্র নাগের বল ধারণ করে?”

বিশ্বামিত্র অমিততেজস্বী রঘুকুল-নন্দন রামের কথিত সেই কথা শ্রবণ করিয়া অরিদমন রাম ও লক্ষ্মণকে মনোহর বাক্যে কুতূহলান্বিত করত এই কথা বলিলেন, “তাড়কা যেরূপে তাদৃশ বল ধারণ করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাড়কা অবলা হইয়াও বরলাভপ্রভাবে তাদৃশ বল ধারণ করে।—পূর্ব্বে সুকেতু নামে সদাচারী বীর্য্যবান্ মহান্ এক যক্ষ ছিল; তাহার অপত্য ছিল না, এজন্য সে সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিল। হে রাম! তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই যক্ষপতির প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে তাড়কা-নাম্নী একটি রত্নস্বরূপ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই মহাযশস্বী পিতামহ সেই কন্যাকে সহস্র নাগের বল প্রদান করিলেন, তথাপি সেই যক্ষকে একটি পুত্র দান করিলেন না। যখন সেই যশস্বিনী কন্যা বর্দ্ধমানা হইয়া ষোড়শবর্ষীয়া ও রূপযৌবনশালিনী হইল, তখন যক্ষপতি জম্ভপুত্র সুন্দের সেই কন্যাকে ভার্য্যা করিয়া দিলেন। কিছু কাল-পরে সেই যক্ষী মারীচ নামে দুরাধর্ষ এক পুত্র জন্মাইল, সেই পুত্র শাপপ্রযুক্ত রাক্ষসত্ব লাভ করে।—হে রাম! সুন্দ নিহত হইলে, সেই তাড়কা পুত্র-সমভিব্যাহারে ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে ধর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যতা হইয়া গর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি ধাবমানা হইল। ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি মহাযক্ষী তাড়কাকে অভিমুখে ধাব-

মানা দেখিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে 'শীঘ্র তোর দারুণ রূপ হউক,—তুই এই রূপ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতরূপা ও বিকৃতাননা হইয়া রাক্ষসী হ,' এরূপ অভিশাপ দিয়া মারীচকে 'তুই রাক্ষসত্ব লাভ কর্' এই কথা বলিলেন। সেই তাড়কা অভিশাপগ্রস্তা হইয়া পরম ক্রোধ-সহকারে অগস্ত্যাচরিত এই শুভ প্রদেশ উৎসাদন করিয়াছে।

"হে রঘুনন্দন রাম! তুমি সেই দুর্ব্বৃত্তা পরমদারুণা দুষ্টপরাক্রমশালিনী যক্ষিণীকে গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতনিমিত্ত বধ কর। হে রঘুনন্দন! এই ত্রিলোক-মধ্যে তোমাব্যতিরেকে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে সেই শাপগ্রস্তা যক্ষিণীকে হনন করিতে উৎসাহী হইতে পারে। হে নরোত্তম! তুমি স্ত্রীহত্যাপ্রযুক্ত তাড়কাকে বধ করিতে ঘৃণা করিও না, কেন না রাজনন্দনকে প্রজা সংরক্ষণ ও চাতুর্ব্বর্ণ্যহিতানুষ্ঠান-নিমিত্ত নৃশংস ও অনৃশংস উভয় কর্ম্মই করিতে হয়; যেহেতু রাজ্যভার নিযুক্ত রাজাদিগের সর্ব্বদা প্রজা সংরক্ষণার্থ দোষসমন্বিত ও পাতক-সাধন কর্ম্ম করাও সনাতন ধর্ম্ম। বিশেষত সেই যক্ষিণীর ধর্ম্ম নাই, অতএব তুমি সেই অধার্ম্মিকী যক্ষিণীকে বিনাশ কর।—হে নরপালক রাম! শ্রবণ করা যায়, যে, বিরোচননন্দিনী মন্থরা পৃথিবী বিনাশিতে উদ্যতা হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে বধ করেন, এবং শুক্রজননী পতিব্রতা ভৃগুপত্নী ইন্দ্রশূন্য লোক ইচ্ছা করিলে, বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। হে নরপালক! ইঁহারা এবং অনেক পুরুষসত্তম মহাত্মা রাজনন্দনেরা অধার্ম্মিকী রমণীদিগকে বিনাশ করিয়াছেন; অতএব তুমি

আমার নিয়োগানুসারে ঘৃণা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই যক্ষিণীকে বিনাশ কর।”

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

দৃঢ়ব্রত রঘুবংশীয় রাজনন্দন রাম বিশ্বামিত্র মুনির সেই প্রাগল্‌ভ্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, “সকলেরই পিতৃবাক্য পালন অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব যখন অযোধ্যা নগরীতে গুরুগণ-মধ্যে মহাত্মা পিতা দশরথ আমাকে ‘তুমি কৌশিক বিশ্বামিত্রের বাক্যে বিচার না করিয়াই তদনুরূপ কার্য্য করিবে, তাঁহার বাক্যে কখন অনাদর করিবে না,’ এরূপ অনুশাসন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহার শাসনানুসারে আপনার নিদেশে আমি এই তাড়কাবধরূপ শুভ কর্ম্ম করিব; বিশেষত একে ত আপনি অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন ব্রহ্মবাদী, আপনি কখন অযথার্থ উপদেশ করেন নাই, তাহে আবার এই কর্ম্মে গো, ব্রাহ্মণ ও এই প্রদেশের হিত হইবে।”

অরিন্দম রাম বিশ্বামিত্রকে ঐ কথা বলিয়া ধনু ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করত ঘোরতর জ্যাশব্দ করিলেন। সেই শব্দে সমস্ত তাড়কাবন-বাসীরা অতীব ত্রাসযুক্ত হইল, এবং তাড়কাও সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া মোহিতা হইয়া অতীব ক্রোধ-সহকারে সেই শব্দানুসারে, যে প্রদেশ হইতে সেই শব্দ নিঃসৃত হইল, সেই প্রদেশাভিমুখে ধাবমানা হইল। রঘুকুলনন্দন রাম সেই বিকৃতাকারা বৃহৎকায়-সম্পন্না বিকৃতাননা ক্রোধপরায়ণা রাক্ষসীকে অবলো-

কন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে লক্ষ্মণ! দেখ, এই যক্ষিণীর শরীর কি দারুণ ভয়াবহ! ইহাকে অবলোকন করিবামাত্রই, ভীরু কি অভীরু, সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। দেখ, এই মায়াবল-সমন্বিতা দুরাধর্ষণীয়া রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণ ছেদনপূর্ব্বক ইহাকে পলায়মানা করি; আমি ইহাকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু এ স্ত্রীস্বভাবে রক্ষিতা হইয়াছে; তবে আমার এইমাত্র অভিলাষ, যে, ইহার পরাক্রম ও গতিশক্তি বিনাশ করি।"

রাম এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে তাড়কা রাক্ষসী ক্রোধমোহিতা হইয়া বাহু উত্তোলন-পূর্ব্বক গর্জন করত রামেরই অভিমুখে ধাবমানা হইল। তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার-দ্বারা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া "রাম এবং লক্ষ্মণের মঙ্গল ও জয় হউক," ইহা বলিলেন। অনন্তর তাড়কা ঘোরতর ধূলি বিক্ষেপ করত মুহূর্ত্ত কাল-মধ্যে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে রজঃসম্ভূত অন্ধকার-দ্বারা বিমুগ্ধ করিয়া মায়া সমালম্বন-পূর্ব্বক সুমহৎ শিলাবর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন রঘুকুলনন্দন রাম অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাহার সেই সুমহৎ শিলাবর্ষণ শরবর্ষ-দ্বারা নিবারণ-পূর্ব্বক অভিমুখে ধাবমানা সেই রাক্ষসীর দুই হস্ত বাণে ছেদন করিলেন। পরে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অভিমুখে গর্জনপরায়ণা ছিন্নকরাগ্রসম্পন্না রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণের অগ্র ভাগ ছেদন করিলেন। তখন সেই কামরূপধারিণী যক্ষিণী বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মমায়া-দ্বারা বিমোহিত করিল, এবং অন্তর্হিত

হইয়া ভয়ানক শিলাবর্ষ বিমোচন করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীমান্ গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে চতুর্দিকে শিলাবর্ষ-দ্বারা আকীর্য্যমাণ দেখিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাম! সন্ধ্যাকাল উপস্থিতপ্রায়, সন্ধ্যা হইলে এ সমধিক বল লাভ করিবে; যেহেতু সন্ধ্যাসময়ে রাক্ষসেরা দুরাধর্ষণীয় হইয়া থাকে; অতএব তুমি ঘৃণা করিও না, শীঘ্র ইহাকে বধ কর; এই পাপীয়সী রাক্ষসী যজ্ঞের বিঘ্ন-কারিণী ও অতীব দুষ্টচারিণী।"

বিশ্বামিত্র রামকে এরূপ বলিলে, তিনি স্বীয় শব্দবেধিতারূপ গুণ সন্দর্শন করত সেই শিলাবর্ষণ-কারিণী যক্ষিণীকে বাণজালে অবরোধ করিলেন। সে রামকর্ত্তৃক বাণজালে অবরুদ্ধা হইয়া মায়াবল ধারণ-পূর্ব্বক কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমানা হইল। রাম অশনির ন্যায় অতিবেগে অভিমুখে আগমন-পরায়ণা সেই বিক্রমসম্পন্না রাক্ষসীর হৃদয়ে শর বেধ করিলেন; সেও ভূতলে পতিতা হইল, এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

তখন দেবাধিপতি শক্র ও সমস্ত দেবতারা সেই ভীমরূপিণী যক্ষিণীকে নিহতা দেখিয়া ককুৎস্থবংশীয় রামকে "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর সহস্রাক্ষ পুরন্দর ও সমস্ত দেবতারা পরমপ্রীতি-সহকারে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে কুশবংশীয় ব্রহ্মর্ষে! ইন্দ্র ও মরুদ্গণপ্রভৃতি আমরা সকলেই রঘুকুলনন্দন রামের এই কর্ম্মে সন্তোষ লাভ করিয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি ইহাঁর প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর,—তুমি ইহাঁকে কৃশাশ্ব

প্রজাপতির সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন তপোবলসম্ভূত অস্ত্ররূপ পুত্র সকল প্রদান কর। হে ব্রহ্মন্! এই রাজনন্দন তোমার অস্ত্র প্রদানের যোগ্য পাত্র, যেহেতু ইনি তোমার শুশ্রূষায় নিরত হইয়াছেন; বিশেষত ইহাঁকে দেবতাদিগেরও সুমহৎ হিতকর কার্য্য করিতে হইবে।”

দেবতারা হর্ষ-পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে ঐ কথা বলিয়া অভিনন্দন করত আকাশে গমন করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে, সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইল। তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র তাড়কার বধ হওয়া-প্রযুক্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক রামের মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, “হে শুভদর্শন রাম! অদ্য আমরা এই স্থানেই রজনী অতিবাহন করি; কল্য প্রাতেই মদীয় আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইব।”

দশরথতনয় রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া তাড়কার বনে সেই রাত্রি সুখে বাস করিলেন। সেই দিনেই উক্ত বন নিরুপদ্রব হইয়া চৈত্ররথ বনের ন্যায় রমণীয়রূপে প্রকাশমান হইল। রাম যক্ষতনয়া তাড়কাকে বধ করিয়া দেব ও সিদ্ধগণ-কর্ত্তৃক প্রশস্যমান হইয়া সেই বনে বিশ্বামিত্র মুনির সহিত রজনী যাপনপূর্ব্বক প্রভাত কালে তৎকর্ত্তৃক প্রবোধ্যমান হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র সেই রজনী অতিবাহন করিয়া প্রভাত কালে হাসিতে হাসিতে মধুর স্বরে রামকে এই

কথা বলিলেন, "হে মহাযশস্বি-রাজপুত্র! তোমার মঙ্গল হউক। আমি অতীব তুষ্ট হইয়া পরমপ্রীতি-সহকারে তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিতেছি,—যে সকল অস্ত্রে তোমার মঙ্গল হইবে,—যে সকল অস্ত্রে তুমি, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা উরগগণও যদি শত্রুতা আচরণ করেন, তবে তাঁহাদিগকেও বল-পূর্ব্বক যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বশীকৃত করিবে, সেই সমুদায় দিব্য অস্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি,—হে রঘুবংশীয় মহাবাহু-সম্পন্ন মহাবল মহাবীর নিষ্পাপ রাজনন্দন! আমি তোমাকে সুমহৎ দিব্য দণ্ডচক্র, কালচক্র, ধর্ম্মচক্র, অত্যুগ্র বিষ্ণুচক্র, অসহ্যবিক্রম-সম্পন্ন ইন্দ্রচক্র, বজ্র অস্ত্র, শূলবত-নামক শৈব অস্ত্র, ব্রহ্মশিরা অস্ত্র, ঐষিক বাণ, অত্যুত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী-নাম্নী শুভদায়িনী জাজ্বল্যমানা দুই গদা, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ, অত্যুত্তম বারুণ পাশাস্ত্র, শুষ্ক ও আর্দ্র এই দুইপ্রকার অশনি, পাশুপত অস্ত্র, অতিপ্রিয় শিখর-নামক আগ্নেয় বাণ, নারায়ণ অস্ত্র, হয়শিরা নামে প্রসিদ্ধ বাণ, শ্রেষ্ঠ বায়ব্যাস্ত্র, ক্রৌঞ্চ বাণ, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল-নামক ভয়ানক মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিনী অস্ত্র, নন্দন-নামক বিদ্যাধর-সম্বন্ধীয় মহাস্ত্র, শ্রেষ্ঠ অসি, মোহন-নামক অতিপ্রিয় গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, প্রস্বাপন ও প্রশমন-নামক অস্ত্র, চান্দ্র বাণ, বর্ষণ অস্ত্র, শোষণ অস্ত্র, সন্তাপন অস্ত্র, বিলাপন অস্ত্র, কন্দর্পপ্রিয় দুরাধর্ষণীয় মদন-নামক বাণ, মানব-নামক দয়িত গান্ধর্ব্ব বাণ, মোহন-নামক দয়িত পৈশাচ অস্ত্র, তামস অস্ত্র, মহাবল-সম্পন্ন সৌমন-নামক বাণ, দুরাধর্ষ সম্বর্ত্তক অস্ত্র, দুরাধর্ষণীয় মৌষল অস্ত্র, সত্য অস্ত্র, মায়াময়

বাণ, পরবীর্য্যাপকর্ষক তেজঃপ্রভ-নামক সৌর অস্ত্র, শিশির-নামক চান্দ্র বাণ, সুদারুণ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, ভগদেব-সম্বন্ধীয় সম্মানপ্রদ শীতেষু-নামক দারুণ বাণ এবং যে সকল অস্ত্রে অনায়াসে রাক্ষসদিগকে বিনাশ করা যায়, সেই সমুদায় অস্ত্র, এই সকল পরমোদার কামরূপী মহাবল-সম্পন্ন অস্ত্র ও শস্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি, তুমি শীঘ্র গ্রহণ কর।”

ঐ কথা বলিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন-পূর্ব্বক রামকে সেই সকল শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ও তৎসমুদায়ের মন্ত্র সকল প্রদান করিলেন; সেই সমুদায় অস্ত্র দেবতাদিগেরও সংগ্রহ করা দুর্লভ। সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্র মুনি পূর্ব্বোক্ত অস্ত্র সকলকে ধ্যান করিলে, সেই সমুদয় মহার্হ অস্ত্র বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিয়োগানুসারে প্রমোদ-সহকারে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিল, “হে পরমোদার-চরিত রঘুকুলনন্দন রাম! আপনার মঙ্গল হউক, আমরা আপনার কিঙ্কর,—আপনি যাহা যাহা আদেশ করিবেন, আমরা তৎসমুদায়ই করিব।”

তখন রাম সেই সকল বাণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া প্রসন্নাত্মা হইলেন, এবং তৎসমুদায়কে গ্রহণ-পূর্ব্বক হস্তদ্বারা সমালম্ভন করত “তোমরা আমার মানসবর্ত্তী হইয়া থাক,” এরূপ নিয়োগ করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী রাম প্রীতমানস হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন-পূর্ব্বক যাইতে উদ্যত হইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অনন্তর পবিত্রাচরণ ককুৎস্থনন্দন রাম সেই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট বদনে পথে যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, “হে মুনিপুঙ্গব ভগবন্! আমি গৃহীতাস্ত্র হইয়া দেবগণেরও দুরাধর্ষণীয় হইয়াছি; পরন্তু আমার বাসনা, যে, সেই সমুদায় অস্ত্রের সংহার অবগত হই।”

কাকুৎস্থ রাম ইহা বলিলে, সুব্রতানুষ্ঠায়ী ধৃতিশালী মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি পবিত্র হইয়া সেই সমস্ত অস্ত্রের সংহার উপদেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, “হে রঘুকুল-নন্দন রাম! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার নিকট সত্যবান্, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভক, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, সুনাভক, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, দৈত্য-প্রমথন যৌগন্ধর, বিনিদ্র, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চ্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধৃত, মকর, করবীরু, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান এবং বরুণ, এই সমস্ত নামে প্রসিদ্ধ ভাস্কর-তুল্য-তেজস্বী কামরূপী কৃশাশ্ব-পুত্র অস্ত্র সকল গ্রহণ কর; তুমি এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র।”

তখন কাকুৎস্থ রাম, বিশ্বামিত্রকে “যে আজ্ঞা” বলিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই সকল উজ্জ্বলদিব্য-দেহ-সম্পন্ন সুখপ্রদ অস্ত্র, কেহ কেহ অঙ্গার-বর্ণ-দেহ-সম্পন্ন, কেহ কেহ ধূমবর্ণ-দেহ-শালী এবং কেহ

কেহ সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলগৌরবর্ণ-দেহ-ধারী হইয়া নম্র ও বদ্ধাঞ্জলি হওত মধুর স্বরে রামকে “হে নরশার্দ্দূল! এই আমরা উপস্থিত হইয়াছি; আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন,” এরূপ বলিল। তখন রঘু-নন্দন রাম সেই সকল অস্ত্রকে “এক্ষণে তোমরা, যে স্থানে বাসনা হয়, সেই স্থানে গমন কর, কার্য্যকালে আমার মনে সন্নিহিত হইয়া আমার সাহায্য করিও,” এরূপ বলিলেন। তৎপরে সেই সকল অস্ত্র কাকুৎস্থ রামকে “যে আজ্ঞা” বলিয়া আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া, যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিল। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত অস্ত্র অবগত হইয়া পথে যাইতে যাইতে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে এই সুকোমল মধুর বাক্য বলিলেন, “হে মহামুনে! ঐ পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান এরূপ নিবিড় বৃক্ষ-সমূহে সঙ্কুল, যে, আপাতত মেঘ-সমূহের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, ঐ প্রদেশ কি এই বনবর্ত্তী অথবা কোন আশ্রম? হে ভগবন্ ব্রহ্মন্! ঐ মৃগগণ-পরিব্যাপ্ত প্রদেশ নানাবিধ মধুরভাব-সম্পন্ন শকুন-গণে অলঙ্কৃত, সুতরাং অতীব মনোহর ও শুভদর্শন; ঐ প্রদেশের রমণীয়তা সন্দ-র্শনে অনুভূত হইতেছে, যে, আমরা সেই রোমহর্ষণ কা-ন্তার হইতে নির্গত হইলাম; বোধ হয়, ঐ প্রদেশ কোন আশ্রম হইবে, উহা কাঁহার আশ্রম? হে মুনিবর! যে প্রদে-শে সেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপাচারী দুষ্টস্বভাব নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন বিধানার্থ সমাগত হয়, এবং আমাকে আপনার সেই যজ্ঞক্রিয়া রক্ষা করিতে হইবে,—সেই

সকল রাক্ষসদিগকে হনন করিতে হইবে; সে প্রদেশ কোথায়? এই প্রদেশই কি সেই প্রদেশ? হে প্রভো! আমি এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আমার এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে অতীব কুতূহল হইতেছে; আপনি এই সকল বিবরণ বিবরণ করুন।”

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

অনন্তর মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি সেই অপ্রমেয়প্রভাব-সম্পন্ন জিজ্ঞাসা-তৎপর রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহু-সম্পন্ন রাম! এই আশ্রম মহাত্মা বামনের উৎপত্তির পূর্ব্বে ‘সিদ্ধাশ্রম’ বলিয়া বিখ্যাত হয়, যেহেতু এস্থানে মহাতপস্বী বিষ্ণু তপস্যাদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই আশ্রমে সর্ব্বদেব নমস্কৃত মহাতপস্বী বিষ্ণু বহু বর্ষ—যুগশত-পরিমিত কাল তপস্যা আচরণার্থ বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে সুমহান্ অসুরেন্দ্র বিরোচনতনয় মহাবলী বলি রাজা ইন্দ্র ও মরুদ্গণ-প্রভৃতি সমস্ত দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া সেই ত্রিলোক-বিখ্যাত দেবরাজ্যে রাজত্ব করত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিল। বলির সেই যজ্ঞ হইতে লাগিলে, অগ্নিপ্রভৃতি সমস্ত দেবতারা স্বয়ং এই আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিলেন, ‘হে বিষ্ণো! বৈরোচনি বলি উত্তম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছে; সেই যজ্ঞোপলক্ষে ইতস্তত হইতে সমাগত যাচকেরা বলিকে যখন যাহা প্রার্থনা করিতেছে, সে যথানিয়মে তখনই তাহাদিগকে তাহা প্রদান

করিতেছে; অতএব সেই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতে হইতেই আপনি স্বকার্য্য সম্পাদন করুন,—আপনি আমাদিগের হিত-নিমিত্ত মায়া আশ্রয়-পূর্ব্বক বামনরূপী হইয়া বলির নিকট যাত্রা করিয়া আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।'

"হে রাম! এই সময়ে অগ্নিতুল্য-প্রভাশালী তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান ভগবান্ কশ্যপ মুনিও অদিতি দেবীর সহিত সহস্র-দিব্যবর্ষানুষ্ঠেয় ব্রত সমাধান-পূর্ব্বক বরপ্রদ মধুসূদনকে এরূপ স্তব করিলেন, 'হে প্রভো! আমি সুতপ্ত তপোদ্বারা দেখিতে পাইতেছি, যে, আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি, তপঃস্বরূপ, অনাদি, অনির্দ্দেশ্য ও পুরুষোত্তম; এবং আপনার শরীরে এই সমস্ত জগৎ অবলোকন করিতেছি; অতএব আপনার শরণাগত হইলাম।'

"হরি নিষ্কল্মষ কশ্যপের স্তবে প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি বর প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে বর প্রদানের যোগ্য পাত্র বোধ করিতেছি।'

"মরীচিতনয় কশ্যপ বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'হে অসুরসূদন সুব্রত বরদ ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদিতি, দেবতাগণ ও আমার প্রার্থিত এই বর প্রদান করুন,—আপনি অদিতি ও আমার পুত্র এবং শক্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হউন, এবং শোকার্ত্ত দেবগণের সাহায্য করুন। হে দেবেশ ভগবন্! আপনি এখান হইতে উত্থান করুন, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই আশ্রম আপনার প্রসাদে "সিদ্ধাশ্রম" বলিয়া বিখ্যাত হইবে।'

"অনন্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু বামনরূপ অবলম্বন করিয়া অদিতিগর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই লোকহিতনিরত মহাতেজস্বী বামনরূপী বিষ্ণু লোকার্থী হইয়া বৈরোচনি বলির নিকট গমন করিলেন। পরে তিনি তথায় যাইয়া বলির নিকট ত্রিপদ-পরিমিত ভূমি যাক্কা করিয়া পদদ্বারা সমস্ত লোক আক্রমণ-পূর্ব্বক গ্রহণ করত বল-পূর্ব্বক বলিকে বন্ধন করিয়া মহেন্দ্রকে তাহা পুন প্রদান করিলেন,—তিনি আবার ত্রৈলোক্যকে শক্রের অধীন করিয়া দিলেন।

"হে পুরুষব্যাঘ্র! যিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হন, সেই বিষ্ণু পূর্ব্বে এই শ্রমবিনাশন আশ্রমে নিবসতি করিয়াছিলেন; সম্প্রতি আমি তাঁহার প্রতি ভক্তি করিয়া এই আশ্রম উপভোগ করিতেছি। এই আশ্রমেই সেই যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা আসিয়া থাকে; এই স্থানেই তোমাকে সেই দুষ্টাচারীদিগকে হনন করিতে হইবে। হে রাম! অদ্য আমরা সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত সেই বিষ্ণুর অত্যুত্তম আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইব। হে তাত! এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তেমন।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামকে এই কথা কহিয়া পরম প্রীত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ-পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করত, যেরূপ চন্দ্র গতনীহার ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সমন্বিত হইয়া প্রকাশমান হন, সেইরূপ প্রকাশিত হইলেন। সিদ্ধাশ্রম-নিবাসী মুনি সকল বিশ্বামিত্রকে আগত দেখিয়া সহসা উত্থান-পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন। তাঁহারা যেরূপ ধীমান্ বিশ্বামিত্রকে যথাযোগ্য পূজা করিলেন, সেইরূপ

সেই দুই রাজনন্দনেরও যথাযোগ্য আতিথিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর সেই দুই রঘুনন্দন অরিদমন রাজতনয় মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে "হে মুনিপুঙ্গব! আপনি অদ্যই যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হউন; আপনার মঙ্গল হউক,—আপনার বাক্য সফল হউক, এবং এই সিদ্ধাশ্রম-নামক আশ্রমও সত্যনামা হউক, অর্থাৎ আমাদিগের বীর্য্যবলে আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক," ইহা বলিলেন। মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রও রাম-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া নিয়তেন্দ্রিয় ও নিয়তান্তঃকরণ হওত তখনই যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইলেন।

অনন্তর সেই স্কন্দ ও বিশাখের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ সেই রজনী অতিবাহন-পূর্ব্বক প্রভাত কালে গাত্রোত্থান করিয়া শুচি ও সমাহিত হওত প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনান্তে যথানিয়মে গায়ত্রী জপ করিলেন। পরে তাঁহারা, অগ্নিহোত্র সমাধান-পূর্ব্বক সমাসীন বিশ্বামিত্রকে বন্দনা করিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৯॥

অনন্তর সেই দুই দেশকালাভিজ্ঞ দেশকালোচিত-বক্তৃতা-সম্পন্ন অরিদমন রাজনন্দন কৌশিক বিশ্বামিত্রকে এই কথা কহিলেন, "হে ভগবন্! কোন্ সময়ে সেই দুই রাক্ষস হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিতে হইবে, ইহা আমরা জানিতে বাসনা করি, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; যেন আমাদিগের

অজ্ঞাননিবন্ধন অনবধানতা-বশত সেই সময় অতিক্রান্ত না হয়।”

সেই দুই কাকুৎস্থ রাজনন্দন যুদ্ধার্থ সত্বর হইয়া এরূপ বলিলে, সেই সমস্ত মুনিরা প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা-পূর্ব্বক কহিলেন,“ হে রঘুনন্দনদ্বয়! এই মুনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়াছেন, ইনি অদ্যপ্রভৃতি ছয় দিবস মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন; তোমরা এই কয়েক দিবস ইহাঁকে রক্ষা কর।”

সেই দুই বীর্য্যশালী যশস্বী মহাধনুর্দ্ধারী রাজনন্দন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্নদ্ধ হইয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ছয় দিবসই তপোবন রক্ষা করেন,—তাঁহারা শত্রুদমন মুনিবর বিশ্বামিত্রের নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ক্রমে পাঁচ দিবস বিগত এবং ষষ্ঠ দিবস আগত হইলে, রাম লক্ষ্মণকে, “তুমি সসজ্জ হওত একাগ্রচিত্ত হইয়া থাক,” ইহা বলিলেন। রাম যুদ্ধাভিলাষে সত্বর হইয়া এরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে সেই যজ্ঞে ঋত্বিকেরা অগ্নি জ্বালিলেন। তখন দর্ভ, চমস, শ্রুক্, সমিৎ ও কুসুমসমুচ্চয়ে পরিব্যাপ্তা সেই বেদি উপাধ্যায়, পুরোহিত, ঋত্বিক্ এবং বিশ্বামিত্রের সহিত জাজ্বল্যমানা হইয়া উঠিল। তৎকালে সেই যজ্ঞও কল্পসূত্রোক্ত বিধানানুসারে বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল, এবং সেই অগ্নির ঘোরতর ভয়ানক শব্দ আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইল।

অনন্তর, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ গগন আচ্ছাদনপূর্ব্বক

ধাবমান হয়, সেইরূপ মারীচ ও সুবাহু, এই দুই রাক্ষস মায়া বিস্তার করত গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া সেই প্রদেশাভিমুখে ধাবমান হইল। পরে তাহারা ও তাহাদিগের ভয়ানকদর্শন অনুচরগণ তথায় আসিয়া রুধিরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাম সহসা সেই বেদির নিকট রুধিরসমূহ পতিত হইতে দেখিয়া তদভিমুখে ধাবনপূর্ব্বক আকাশে সেই নিশাচরদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাজীবলোচন রাম মারীচ ও সুবাহুকে সহসা অভিমুখে ধাবমান দেখিয়া লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে "লক্ষ্মণ! তুমি দেখ, আমি নিঃসংশয় এই দুর্ব্বৃত্ত পিশিতাশন রাক্ষসদিগকে, যেরূপ অনিলদ্বারা ঘনগণ কম্পিত হয়, সেইরূপ মানবাস্ত্রদ্বারা প্রকম্পিত করি, আমি ঈদৃশ রাক্ষসদিগকে হনন করিতে বাসনা করি না," এই কথা বলিলেন। রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ইহা বলিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া চাপে সন্ধানপূর্ব্বক মারীচের হৃদয়ে অতিবেগে অতিশ্রেষ্ঠ পরমভাস্বর মানব শর ক্ষেপণ করিলেন। মারীচ সেই মানব পরমাস্ত্র-দ্বারা সমাহত হইয়া শতযোজনবর্ত্তী সমুদ্রের মধ্যে পতিত হইল। তখন রাম শীতেষুনামক অস্ত্রে পীড়িত মারীচকে ঘূর্ণায়মান, অচেতন ও যুদ্ধনিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "তুমি দেখ, ঐ মানব—মনুপ্রযুক্ত শীতেষুনামক অস্ত্র মারীচকে বিমোহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহাকে প্রাণবিমুক্ত করিতেছে না। আমি এই সকল পাপকর্ম্মানুষ্ঠায়ী রুধিরপায়ী দুষ্টাচারী যজ্ঞবিঘ্নকারী নির্দ্দয় রাক্ষসদিগকেও বধ করিব।"

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া শীঘ্রকারিতা প্রদর্শন করত শীঘ্র সুমহৎ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সুবাহুর হৃদয়ে ক্ষেপণ করিলেন। সে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর পরমোদারস্বভাব মহাযশস্বান্ রঘুনন্দন রাম মুনিদিগের সন্তোষ সম্পাদন করত অবশিষ্ট রাক্ষস-দিগকে বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক হনন করিলেন। তিনি সেই সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে হনন করিয়া ঋষিগণ-কর্ত্তৃক, যেরূপ পূর্ব্বে মহেন্দ্র বিজয় লাভ করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পূজিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহাযশস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সমস্ত দিক্ নির্ব্বাধা দেখিয়া কাকুৎস্থ রামকে "হে মহাবাহু-সম্পন্ন বীর! তুমি গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলে,—তুমি এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সফল করিলে, অর্থাৎ আমি কৃতার্থ হইলাম," ইহা বলিয়া প্রসংশা করিলেন। পরে তিনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

অনন্তর বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ কৃতার্থতা লাভ করিয়া মুদিত হইয়া, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই রজনী যাপন করি-লেন। শবরী প্রভাতা হইলে, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া মিলিত হইয়া বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষি-দিগের নিকট গমন করিলেন। মধুরভাষী রাম ও লক্ষ্মণ পাবকের ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে এই সুমধুর সরল বাক্য বলিলেন, "হে মুনিশার্দ্দূল! আপনার

এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত; আপনার শাসনানুসারে আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনি অনুজ্ঞা করুন।”

তাঁহারা এরূপ বলিলে, সেই সমস্ত মহর্ষিরা বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রামকে এই কথা বলিলেন, “হে নরবর! মিথিলাধিপতি জনক রাজার পরমধর্ম্ম-সম্পাদক যজ্ঞ হইবে; আমরা সেই স্থানে যাইব, এবং তুমিও আমাদিগের সঙ্গে তথায় যাইবে; যেহেতু সেস্থানে একটি পরম অদ্ভুত রত্নস্বরূপ ধনু আছে, তাহা তোমার দেখা উচিত। হে নরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে যজ্ঞকালে সভাতে দেবতারা জনককে সেই ধনু প্রদান করিয়াছেন; সেই ধনু অপ্রমেয়বলসম্পন্ন, পরমভাস্বর ও অতিভয়ানক; দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস বা মানব, কেহই তাহাতে জ্যা রোপণ করিতে সমর্থ নন; অনেক মহীপতি মহাবলসম্পন্ন রাজনন্দনেরা সেই ধনুর বীর্য্য জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, কিন্তু কাঁহারও সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করিতে সামর্থ্য হয় নাই। হে কাকুৎস্থ রাজনন্দন! তুমি সেই স্থানে মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের সেই পরমাদ্ভুত যজ্ঞ ও সেই ধনু দেখিতে পাইবে। হে নরশার্দ্দূল! সেই মৈথিল জনক সমস্ত দেবতার নিকট সেই সুনাভ-নামক ধনু যজ্ঞফল চাহিয়া লন। হে রঘুবর! সেই নরপতির গৃহে যজনীয় দেবতাস্বরূপ সেই ধনু ধূপ, অগুরু ও অন্যান্য বিবিধ সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য-দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া আছে।”

মুনিবর কৌশিক বিশ্বামিত্র ঐরূপ বলিয়া তখনই ঋষিগণ, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত

হইলেন। তিনি বনদেবতাদিগকে "আমি এই সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধ হইয়া এস্থান হইতে হিমালয়-পর্ব্বত-বর্ত্তিনী জাহ্নবী নদীর উত্তর তীরে যাইতে উদ্যত হইয়াছি; তোমাদিগের মঙ্গল হউক," ইহা বলিয়া আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তপোধন-গণের সহিত উত্তরদিক্ উদ্দেশে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে গমনোদ্যত মুনিবর বিশ্বামিত্রের অনুসারী ব্রহ্মবাদী এত মহর্ষি অনুগমন করিলেন, যে, তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্র-প্রভৃতি সম্ভার-সমস্ত শত শকটে বাহিত হয়। এবং সিদ্ধাশ্রম-নিবাসী সমস্ত বৃহদাকার-সম্পন্ন মৃগ ও পক্ষীরাও তপোধন বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ গমন করিল। পরে বিশ্বামিত্র ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে সেই মৃগ ও পক্ষীদিগকে নিবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর সেই সকল অমিত-তেজস্বী মুনিরা সমাহিত হইয়া বহু দূর গমন করিয়া, দিবাকর অবনত হইলে, শোণা নদীর তীরে বাস করিলেন। দিনকর অস্তগত-প্রায় হইলে, তাঁহারা অবগাহন-পূর্ব্বক হুতাশনে হবন করিয়া বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করত উপবেশন করিলেন, এবং রামও লক্ষ্মণের সহিত সেই মুনিদিগকে অভিবাদন করিয়া ধীমান্ বিশ্বামিত্রের অগ্রে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী রাম কৌতূহলসমন্বিত হইয়া তপোনিধি মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দেশ সমৃদ্ধ বনে শোভিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা কোন্ প্রদেশ, তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি যথাতত্ত্ব নির্দ্দেশ করুন।"

মহাতপস্বী সুব্রতানুষ্ঠায়ী বিশ্বামিত্র রামবাক্যে নিযো-

জিত হইয়া ঋষিদিগের মধ্যে সেই প্রদেশের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

"সদ্ব্রতানুষ্ঠায়ী মহাতপস্বী মহাত্মা সজ্জনপূজক কুশ-নামক একজন প্রধান ব্রহ্মনন্দন ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা ভার্য্যা বৈদর্ভীতে কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজস ও বসু-নামক আত্মতুল্য মহাবল-সম্পন্ন চারিটি পুত্র জন্মাইলেন। কুশ সেই দীপ্তিশালী সত্যবাদী মহোৎসাহ-সম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্রদিগকে ক্ষাত্র ধর্ম্মের বৃদ্ধি করণাভিলাষে কহিলেন, 'তোমরা প্রজা পালন কর, তাহা করিলে, তোমাদিগের বিপুল ধর্ম্ম হইবে।'

"তৎকালে সেই চারি জন লোকসত্তম নরপালেরা কুশের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই নগর সন্নিবেশ করিলেন,—মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বী-নাম্নী নগরী সন্নিবেশ করিলেন; ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ মহোদয়-নামক নগর নির্ম্মাণ করিলেন; মহামতি অমূর্ত্তরজস ধর্ম্মারণ্য নামে নগর সন্নিবেশ করিলেন; এবং বসু রাজা গিরিব্রজ নামে শ্রেষ্ঠ পুর নির্ম্মাণ করিলেন। হে রাম! সেই গিরিব্রজ নগর মহাত্মা বসু-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, অতএব তাহার আর একটি 'বসুমতী' এই নাম হয়; এই প্রদেশ বসুমতীর অন্তর্বর্ত্তী। হে রাম! ঐ যে চতুর্দ্দিকে পাঁচটি পর্ব্বত প্রকাশমান হইতেছে; এই শোণা নদী ঐ পাঁচটি মুখ্য শৈলের মধ্য দেশ দিয়া রমণীয় মালার ন্যায় শোভমানা হইয়া

প্রবহমাণা হওত মগধ প্রদেশ দিয়া যাইতেছে, এজন্য ইহার আর একটি 'মাগধী' এই নাম বিখ্যাত হয়। হে রাম! এই মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরের পূর্ব্বদিক্ দিয়া বাহিতা হইতেছে, এবং ইহার উভয় পার্শ্বে শস্যশালী উত্তম উত্তম ক্ষেত্র-সকল মালার ন্যায় শোভমান রহিয়াছে।

"হে রঘুনন্দন! ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচী অপ্সরাতে এক শত শ্রেষ্ঠ-কন্যা জন্মাইলেন। হে রাঘব! ক্রমে সেই সমস্ত রূপবতী কন্যারা যৌবনশালিনী হইয়া একদা উত্তমাভরণে ভূষিতা হওত উদ্যানে গমন-পূর্ব্বক, যেরূপ বর্ষাকালে বিদ্যুৎ তিমিরাচ্ছন্ন জগৎ বিদ্যোতিত করে, সেইরূপ সেই উদ্যান বিদ্যোতিত করত বাদ্য, নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পৃথিবীতে যে রূপের তুলনা নাই, তাদৃশরূপ-সম্পন্না সেই সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গুণশালিনী নবযৌবনা কন্যারা পরম-প্রমুদিতা হইয়া, যেরূপ মেঘমধ্যে তারারা বিরাজমানা হয়, সেইরূপ সেই উদ্যানে বিরাজমানা রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া সর্ব্বাত্মা বায়ু তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, আমি তোমাদিগের সকলকে ভার্য্যা করিতে অভিলাষ করিতেছি; তোমরা মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও, দীর্ঘ আয়ু লাভ করিবে,—তোমাদিগের মৃত্যু হইবে না; বিশেষত মনুষ্যদিগের যৌবন নিয়ত চঞ্চল, তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে।'

"সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা বায়ুর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই শত কন্যারা তাঁহাকে উপহাস করত এই কথা বলিলেন, "হে সুরসত্তম দেব! আমরা সকলেই তোমার প্রভাব অব-

গত আছি! তোমার ত এইমাত্র প্রভাব, যে, তুমি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিয়া থাক! তবে কেন তুমি আমাদিগের অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা সকলে রাজর্ষি কুশনাভের তনয়া, আমরা এক্ষণই তোমাকে স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত করিতে পারি; তবে কেবল আমরা তপস্যা সংরক্ষণার্থ তোমাকে স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত করিতেছি না। রে দুর্ব্বুদ্ধে! পিতাই আমাদিগের প্রভু ও পরম-দেবতা; তিনি যাঁহারে আমাদিগকে প্রদান করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্ত্তা হইবেন। আমাদিগের এমত কাল উপস্থিত না হউক, যে কালে আমাদিগের কামবশত সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে প্রবৃত্তি হয়।'

"ভগবান্ প্রভু বায়ু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের শরীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক সমস্ত অবয়ব ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই সমস্ত কন্যারা বায়ু-কর্ত্তৃক ভগ্না হইয়া নরপতি কুশনাভের গৃহে সম্ভ্রম-পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা তথায় প্রবেশ করিয়া সলজ্জা ও সাশ্রুলোচনা হইয়া রহিলেন। তখন রাজা কুশনাভও সেই পরম-শোভনা দয়িতা কন্যাদিগকে ভগ্না ও দীনা দেখিয়া সম্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে 'হে পুত্রীগণ! তোমরা যে চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছ না! এ কি ব্যাপার,—কে ধর্ম্মকে অবমাননা করত তোমাদিগকে কুব্জা করিয়াছে, তাহা তোমরা বল,' এই কথা বলিলেন। তিনি এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক তুষ্ণী অবলম্বন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

"ধীমান্ কুশনাভের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই শত কন্যারা মস্তক-দ্বারা চরণ স্পর্শ-পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে রাজন্! সর্ব্বাত্মা বায়ু ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অশুভ মার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক আমাদিগকে ধর্ষণা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমরাও তাহাকে "আমাদিগের পিতা আছেন, সুতরাং আমরা স্বাধীনা নহি; যদি পিতা তোমারে আমাদিগকে প্রদান করেন, তবে আমরা তোমারই হইব; তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি পিতার নিকট আমাদিগকে প্রার্থনা কর," এই কথা বলিয়াছিলাম। সেই পাপানুবন্ধী বায়ু আমাদিগের উক্ত বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সকলকেই ভগ্ন করিয়াছে।'

"মহাতেজস্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা কুশনাভ সেই শত শ্রেষ্ঠ-কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে পুত্রীগণ! তোমরা যে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া আমার কুল অবেক্ষা করিয়াছ, এবং দুর্নিবার্য্য রোষবেগ সহ্য করিয়াছ, ইহাতে তোমাদিগের সুমহৎ কার্য্য করা হইয়াছে। হে পুত্রীগণ! ক্ষমাবান্ ব্যক্তিদিগের ক্ষমা অবশ্যই কর্ত্তব্য; যেহেতু ক্ষমা, স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই অলঙ্কার; ক্ষমাই দান; ক্ষমাই সত্য; ক্ষমাই যজ্ঞ; ক্ষমাই যশস্করী; ক্ষমাই ধর্ম্ম; এবং ক্ষমাতেই জগৎ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে কন্যাগণ! তোমাদিগের সকলের যেরূপ নির্ব্বিশেষ ক্ষমা, এরূপ ক্ষমা দেবগণেও দেখা যায় না।'

"হে কাকুৎস্থ! দেবতুল্য-বিক্রম-সম্পন্ন রাজা কুশনাভ ঐরূপ বলিয়া কন্যাদিগকে বিদায় দিলেন। পরে মন্ত্রণা-

ভিজ্ঞ রাজা কুশনাভ মন্ত্রীদিগের সহিত কন্যা-দান-বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; যেহেতু পিতার দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত পাত্রে কন্যা প্রদান করা উচিত।

"হে রাম! ঐ কালে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা কাম্পিল্যা পুরীতে, যেরূপ স্বর্গে দেবরাজ মহেন্দ্র পরম শোভান্বিত হইয়া অধিবসতি করেন, সেইরূপ পরম শোভান্বিত হইয়া বাস করিতেন। ইনি মহর্ষি চূলীর পুত্র।—যে কালে ঊর্দ্ধ-রেতা শুভাচারী মহাত্যুতিশালী মহর্ষি চূলী ব্রহ্মবিষয়ক তপস্যা করিতেছিলেন, সেই কালে সোমদা নামে ঊর্ম্মিলা-নন্দিনী গন্ধর্ব্বী তাঁহার সেবা করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মিষ্ঠা গন্ধর্ব্বী প্রণতা হইয়া সেই ঋষির শুশ্রূষা করত বহু কাল তথায় বাস করিয়াছিল। হে রঘুনন্দন! কাল-ক্রমে সেই গৌরব-সম্পন্ন মহর্ষি তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে 'আমি তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক,—আমি তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করি, তাহা তুমি নির্দ্দেশ কর,' এই সময়োচিত বাক্য বলিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা-সম্পন্না গন্ধর্ব্বী বাগ্মিবর মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট জানিয়া পরম-প্রীতি লাভ করিয়াছিল, এবং 'আপনি মহাতপস্বী, ব্রহ্মভূত ও ব্রহ্মসম্বন্ধিনী-লক্ষ্মীসমন্বিত; আমি আপনার নিকট ব্রাহ্মতপোযুক্ত সুধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিতে বাসনা করি; আপনি ব্রাহ্ম্য নিয়মে আমাকে তাদৃশ পুত্র প্রদান করুন; ইহাতে আপনার অমঙ্গল হইবে না, প্রত্যুত মঙ্গলই হইবে, যেহেতু আমার পতি নাই,—আমি কাহারও ভার্য্যা নহি, বিশেষত আপনার

অনুগতা হইয়াছি,' এই কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি চূলী তাহার বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মতপঃসমন্বিত অতিশ্রেষ্ঠ মানস পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

"হে কাকুৎস্থ! তৎকালে সেই সুধার্ম্মিক রাজা কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকেই শত কন্যা দান করিতে নিশ্চয় করিলেন। মহাতেজস্বী মহীপতি কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকে আহ্বান করিয়া সুপ্রীত মানসে তাঁহাকে সেই শত কন্যা দান করিলেন। হে রঘুনন্দন! সেই দেবপতি-তুল্য-প্রভাব-সম্পন্ন মহীপাল ব্রহ্মদত্তও যথাক্রমে তাঁহাদিগের পাণি গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদিগের পাণি স্পর্শ করিবামাত্র, তখনই তাঁহারা বিকুব্জা, বিগতজ্বরা ও পরমশোভা-সম্পন্না হইয়া প্রকাশমানা হইলেন। মহীপতি কুশনাভ কন্যাদিগকে বায়ুকৃত-দোষ-বিমুক্তা দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন, এমন কি! তাঁহার অন্তরে পুনঃপুন প্রীতিবৃত্তি উদিতা হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কৃতোদ্বাহ মহীপতি সপত্নীক ব্রহ্মদত্ত রাজাকে উপাধ্যায়গণের সহিত বিদায় করিলেন। সোমদা গন্ধর্ব্বী পুত্রকে এবং পুত্রের উপযুক্ত-দারক্রিয়া অবলোকন করিয়া আনন্দ-সহকারে কুশনাভ রাজাকে প্রশংসা-পূর্ব্বক যথাক্রমে সেই সকল স্নুষাদিগকে স্পর্শ করত' অভিনন্দন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

"হে রঘুনন্দন! সেই রাজা ব্রহ্মদত্ত কৃতোদ্বাহ হইয়া

গমন করিলে, অপুত্রক রাজা কুশনাভ পুত্র লাভার্থ পুত্রেষ্টি যাগ করিলেন। তখন সেই পুত্রেষ্টি যাগ প্রবর্ত্তিত হইলে, পরমোদার-চরিত্র ব্রহ্মনন্দন কুশ তথায় আসিয়া মহীপতি কুশনাভকে ' হে পুত্র! তোমার সদৃশ সুধার্ম্মিক পুত্র হইবে,—তুমি গাধি নামে পুত্র প্রাপ্ত হইবে, এবং সেই পুত্রদ্বারা লোকে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবে,' এই কথা বলিয়া আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

"অনন্তর কিছু কাল বিগত হইলে, ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইল। হে রঘুনন্দন! সেই পরম ধার্ম্মিক গাধি আমার পিতা; আমি কুশবংশে সম্ভূত হইয়াছি, অতএব আমি 'কৌশিক' বলিয়া বিখ্যাত। হে রাঘব! সুব্রতানুষ্ঠায়িনী সত্যবতী-নাম্নী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঋচীকের পত্নী; সেই পরমোদারা কৌশিকী স্বামীর অনুগামিনী হইয়া স্বর্গ লোকে যাইয়া মহানদী-রূপে পরিণতা হয়েন,—সেই আমার ভগিনী লোকের হিতনিমিত্ত রমণীয়া পুষ্পান্বিত-জল-সম্পন্না দিব্যা নদী হইয়া হিমালয় পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া প্রবহমাণা হয়েন। সেই আমার ভগিনী নদী-প্রবরা মহাভাগা পতিব্রতা কৌশিকী সত্যবতী অতিপুন্যজননী ও সত্যধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাকারিণী; অতএব আমি তাঁহার প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে নিয়ত সুখে বাস করিয়া থাকি। হে রঘুনন্দন রাম! আমি নিয়ম-বশত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া তোমার প্রভাবে সিদ্ধ হইয়াছি।

"হে মহাবাহু-সম্পন্ন রাম! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে এই দেশের এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি-বিবরণ এই আমি কীর্ত্তন করিলাম। হে কাকুৎস্থ! আমার এই কথা বলিতে বলিতে অর্দ্ধরাত্র সময় প্রায় বিগত হইল,—সার্দ্ধৈক প্রহর কাল অতীত হইয়াছে,—তরু সকল নিষ্পন্দ, মৃগ ও পক্ষীরা স্তব্ধ, দিক্ সকল নিশাসম্ভূত-তমোব্যাপ্ত এবং নভোমণ্ডল নক্ষত্র ও তারাগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া সহস্রাক্ষের ন্যায় নেত্র-পরিবৃত ও তজ্জ্যোতিতে অবভাসিত হইয়াছে; লোক-তমো-নিবারণ শীতকিরণ চন্দ্র স্বকীয় প্রভাতে লোকস্থ প্রাণীদিগের মন প্রসন্ন করত উদিত হইতেছেন; এবং যক্ষ ও রাক্ষস-প্রভৃতি পিশিতাশী রাত্রিঞ্চর রৌদ্র প্রাণীরা ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। হে রঘুনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি নিদ্রা যাও, যেন আমাদিগের কল্য পথে অনিদ্রানিবন্ধন ব্যাঘাত না ঘটে।"

মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই কথা বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। তখন সেই সমস্ত মুনিরা তাঁহাকে "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন করিলেন, এবং "হে মহাযশস্বি-বিশ্বামিত্র! এই কৌশিক-বংশ নিয়ত অতীব ধর্ম্ম-নিরত,—যাঁহারা এই বংশে সম্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা, নরোত্তম ও সদাচারে ব্রহ্মোপম; বিশেষত নদীপ্রবরা কৌশিকী সত্যবতী এবং আপনি আপনাদিগের কুলের অতীব খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন। শ্রীমান্ কুশনন্দন বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত মুনিবর-কর্ত্তৃক প্রশস্ত হইয়া অস্তগত আদিত্যের

ন্যায় নিদ্রিত হইলেন। এবং রাম ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও কিঞ্চিদ্বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মুনিশার্দ্দল বিশ্বামিত্রকে প্রশংসা করিয়া নিদ্রা লাভ করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত মহর্ষিদিগের সহিত শোণা নদীর তীরে অবশিষ্ট-রজনী অতিবাহন করিয়া নিশাবসানে রামকে বলিলেন, "হে রাম! রজনী প্রভাতা ও প্রাতঃসন্ধ্যা-সময় উপস্থিত হইয়াছে; তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি গাত্র উত্থান কর, এবং যাইতে উদ্যত হও।"

রাম বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাধানান্তে যাইতে উদ্যত হইয়া বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "এই পুলিন-মণ্ডিতা শুভজলা শোণা নদী অতীব অগাধ-জল-শালিনী; সুতরাং কোন্ পথ দিয়া আমাদিগকে ইহার পারে যাইতে হইবে?"

বিশ্বামিত্র রাম-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "ঐ যে পথ দিয়া মহর্ষিরা যাইতেছেন, উহাই আমার নির্দ্দিষ্ট পথ।"

অনন্তর তাঁহারা বহু দূর গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কালে সরিদ্বরা মুনিসেবিতা জাহ্নবী নদী দেখিতে পাইলেন। সেই সমস্ত মুনিরা রাঘবের সহিত সেই হংস-সারস-সেবিতা পুণ্য-জলা জাহ্নবী নদী অবলোকন করিয়া মুদিত হইলেন। তাঁহারা সকলে সেই নদীর তীরে বাস-পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত শুভাচারী মহর্ষিরা মুদিত-মানস হইয়া

অবগাহন-পূর্ব্বক যথান্যায়ে অগ্নিহোত্র হবন, দেব ও পিতৃগণ সন্তর্পণ এবং অমৃততুল্য হবি ভক্ষণ করিয়া উপবেশন করিলেন,—তাঁহারা মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে পরিবৃত করিয়া চতুর্দ্দিকে যথান্যায়ে উপবিষ্ট হইলেন। এবং রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণও যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম সম্প্রহৃষ্ট-মানস হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে ভগবন্! ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নদী কি প্রকারে ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছেন, ইহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামবাক্যে নিযোজিত হইয়া গঙ্গার জন্ম ও ত্রৈলোক্য ব্যাপিয়া গমন-বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন, "হে রাম! সমস্ত ধাতুর আকর হিমবান্ নামে এক মহান্ পর্ব্বতরাজ আছেন; তিনি সুমধ্যমা মেরুদুহিতা মেনানাম্নী মনোজ্ঞা প্রেয়সী পত্নীতে দুইটি কন্যা লাভ করেন, ভূমণ্ডলে তাঁহাদিগের রূপের তুলনার স্থান নাই। হে রাঘব! সেই হিমবান্ পর্ব্বতের সেই পত্নীতে এই গঙ্গা জ্যেষ্ঠা ও উমা নামে আর একটি কনিষ্ঠা তনয়া উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

"অনন্তর সমস্ত দেবতারা দেব-কার্য্য-সাধনেচ্ছু হইয়া শৈলশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠা নন্দিনী ত্রিপথগামিনী নদী গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন। হিমবান্ পর্ব্বতও ত্রৈলোক্যের হিতাভিলাষী হইয়া লোকপাবনী স্বচ্ছন্দগামিনী স্বীয় তনয়া গঙ্গাকে যথাধর্ম্মে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত ত্রিলোক-হিতাকাঙ্ক্ষী দেবেরা ত্রৈ-

লোক্য-হিতনিমিত্ত গঙ্গাকে প্রতিগ্রহ করিয়া কৃতার্থান্ত-রাত্মা হইলেন, এবং গঙ্গাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

"হে রঘুনন্দন! সেই হিমালয় পর্ব্বতের উমানামে যে আর একটি কন্যা ছিলেন, তিনি তপোধনা হইয়া অত্যুগ্র শোভন ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক কিছুকাল তপস্যা করেন। অনন্তর শৈলরাজ হিমালয় অপ্রতিম-রূপসম্পন্ন রুদ্র দেবকে সেই উগ্রতপোযুক্তা সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

"হে রাঘব! এই শ্রেষ্ঠা সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা সরিৎ-প্রবরা গঙ্গা ও সেই উমা দেবী সেই শৈলরাজের তনয়া। হে গতি-মৎ-প্রবর তাত! যেরূপে সেই ত্রিপথগামিনী পাপবিনাশন-জল-শালিনী গঙ্গা নদী প্রথমত আকাশ-মার্গ অবলম্বন করিয়া সুরলোকে সমারোহণ করেন, তৎসমুদায় বিবরণ এই আমি বর্ণন করিলাম।"

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র সেইরূপ বলিলে, রঘুনন্দন বীর্য্য-সম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ, উভয়েই তাঁহার সেই কথা অভিনন্দন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মন্! আপনি এই ধর্ম্মযুক্ত পরমাদ্ভুত আখ্যান কীর্ত্তন করিলেন; পরন্তু সেই হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী লোকপাবনী সরিদ্বরা গঙ্গা কিহেতু তিন পথ প্লাবিত করেন, এবং কি কি প্রকারে তিন লোক দিয়া প্রবহমাণা হওত 'ত্রিপথগামিনী' বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন, ইহা আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন

করুন; আপনি দৈব ও মানুষ-সম্ভূত সমস্ত বিবরণই সবিস্তারিত অবগত আছেন।”

তাঁহারা ঐরূপ বলিলে, তপোধন বিশ্বামিত্র ঋষিগণমধ্যে সেই কথা আদ্যন্ত সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন, “হে রাম! পূর্ব্বে মহাতেজস্বী ভগবান্ শিতিকণ্ঠ বিবাহান্তে একদা দেবীকে দেখিয়া রমণ করিতে উপক্রম করিলেন। হে পরন্তপ রাম! সেই ধীমান্ মহাদেব শিতিকণ্ঠ দেবের রতিক্রীড়া করিতে করিতে দেবপরিমিত শত বর্ষ বিগত হইল, তথাপি তাঁহার সেই দেবীতে পুত্রোৎপত্তি হইল না, অর্থাৎ তাঁহার বীর্য্য-পাত হইল না।

“হে পরন্তপ! তৎকালে পিতামহ-প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা ‘এই বীর্য্যে যে প্রাণী উৎপন্ন হইবে, কে তাহাকে ধারণ করিবে?’ এরূপ বিচার করিয়া অভ্যুদ্যুক্ত হইয়া মহাদেবের নিকট অভিগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণামানন্তর এই কথা বলিলেন, ‘হে লোক-হিত-নিরত দেবদেব মহাদেব! আপনি দেবতাদিগের প্রণিপাতে প্রসন্ন হউন। হে সুরসত্তম! এই সমস্ত লোক আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না, সুতরাং আপনার তেজে সমুদায় লোকের বিনাশসম্ভাবনা; সম্প্রতি আপনারও এই সমস্ত লোক বিনাশ করা উচিত নয়; অতএব আপনি ব্রাহ্ম-তপো-যুক্ত হইয়া দেবীর সহিত তপস্যা আচরণ করুন,—আপনি ত্রৈলোক্যের হিত-নিমিত্ত স্বীয় তেজে তেজ ধারণ করুন, এবং সমস্ত লোক রক্ষা করুন।’

“সর্ব্বলোকমহেশ্বর মহাদেব দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ

করিয়া 'তাহাই করিব,' বলিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলেন, 'হে সুরসত্তম দেবগণ! আমি উমার সহিত স্বীয় তেজেই তেজ ধারণ করিব, তোমরা নির্ব্বাণ লাভ কর, এবং পৃথিবীও নির্ব্বৃতি লাভ করুক; কিন্তু আমার যে এই অনুত্তম তেজ স্বস্থান হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কে ধারণ করিবে, ইহা তোমরা নির্দ্দেশ কর।'

"তখন দেবতারা বৃষভধ্বজ-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে 'এক্ষণ আপনার যে তেজ ক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী ধারণ করিবে,' এই কথা বলিলেন। মহাবল সুরপতি মহাদেবও দেবগণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া বীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। সেই তেজে পৃথিবী গিরি ও কাননের সহিত পরিব্যাপ্তা হইয়া পড়িল। তখন দেবতারা হুতাশনকে 'তুমি বায়ুর সহ মিলিত হইয়া ঐ রৌদ্র সুমহৎ তেজে প্রবিষ্ট হও,' এই কথা বলিলেন। অগ্নিও দেবগণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। অথন সেই বীর্য্য অগ্নি-কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া শ্বেত পর্ব্বত-রূপে পরিণত হইল, এবং সেই পর্ব্বতে পাবক ও আদিত্য-তুল্য জাজ্বল্যমান দিব্য শরবণ উৎপন্ন হইল; সেই শরবণে মহাতেজস্বী অগ্নিনন্দন কার্ত্তিকেয় জন্ম লাভ করেন। পরে দেবতারা ঋষিগণের সহিত অতীব প্রীতমানস হইয়া শিব ও উমাকে পূজা করিলেন।

"হে রাম! অনন্তর শৈলনন্দিনী উমা সমন্যু হইয়া ক্রোধসংরক্ত লোচনে 'যেহেতু, আমি পুত্রকামনা করিয়া স্বামীর সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলাম, তোমরা আমার সেই

অভিলাষ বিফল করিলে; অতএব অদ্য-প্রভৃতি তোমরা স্বীয় পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে না,—তোমাদিগের পত্নীরা অপত্য লাভ করিবে না,' এই কথা বলিয়া দেবতাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি দেবতা সকলকে ঐরূপ শাপ দিয়া পৃথিবীকেও অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'হে দুর্ব্বুদ্ধি-পৃথিবি! যেহেতু তুমি আমার পুত্র হওয়া ইচ্ছা করিলে না, অতএব তুমি আমার ক্রোধে কলুষীকৃতা হইয়া বহুভার্য্যা ও বহুরূপা হইবে, এবং কখন পুত্রনিবন্ধন সুখ লাভ করিবে না।'

"অনন্তর সুরপতি মহাদেব সেই দেবতাসকলকে পীড়িত দেখিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বস্থ শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া উমার সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে রাম! কনিষ্ঠা শৈলনন্দিনীর প্রভাব বিস্তারিত রূপে এই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণ গঙ্গার প্রভাব বলিতেছি, তুমি লক্ষ্মণের সহিত শ্রবণ কর।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

"হে রাম! দেবদেব মহাদেব তপস্যা করিতে লাগিলে, ইন্দ্র ও অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা সেনাপতি ঈপ্সা করিয়া ভগবান্ পিতামহের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'হে বিধানজ্ঞ দেব! ইতঃপূর্ব্বে যে ভগবান্ দেব আমাদিগকে সেনাপতি প্রদান করিয়াছেন, সেই দেব এক্ষণ মৌনী হইয়া তপস্যা করিতেছেন; সম্প্রতি

আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি সমস্ত লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিধান করুন, আপনিই আমাদিগের পরম-গতি।’

“সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ব্রহ্মা দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, ‘শৈলনন্দিনী তোমাদিগকে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা সত্য, কখন অমোঘ হইবে না, ইহাতে সংশয় নাই ; এই আকাশ-গঙ্গা, ইহাতে হুতাশন অরিদমনকারী দেবসেনা-পতি পুত্র উৎপন্ন করিবেন। শৈলেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা নন্দিনা গঙ্গা সেই পুত্রকে সম্মানে রাখিবেন ; এই ব্যাপার উমা-দেবীরও বহুমত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।’

“হে রঘুনন্দন রাম! সমস্ত দেবেরা পিতামহের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক পূজা করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত দেবতারা ধাতুমণ্ডিত কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া অগ্নিকে ‘হে মহাতেজস্বি-হুতাশন দেব! তুমি দেবগণের এই কার্য্য সমাধান কর,—তুমি শৈলনন্দিনী গঙ্গাতে বীর্য্য পরিত্যাগ কর,’ এই কথা বলিয়া পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলেন। পাবকও দেবতাদিগের নিকট তৎসম্পাদনে প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গার নিকট যাইয়া তাঁহাকে ‘হে দেবি! তুমি দেবতাদিগের প্রিয় এই গর্ব্ভ ধারণ কর,’ এই কথা বলিলেন। গঙ্গা দেবী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য রূপ ধারণ করিলেন। হে রঘুনন্দন! পাবক দেব তাঁহার সেই মহিমা অবলোকন করিয়া বীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং সেই বীর্য্যে গঙ্গা দেবীকে সর্ব্বতো-

ভাবে অভিষিক্তা করিলেন; সেই বীর্য্যে গঙ্গার সমস্ত নাড়ী পরিব্যাপ্তা হইয়া পড়িল। অনন্তর গঙ্গা সমস্ত দেবের পুরোগামী হুতাশনকে 'হে দেব! আমি তোমার সেই অগ্নিময় তেজে দহ্যমানা হইয়া ব্যথিতচেতনা হইয়াছি; তোমার সেই অত্যুগ্র তেজ ধারণ করিতে আমার শক্তি নাই,' এই কথা বলিলেন। পরে, লোকেরা দেবগণের উদ্দেশে যে যে দ্রব্য হবন করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত-ভক্ষণকারী অগ্নি গঙ্গাকে 'হিমালয়ের এই পার্শ্বেই এই গর্ব্ভ সন্নিবেশ কর,' এই কথা বলিলেন। হে অনঘ! গঙ্গা দেবী অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া তখনই সমস্ত নাড়ী হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক সেই মহাতেজস্বী অতিভাস্বর গর্ব্ভ পরিত্যাগ করিলেন।

"হে রঘুনন্দন পুরুষব্যাঘ্র! সেই গর্ব্ভ গঙ্গা-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তাহার তেজে সেই পর্ব্বতের সেই প্রদেশস্থ সমস্ত বন অভিরঞ্জিত হইয়া সুবর্ণবর্ণ হইয়া পড়িল; এইজন্যই তৎকালাবধি হুতাশন-তুল্য প্রভাশালী সুবর্ণ 'জাতরূপ' বলিয়া বিখ্যাত হয়। গঙ্গার উদর হইতে নির্গত সেই গর্ব্ভের সুতপ্ত-জাম্বূনদতুল্য-প্রভাসম্পন্ন অতিরিক্ত তেজ ধরণীতে পতিত হইয়া তত্রত্য দ্রব্য-সহযোগে নানাবিধ ধাতু-রূপে পরিণত হইল,—তাহা কোন বস্তু-সহযোগে কাঞ্চন-রূপে, কোন বস্তু-সহযোগে অতুল্যপ্রভ রজত-রূপে এবং কোন কোন কঠিন বস্তু-সহযোগে লৌহ ও তাম্র-রূপে এবং তাহার মল ত্রপু ও সীসকরূপে পরিণত হইল।

"অনন্তর ক্রমে সেই গর্ব্ভ হইতে কুমার উৎপন্ন হইলে, ইন্দ্র ও মরুদ্গণ-প্রভৃতি দেবতারা সেই কুমারকে ক্ষীরপান

করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকাদিগকে নিয়োগ করিলেন। কৃত্তিকারাও 'এইটি আমাদিগের সকলেরই পুত্র,' এরূপ অবধারণ করিয়া সেই কুমারের উৎপত্তির অব্যবহিত কালের পরই তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করেন। পরে সমস্ত দেবতারা তাঁহাদিগকে 'তোমাদিগের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোক-মধ্যে বিখ্যাত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই,' এই কথা বলিলেন। কৃত্তিকারা দেবতাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উমা ও মহেশ্বরের প্রচ্যুত বীর্য্যে গঙ্গার উৎসৃষ্ট গর্ব্ভে উৎপন্ন এবং অনলের ন্যায় পরম তেজস্বী সেই দুঃস্পার্শনীয় কুমারকে স্নান করাইলেন। হে কাকুৎস্থ! তখন দেবেরা, যেহেতু সেই অনলতুল্য-তেজস্বী মহাবাহু কার্ত্তিকেয় উমা ও মহেশ্বরের স্কন্ন (স্খলিত) বীর্য্যে গঙ্গার উৎসৃষ্ট গর্ব্ভে জন্ম লাভ করেন, অতএব তাঁহাকে 'স্কন্দ' এই নামেও কীর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর সেই ছয় কৃত্তিকারই স্তনে অত্যুত্তম দুগ্ধ উৎপন্ন হইল, তখন কার্ত্তিকেয় ষড়ানন হইয়া তাঁহাদিগের সকলেরই স্তন্য দুগ্ধ পান করিলেন। সেই মহাদ্যুতিশালী বিভু কার্ত্তিকেয় এক দিন দুগ্ধ পান করিয়াই, তৎকালে সুকুমার-শরীর হইয়াও, স্বীয় বীর্য্যে দৈত্যসৈন্য-গণকে পরাজিত করিলেন; অতএব অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবেরা মিলিত হইয়া তাঁহাকে দেবসেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন।

"হে রাম! গঙ্গার বিস্তারিত আকাশ-গমন-বিবরণ এবং যশস্য ও পুণ্য কুমারোৎপত্তি-বিবরণ এই আমি কীর্ত্তন করিলাম। হে কাকুৎস্থ! পৃথিবীতে যে মানব কার্ত্তিকেয়ের

ভক্ত হন, তিনি ইহ লোকে আয়ুষ্মান্ হন, এবং দেহ ত্যাগ করিয়া স্কন্দ-লোকে গমন করেন।”

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

কৌশিক বিশ্বামিত্র কাকুৎস্থ রামকে মধুরাক্ষর-সমন্বিত সেই বাক্য বলিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে রাম! পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা বীর সগর নামে নরপতি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন; তাঁহার সত্যবাদিনী বৈদর্ভ-নন্দিনী কেশিনী নামে ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা পত্নী এবং সুপর্ণ-ভগিনী কশ্যপনন্দিনী সুমতি নামে কনিষ্ঠা পত্নী ছিলেন। সেই মহারাজ সগরের পুত্র ছিল না, এজন্য তিনি সেই দুই পত্নীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া ভৃগুর অধিষ্ঠিত তত্রত্য প্রস্রবণ-সমীপে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত বর্ষ পূর্ণ হইলে, সত্যানুষ্ঠায়িপ্রবর ভৃগু মুনি সগর-কর্ত্তৃক তপো-দ্বারা সম্যক্ আরাধিত হইয়া তাঁহাকে এরূপ বর প্রদান করিলেন, ‘হে অনঘ পুরুষশার্দ্দূল! তুমি অনেক অপত্য লাভ করিবে, এবং সেই সকল পুত্রের দ্বারা তোমার লোকে অপ্রতিমা কীর্ত্তি হইবে; হে তাত! তোমার এক পত্নী একটি বংশকর পুত্র লাভ করিবেন, এবং আর একটি পত্নী ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্মাইবেন।’

“তখন সেই নরব্যাঘ্র ভৃগু ঐরূপ বর প্রদান করিলে, সেই দুই রাজমহিষী পরমপ্রীতি-সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রসাদন করিয়া এই কথা বলিলেন, ‘হে ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য সত্য হউক্; পরন্তু কাহার এক পুত্র হইবে,

এবং কে বহু পুত্র জন্মাইবে, ইহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।'

পরম ধার্ম্মিক ভৃগু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এই পরম শোভন বাক্য বলিলেন, 'এবিষয়ে তোমাদিগের স্বেচ্ছাই মূল,—তোমাদিগের ইচ্ছানুসারেই একের বংশকর এক পুত্র ও অপরের মহাবল মহোৎসাহ-সম্পন্ন কীর্ত্তিমান্ বহু পুত্র হইবে; তোমরা কে কি বর প্রার্থনা কর?'

"হে রঘুনন্দন রাম! ভৃগু মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি সগরের সন্নিধানেই তাঁহার নিকট কেশিনী বংশকর এক পুত্র গ্রহণ করিলেন, এবং সুপর্ণভগিনী সুমতি ষষ্টি সহস্র মহোৎসাহ-সম্পন্ন কীর্ত্তিশালী পুত্র গ্রহণ করিলেন। হে রঘুনন্দন! সগর রাজা ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত সেই ভৃগু ঋষিকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ মস্তকে প্রণাম করিয়া স্বীয় পুরে গমন করিলেন।

"অনন্তর কিছু কাল বিগত হইলে, সেই নরপতি সগরের জ্যেষ্ঠা পত্নী কেশিনী তাঁহার ঔরসে অসমঞ্জ নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মাইলেন। হে নরব্যাঘ্র! সুমতিও তুম্বাকার গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন; সেই তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্টি সহস্র পুত্র নিঃসৃত হইল। তখন ধাত্রীরা সেই পুত্রদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে রাখিয়া সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে দীর্ঘ কালে সেই সকল পুত্রেরা যৌবন লাভ করিল,—সগরের সেই ষষ্টি সহস্র পুত্রই দীর্ঘ কালে যৌবন-সম্পন্ন ও প্রশস্তরূপশালী হইল।

"হে রঘুনন্দন! সেই নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সগরনন্দন অসমঞ্জ বালকদিগকে গ্রহণ-পূর্ব্বক সরযূ নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া হাস্য করিত। সেই পুত্র এতাদৃশ পাপাচারী সজ্জনবাধক ও পৌরবর্গের অহিত-নিরত হইলে, পিতা সগর তাহাকে পুর হইতে নির্ব্বাসন করিলেন। সেই অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্ সমস্ত লোকেরই সম্মত ও সমস্ত লোকের নিকটেই প্রিয়-বাদী হইলেন।

"হে নরশ্রেষ্ঠ! ক্রমে বহু কাল বিগত হইলে, সগরের 'আমি যাগ করিব,' এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইল। পরে সেই বেদজ্ঞ রাজা উপাধ্যায়গণের সহিত যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করিয়া যাগ করিতে উপক্রম করিলেন।"

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

যজ্ঞোপক্রম-কথাবসানে রঘুনন্দন রাম প্রদীপ্তানল-তুল্য-তেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক,—আমার পূর্ব্ব পুরুষ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করেন, তাহা আমরা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আপনি নির্দ্দেশ করুন।"

বিশ্বামিত্র সেই কাকুৎস্থ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌ-তূহল-সমন্বিত হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাম! আমি মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বিবরণ বিস্তা-

রিত রূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরবর! শঙ্করের শ্বশুর হিমবান্ নামে বিখ্যাত পর্ব্বতরাজ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বত, ইহাঁরা পরস্পর উচ্চতায় সাম্য লাভ করিয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে নরব্যাঘ্র! সেই দুই পর্ব্বতের মধ্য প্রদেশে নরপতি সগরের যজ্ঞ হইয়াছিল, যেহেতু সেই প্রদেশ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রশস্ত। হে তাত কাকুৎস্থ! দৃঢ়ধন্বা মহারথ অংশুমান্ সগরের মতানুসারে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সংরক্ষণার্থ তাহার অনুসরণ করিলেন।

"অনন্তর সেই যজ্ঞে অশ্বালম্ভনের দিবস উপস্থিত হইল। সেই দিনে বাসব যজমান সগরের সেই যজ্ঞ বিঘাতার্থ রাক্ষস-তনু অবলম্বন করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই মহাত্মা যজমান সগরের সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, সমস্ত উপাধ্যায়েরা তাঁহাকে কহিলেন, 'হে কাকুৎস্থ! অদ্য অশ্বালম্ভনের দিবস! অদ্য এই যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইল! হে রাজন্! এই যজ্ঞচ্ছিদ্র আমাদিগের সকলেরই অশিবদায়ক হইবে, সুতরাং এরূপ বিধান করুন, যাহাতে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়,—আপনি অশ্বহর্ত্তাকে শীঘ্র বধ করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করুন।'

"সেই ভূপতি সগর উপাধ্যায়গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সভাতেই ষষ্টি সহস্র পুত্রকে এই বাক্য বলিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক,—এই মহাক্রতু অশ্বমেধ মন্ত্রশুদ্ধ মহাভাগ মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইতেছে, সুতরাং এই যজ্ঞে রাক্ষসদিগের সঞ্চার হইতে

পারে, এরূপ বোধ হয় না; অতএব বোধ হইতেছে, যে, কোন দেবই সেই অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন; তোমরা যাও, এবং সেই অশ্বহর্ত্তাকে অনুসন্ধান কর,—তোমরা আমার অনুজ্ঞানুসারে সেই অশ্বহর্ত্তাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে, যেপর্য্যন্ত সেই অশ্ব দেখিতে না পাও, সেপর্য্যন্ত সমুদ্রমালিনী সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ কর, এবং সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া যদি সেই অশ্বহর্ত্তাকে না পাও, তবে রসাতল অন্বেষণার্থ প্রত্যেকে এক এক যোজন-বিস্তীর্ণ ভূভাগ খনন করিও। আমি দীক্ষিত হইয়াছি, সুতরাং যেপর্য্যন্ত সেই অশ্ব দেখিতে না পাই, সেপর্য্যন্ত আমি উপাধ্যায়বর্গ ও পৌত্রের সহিত এই স্থানেই থাকিব। তোমাদিগের মঙ্গল হউক।'

"হে রাম! সেই সমস্ত মহাবলশালী পুরুষব্যাঘ্র রাজনন্দনেরা পিতার নিদেশ-বাক্যে প্রহৃষ্ট মানসে ভূমণ্ডল অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। তাঁহারা পৃথিবীতে সেই অশ্বহর্ত্তাকে দেখিতে না পাইয়া রসাতল অন্বেষণার্থ প্রত্যেকে এক এক যোজন-বিস্তীর্ণ ভূভাগ বজ্রতুল্য-কঠিনস্পর্শ-সমন্বিত বিবিধায়ুধ-যুক্ত হস্ত-দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন। হে দুরাধর্ষ রঘুনন্দন! তখন বসুমতী অশনিকল্প সুদারুণ হল ও শূল-দ্বারা ভিদ্যমানা হইয়া নাদ করিতে আরম্ভ করিলেন,—নাগ, অসুর, রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীরা সগরনন্দনগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হে রঘুনন্দন রাম! সেই সমস্ত সগরনন্দনেরা অত্যুত্তম রসাতল অন্বেষণার্থ এক বারে ষষ্টিসহস্র-যোজন-পরিমিত ভূভাগ

খনন করিলেন। হে নৃপশার্দ্দূল! সেই নৃপনন্দনেরা নিবিড়পর্ব্বতাচ্ছন্ন সমগ্র জম্বুদ্বীপ এইরূপে খনন করিতে করিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন।

“অনন্তর সমস্ত দেবতারা গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগ-গণের সহিত সম্ভ্রান্ত-মানস হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সেই সমস্ত পরম ত্রস্ত দেবেরা বিষণ্ণ-বদন হইয়া মহাত্মা পিতামহের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রসাদন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, ‘হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে ইনি সগরের যজ্ঞে বিঘ্ন বিধান করিয়াছেন,—যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন; অতএব সেই সগরনন্দনেরা সমস্ত ভূতকে হিংসা করিতেছে,—সমগ্র ভূমণ্ডল খনন করত অনেক মহাকায়-সম্পন্ন স্থলচারী ও জলচারী জীবকে বধ করিতেছে।’

একোন চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

“অনন্তর সমস্ত লোকের উচ্ছেদকারী সগর-নন্দনগণের ব্যাপার দেখিয়া বিমুগ্ধ সেই দেবদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ সুমন্ত্রণাকারী পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে প্রত্যুক্তি করিলেন, ‘যাঁহার এই সমগ্র বসুমতী,—যিনি এই বসুমতীর স্বামী, সেই ভগবান্ ধীমান্ প্রভু বাসুদেব মাধব কপিলরূপ ধারণ করিয়া নিরন্তর যোগবলে ধরা ধারণ করিতেছেন; তাঁহার কোপরূপ অগ্নিতেই সেই সকল রাজনন্দনেরা দগ্ধ হইবে। দীর্ঘদর্শী ব্যক্তিরা পূর্ব্বেই সগরনন্দনদিগের এইরূপে বিনাশ হওয়া স্থির করিয়াছেন, এবং এই পৃথিবী-খননও সনাতন—প্রতিকল্পেই অবশ্যম্ভাবী, ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে।’

"সেই অরিদমনকারী ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হৃষ্ট হইয়া, যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

"এদিকে সগরনন্দনগণ-কর্ত্তৃক ভিদ্যমানা পৃথিবীর স্তুমুল নির্ঘাতশব্দ-তুল্য নিস্বন হইতেছিল। সগরনন্দনেরা ক্রমে সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল খনন করিয়া পরিভ্রমণ করিলেন, তথাপি অশ্বহর্ত্তাকে লাভ করিলেন না, সুতরাং অগত্যা মিলিত হইয়া সগরের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমরা সমগ্র ভূমণ্ডল পরিক্রম করিলাম, এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পন্নগ-প্রভৃতি অনেক বলবান্ প্রাণীকে বধ করিলাম, তথাপি সেই অশ্ব বা অশ্বহর্ত্তাকে দেখিতে পাইলাম না; আপনার মঙ্গল হউক,—সম্প্রতি আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনি স্থির করিয়া বলুন।'

"হে রঘুনন্দন! রাজসত্তম সগর সেই পুত্রদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সহকারে তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, 'তোমরা এখনই যাইয়া পুনর্ব্বার ভূমণ্ডল খনন করিতে আরম্ভ কর। তোমরা পৃথিবী খনন-পূর্ব্বক সেই অশ্বহর্ত্তাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াই প্রত্যাগমন করিও, তাহা হইলেই তোমাদিগের মঙ্গল হইবে।'

"হে রঘুনন্দন! মহাত্মা সগরের সেই ষষ্টিসহস্র পুত্রেরা পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া রসাতল অন্বেষণার্থ দ্রুত গমন করিলেন। তাঁহারা পৃথিবী খনন করিতে করিতে ধরাধারণকারী পর্ব্বততুল্য-দেহশালী বিরূপাক্ষ-নামক দিগ্‌গজ-

কে দেখিতে পাইলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই মহাগজ বিরূপাক্ষ মস্তক-দ্বারা পর্ব্বত ও বনের সহিত সমগ্র ভূমণ্ডল ধারণ করেন; যে সময়ে সেই মহাগজ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ মস্তক চালন করেন, সেই সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। হে রাম! সেই সমস্ত সগরনন্দনেরা সেই দিক্‌পাল মহাগজকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক সম্মানিত করত পৃথিবী খনন করিয়া রসাতলে গমন করিতে উদ্যত হইলেন,—তাঁহারা পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিক্ খনন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে দক্ষিণদিকেও মহাগজকে দেখিতে পাইলেন, এবং মস্তক-দ্বারা ধরা-ধারণ-কারী মহাপর্ব্বত-তুল্য-শরীরশালী মহাপদ্ম-নামক মহাগজকে দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাত্মা সগরের সেই ষষ্টিসহস্র পুত্রেরা সেই গজকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমদিক্ খনন করিতে লাগিলেন। সেই মহাবলসম্পন্ন সগর-নন্দনেরা ক্রমে পশ্চিমদিকেও পর্ব্বততুল্য সৌমন-নামক মহাগজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই গজকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরদিক্ খনন করিতে করিতে তাহার শেষসীমায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হে রঘুবর! সেই ষষ্টিসহস্র সগর-নন্দনেরা উত্তরদিকেও তুষারতুল্য-পাণ্ডুরবর্ণ-সম্পন্ন ভদ্র শরীর-দ্বারা ধরা-ধারণ-কারী ভদ্র-নামক গজকে দেখিতে পাইয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া পৃথিবী খনন করিতে আরম্ভ করিলেন,—তাঁহারা সেই দিক্ পরিত্যাগ করিয়া 'সর্ব্ব কর্ম্মে প্রশস্তা' বলিয়া বিখ্যাতা ঐশানী দিকে যাইয়া সকলেই ক্রোধ-সহ-

কারে পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। হে রঘুনন্দন! ক্রমে সেই সমস্ত ভীমবেগ-সম্পন্ন মহাবলশালী মহাত্মা সগরনন্দনেরা রসাতলে যাইয়া সেই স্থানে কপিলরূপধারী সনাতন দেব বাসুদেবকে ও তাঁহার নিকটে বিচরণ-পরায়ণ সেই অশ্বকে দেখিতে পাইয়া অতুল হর্ষ লাভ করিলেন। তাঁহারা সেই কপিল দেবকে যজ্ঞ-বিঘ্নকারী বোধ করিয়া ক্রোধব্যাকুল-লোচন হইয়া খনিত্র, লাঙ্গল, নানাবিধ বৃক্ষ ও শিলা ধারণ-পূর্ব্বক ক্রোধসহকারে তদভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া 'রে দুর্বুদ্ধে! তুই আমাদিগের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্! আমরা সগরের পুত্র, এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহা তুই অবগত হ!' এই কথা বলিলেন। হে রঘুনন্দন! তখন কপিল দেব তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকোপাবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই অপ্রমেয়-প্রভাবসম্পন্ন মহাত্মা কপিল দেব সেই হুঙ্কার-দ্বারা সমস্ত সগরতনয়কেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

"হে রঘুনন্দন! এদিকে সগর রাজা পুত্রদিগের আগমনের কাল-বিলম্ব দেখিয়া স্বীয় তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান পৌত্রকে বলিলেন, 'তুমি কৃতবিদ্য, শৌর্য্যসম্পন্ন ও পিতৃগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ; তুমি রসাতলস্থ বীর্য্যবান্ মহান্ প্রাণীদিগের প্রতিঘাতার্থ কার্ম্মুক ও অসি গ্রহণ-পূর্ব্বক পিতৃব্যগণের গতি এবং যে ব্যক্তি অশ্ব অপহরণ করিয়াছে,

তাহাকে অনুসন্ধান কর, এবং অভিবাদ্য ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন ও বিঘ্নকারী ব্যক্তিদিগকে হনন করিয়া প্রয়োজন নিষ্পাদন-পূর্ব্বক এখানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর।'

"হে নরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বান্ অংশুমান্ মহাত্মা সগর-কর্ত্তৃক ঐরূপে সম্যক্ আদিষ্ট হইয়া ধনু ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। তিনি সেই সগর রাজার আদেশানুসারে মহাত্মা পিতৃব্যগণ-কৃত পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমে রসাতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পতঙ্গ-গণ-কর্ত্তৃক অভিপূজ্যমান দিগ্গজকে দেখিতে পাইয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পিতৃব্যগণের ও সেই অশ্বহর্ত্তার সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। অংশুমানের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই মহামতি দিক্পতি গজও তাঁহাকে 'হে অসমঞ্জ-নন্দন! তুমি শীঘ্রই কৃতার্থ হইয়া অশ্বের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবে,' এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন। অংশুমান্ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যাইতে যাইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিগ্গজকেই যথান্যায়ে পিতৃব্যগণের ও সেই অশ্বহর্ত্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সমস্ত বক্তৃতাপটু দেশ-কালোচিত-বক্তব্যতাভিজ্ঞ দিক্পালেরাও ক্রমে ক্রমে সকলেই অসমঞ্জ-নন্দন-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি অশ্বের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবে।'

"তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অসমঞ্জ-নন্দন অংশুমান্ ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে, যে প্রদেশে তাঁহার পি-

তৃব্য সগর-নন্দনগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অংশুমান্ পিতৃব্যগণকে ভস্মীভূত দেখিয়া দুঃখের বশীভূত হইলেন,—অতীব দুঃখিত ও পরম আর্ত্ত হইয়া পিতৃব্যদিগের উদ্দেশে কিয়ৎকাল রোদন করিলেন। তৎপরে সেই শোক-সমন্বিত সুদুঃখিত মহাতেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র অংশুমান্ অনতি দূরে বিচরণ-তৎপর সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে দেখিতে পাইলেন।

"অনন্তর অংশুমান্ সেই রাজ-নন্দনদিগের তর্পণ করিতে মানস করিয়া জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। হে রাম! পরে তিনি দূরদৃষ্টি-দ্বারা চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে পিতৃব্যগণের মাতুল অনিল-তুল্য-বেগ-সম্পন্ন খগাধিপতি সুপর্ণকে দেখিতে পাইলেন। সেই মহাবল বৈনতেয় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, 'হে প্রাজ্ঞ! তুমি শোক করিও না, যেহেতু এই মহাবল-সম্পন্ন রাজনন্দনদিগের এরূপ বধ সমস্ত লোকেরই হিতকর; হে পুরুষব্যাঘ্র! ইহাঁরা অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন কপিল দেবের প্রভাবে দগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তোমার লৌকিক সলিল-দ্বারা ইহাঁদিগের তর্পণ করা উচিত নয়, পরন্তু হিমালয় পর্ব্বতের জ্যেষ্ঠ-নন্দিনী গঙ্গার জলে ইহাঁদিগের তর্পণ করা উচিত। হে মহাবাহু-সম্পন্ন পুরুষ-শার্দ্দূল! সেই লোকপাবনী লোককান্তা গঙ্গা যদি এই ষষ্টিসহস্র ভস্মীভূত সগরপুত্রকে স্বীয় জলে আপ্লাবিত করেন, তবে এই ভস্ম গঙ্গা-কর্ত্তৃক আপ্লাবিত হইয়া ইহাঁদিগকে স্বর্গপ্রাপ্ত করিবে। হে বীর্য্য-সম্পন্ন মহাভাগ

পুরুষব্যাঘ্র! তুমি অশ্ব গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও, এবং তথায় যাইয়া পিতামহের যজ্ঞ সমাপন কর।'

"হে রঘুনন্দন! মহাতপস্বী অতিবীর্য্যবান্ অংশুমান্ সুপর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অশ্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক শীঘ্র প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত সগর রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া যথাবৎ পিতৃব্য-বৃত্তান্ত ও সুপর্ণ-বাক্য নিবেদন করিলেন। নরপতি সগর অংশুমানের সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন, পরিশেষে কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবেদবিধি যজ্ঞ সমাপন করিলেন। শ্রীসম্পন্ন মহীপতি সগর যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্বনগরে গমন করিলেন। তিনি গঙ্গাকে ভূমণ্ডলে আনয়নের উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। মহারাজ সগর বহুকালেও ভূমণ্ডলে গঙ্গা আনয়নের উপায় স্থির করিতে না পারিয়াই স্বর্গ লোকে গমন করিলেন; ইনি ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করেন।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

"হে রাম! সগরের মৃত্যু হইলে, প্রকৃতিবর্গ সুধার্ম্মিক অংশুমান্‌কে রাজা করিতে ইচ্ছা করিলেন। হে রঘুনন্দন! সেই অংশুমান্ মহারাজ হইলেন। পরে তাঁহার দিলীপ নামে বিখ্যাত মহাত্মা পুত্র হইল। হে রাঘব! অংশুমান্ সেই দিলীপের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় শিখরে যাইয়া সুদারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই মহাযশস্বী রাজা অংশুমান্ তপোবনে থাকিয়া

দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ বর্ষ তপস্যা করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

"এদিকে মহাতেজস্বী দিলীপ রাজা পিতামহদিগের সেইরূপ বধ শ্রবণ করিয়া দুঃখপরীত-বুদ্ধি-দ্বারা অনবরত 'আমি কিরূপে পিতামহদিগের পরিত্রাণ করিব?—কিরূপে ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতরণ হইবে, এবং কিরূপেইবা আমি সেই জলে তাঁহাদিগের তর্পণ করিব?' এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার উপায় স্থির করিতে পারিলেন না; তথাপি নিয়ত সেই চিন্তানিরত রহিলেন। অনন্তর কালক্রমে সেই মহীপতি দিলীপের ভগীরথ নামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিল। হে নরশার্দ্দূল! সেই মহাতেজস্বী নরপতি দিলীপ নানাবিধ যজ্ঞ করত ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিলেন। সেই পুরুষবর রাজা দিলীপ পিতামহদিগের উদ্ধারের উপায় স্থির করিতে না পারিয়াই ব্যাধি-দ্বারা কাল-ধর্ম্ম লাভ করিলেন,—তিনি পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় অর্জিত কর্ম্ম-দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন, ইনি ভূমণ্ডলে 'অতিধার্ম্মিক' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

"হে রঘুনন্দন! অনন্তর পরম ধার্ম্মিক রাজর্ষি ভগীরথ সেই সুমহৎ রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বহুকালেও তাঁহার পুত্র হইল না, এজন্য তিনি পুত্রকাম ও ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতারণ করিতে অভিলাষী হইয়া অমাত্যদিগের প্রতি সেই রাজ্য ও প্রজাপালন-ভার অর্পণ করিয়া গোকর্ণে যাইয়া ইন্দ্রিয় জয়-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হওত মাসান্তে

আহার করত পঞ্চাগ্নি-মধ্যে থাকিয়া বহুকালানুষ্ঠেয় তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! সেই মহাত্মা রাজা ভগীরথের সুদারুণ তপস্যা করিতে করিতে, সহস্র বর্ষ বিগত হইল। তখন সমস্ত প্রজার ঈশ্বর প্রভু ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা ভগীরথের প্রতি অতিপ্রীত হইলেন। পরে তিনি সুরগণের সহিত তথায় আসিয়া তপস্যাতৎপর মহাত্মা ভগীরথকে এই কথা বলিলেন, 'হে সুব্রত নরপাল মহারাজ ভগীরথ! আমি তোমার সুতপ্ত তপো-দ্বারা প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর।'

"মহাবাহুশালী মহাতেজস্বী ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, 'হে ভগবন্ দেব! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, এবং যদি আমার তপস্যার ফল থাকে, তবে "আমার প্রপিতামহ সেই সমস্ত সগর-নন্দনেরা আমা হইতে সলিল লাভ করুন,—তাঁহাদিগের ভস্ম গঙ্গাসলিলে আপ্লাবিত হউক, ও তাঁহারা স্বর্গ লোকে গমন করুন," এই বর আমি আপনার নিকট যাক্রা করি, এবং "আমি ইক্ষ্বাকুকুলে সম্ভূত হইয়াছি, যেন আমাদিগের সেই কুল সন্তানাভাবে উৎসন্ন না হয়," ইহাও আমার প্রার্থনীয় বর; আপনি আমাকে এই দুই বর প্রদান করুন।'

"রাজা ভগীরথ ঐরূপ বলিলে, সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে এই হিতকর মধুরাক্ষর-সম্পন্ন মধুর বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, 'হে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন মহারথ ভগীরথ! তোমার এই মনোরথ অতিপ্রশস্ত, সুতরাং তোমার মঙ্গল

হউক,—তোমার ঐ মনোরথ সিদ্ধ হউক। হে মহারাজ ভগীরথ! ইনি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী গঙ্গা; ইহাঁকে ধারণ করিবার নিমিত্তে মহাদেবকে উক্ত কর্ম্মে নিয়োগ কর, যেহেতু ইহাঁর পতনবেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবে না, এবং ত্রিশূল-ধারী মহাদেব-ব্যতীত আর কাহারও ইহাঁকে ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, ইহা আমার অনুভব হইতেছে।'

"লোককর্ত্তা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে ঐ কথা বলিয়া গঙ্গার সহিত 'তুমি সময়ানুসারে এই রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিও,' এরূপ সম্ভাষা করিয়া মরুদ্গণ-প্রভৃতি সমস্ত দেবের সাহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

"হে রাম! সেই দেবদেব ব্রহ্মা গমন করিলে, ভগীরথ কেবল অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা পৃথিবীতে নির্ভর রাখিয়া সংবৎসর কাল মহাদেবের উপাসনা করেন। ক্রমে সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত উমাপতি পশুপতি মহাদেব তথায় আসিয়া রাজা ভগীরথকে এই কথা বলিলেন, 'হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; আমি তোমার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিব,—আমি মস্তক-দ্বারা শৈলরাজ হিমালয়ের নন্দিনী গঙ্গাকে ধারণ করিব।'

"হে রাম! অনন্তর হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী সেই সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা পরম-দুর্দ্ধরা গঙ্গা দেবী 'আমি স্রোতোদ্বারা শঙ্করকে গ্রহণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করি,' এরূপ

চিন্তা করিয়া অতিমহৎ রূপ ও দুঃসহ বেগ ধারণ-পূর্ব্বক আকাশ হইতে মহাদেবের শোভন মস্তকে পড়িতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ত্রিলোচন হর গঙ্গার সেই অভিভবেচ্ছা জানিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরোভূতা করিতে অভিপ্রায় করিলেন। হে রাম! সেই পুণ্যা গঙ্গা দেবী মহাদেবের সেই হিমালয়-তুল্য বৃহৎ জটামণ্ডল-রূপ-গহ্বর-সম্পন্ন পুণ্য মস্তকে পতিতা হইয়া বিবিধ যত্ন করিয়াও কোন প্রকারেই তাঁহার মস্তক হইতে ভূতলে যাইতে সমর্থা হইলেন না, এমন কি! তিনি জটামণ্ডলের প্রান্ত ভাগে আসিয়াও নির্গতা হইতে পারিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাকে বহু সংবৎসর কাল তথায় ভ্রমণ করিতে হইল।

"হে রঘুনন্দন! এদিকে ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া পুনশ্চ তপস্যা করিয়া মহাদেবকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিলেন। তখন মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরে ক্ষেপণ করিলেন। গঙ্গা দেবী মহাদেব-কর্ত্তৃক বিসৃজ্যমানা হইলে, তাঁহার সাতটি স্রোত জন্মিল। তখন গঙ্গা দেবীর হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিনটি শিবজলা শুভ-ধারা পূর্ব্ব-দিক্ দিয়া বাহিতা হইল; তাঁহার সুচক্ষু, সীতা ও মহানদী সিন্ধু নামে তিনটি শুভ-জলা ধারা পশ্চিমদিক্ দিয়া বাহিতা হইল; এবং তাঁহার সপ্তমী ধারা ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিতা হইল,—মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য স্যন্দনে আরূঢ় হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, গঙ্গা দেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গা দেবী প্রথমত গগণ হইতে মহাদেবের মস্তকে পতিতা

হন, পরে তথা হইতে ভূতলে পতিতা হইয়া বাহিতা হন; এজন্য তৎকালে তাঁহার জল-সমস্ত পরস্পর প্রতিহত হইয়া তুমুল ধ্বনি করিতে করিতে বাহিত হইতেছিল। তখন পতনোদ্যত ও পতিত মৎস্য, কচ্ছপ এবং শিশুমার-সমূহে বসুন্ধরা পরম-শোভান্বিতা হইল।

"সেই সময়ে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধ-গণ সম্ভ্রান্ত হইয়া, কেহ কেহ নগরের ন্যায় বৃহৎ বিমানে, কেহ কেহ হয়ে, এবং কেহ কেহ গজে আরোহণ করিয়া সেই প্রদেশে আসিয়া বিমানে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক গগণ হইতে পৃথিবীতে পতিতা গঙ্গাকে দেখিতে লাগিলেন। অমিত-তেজস্বী দেবেরা ইহ লোকে গঙ্গার এই লোক-হিতকর অবতরণ সন্দর্শনাভিলাষী হইয়া তথায় সমাগত হইলে, এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়া উঠিল,—তখন মেঘশূন্য গগণমণ্ডল, যেরূপ উদিত শত আদিত্য-দ্বারা প্রকাশমান হয়, সেইরূপ আপতিত দেবগণ ও তাঁহাদিগের আভরণ-প্রভা-দ্বারা প্রকাশমান ও যেরূপ নিঃসৃত-সৌদামিনী-দ্বারা শোভান্বিত হয়, সেইরূপ চঞ্চল শিশুমার, উরগ ও মীনগণ-দ্বারা শোভা-সম্পন্ন হইল, এবং যেরূপ শরৎকালীন মেঘগণে আকীর্ণ হইয়া শোভা লাভ করে, সেইরূপ তরঙ্গ-কর্ত্তৃক বিকীর্য্যমাণ ইতস্তত পাণ্ডুবর্ণ ফেন-সমুদায়ে ও হংসসমূহে আকীর্ণ হইয়া শোভা লাভ করিল। তৎকালে মহাদেবের মস্তকে পতনান্তর ভূতলে পতিত সেই পাপনাশন নির্ম্মল গঙ্গাজলও কোন স্থানে দ্রুতগামী, কোন স্থানে মৃদুগামী ও কোন স্থানে বক্রগামী হইয়া, কোন স্থানে বিস্তৃত ভাবে

ও কোন স্থানে সঙ্কুচিত ভাবে গমন করত এবং কোন স্থানে পরস্পর অভ্যাহত হইয়া বারংবার ঊর্দ্ধ পথে যাইয়া পুনশ্চ ভূতলে নিপতিত হওত মনোহর-শোভা ধারণ করিল।

“অনন্তর ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ এবং অন্যান্য যে যে ব্যক্তি সকল অভিশাপ-বশত স্বর্গ লোক হইতে বসুধাতলে পতিত হইয়া অধিবসতি করিতেছিলেন, তাঁহারা পবিত্র বোধে সেই মহাদেব-মস্তক-ভ্রষ্ট জল স্পর্শ করিলেন, এবং সেই জলে অভিষেক করিয়া বিমুক্তশাপ হইলেন, এমন কি! তাঁহারা সেই জল-দ্বারা নিষ্পাপ ও পুণ্যসমন্বিত হইয়া তখনই আকাশ-মার্গ অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন। মানবেরা সেই গঙ্গাজল নির্ম্মল দেখিয়া প্রমোদ-সহকারেই তাহাতে অভিষেক করিয়া নিষ্পাপ হইল, এবং চরমে পরম প্রমোদ লাভ করিবার উপযুক্ত হইল।

“হে রাম! এদিকে মহারাজ রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য স্যন্দনে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন, গঙ্গা দেবীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন, এবং সমস্ত দেব, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও অপ্সরারা প্রীতি-পূর্ব্বক ভগীরথের রথের অনুগামী হইয়া গঙ্গার অনুগমন করিতেছিলেন, ও জলচরেরাও তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। এরূপে রাজা ভগীরথ যে দিকে যাইতেছিলেন, সর্ব্বপাপনাশিনী যশস্বিনী সরিদ্বরা গঙ্গা দেবীও সেই দিকেই যাইতেছিলেন।

"হে রাঘব! অনন্তর গঙ্গা দেবী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মা যজমান জহ্নুর যজ্ঞস্থানে আসিয়া তাহা আপ্লাবিত করিলেন। তখন মহর্ষি জহ্নু গঙ্গা-কৃত সেই স্বীয় অপমান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন, ইহা এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার হইয়া পড়িল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিরা পরম বিস্মিত হইয়া পুরুষসত্তম মহাত্মা জহ্নুকে পূজা করিলেন, এবং গঙ্গাকে তাঁহার 'কন্যা' বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী প্রভু জহ্নু তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে শ্রোত্র-দ্বারা বাহির করিলেন, এই-জন্যই গঙ্গা দেবী জহ্নুর নন্দিনী হইলেন, অতএব তাঁহাকে 'জাহ্নবী' বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

"হে রঘুবর! অনন্তর গঙ্গা দেবী আবার ভগীরথের রথের অনুগামিনী হইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সরিদ্বরা গঙ্গা দেবী সগর-নন্দন-গণ-কৃত গর্ত্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে রসাতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি ভগীরথ নানাবিধ যত্ন করিয়া গঙ্গাকে লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া প্রপিতামহদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া অচেতনবৎ হইলেন। অনন্তর গঙ্গা দেবী স্বীয় সলিল-দ্বারা সগরনন্দনদিগের সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেন, তাঁহারাও স্বর্গ লাভ করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

"হে রাম! তখন সেই রাজা ভগীরথ গঙ্গার সহিত সাগরে যাইয়া, রসাতলের যে প্রদেশে সেই সগর-নন্দনেরা

কপিল-কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত হইয়াছিলেন, সেই প্রদেশে প্রবেশ করিলে, এবং গঙ্গা-কর্ত্তৃক সলিল-দ্বারা সেই ভস্ম আপ্লাবিত হইলে, সর্ব্বলোক-প্রভু ব্রহ্মা ভগীরথ রাজাকে এই কথা বলিলেন, 'হে নরশার্দ্দূল! তুমি মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে; সগরনন্দনেরা দেবের ন্যায় স্বর্গ লোকে গমন করিল। হে পার্থিব! যেকাল-পর্য্যন্ত লোকে সাগরের জল থাকিবে, সেকাল-পর্য্যন্ত সমস্ত সগর-নন্দনেরাই দেবের ন্যায় দেবলোকে অধিবসতি করিবে। এই গঙ্গা দেবী তোমার জ্যেষ্ঠা নন্দিনী হইবেন, এবং তোমার কৃত নাম-দ্বারা লোকে খ্যাতি লাভ করিবেন,—তোমার জন্য এই দিব্য-নদী গঙ্গা "ত্রিপথগা" এই নামে লোকে বিখ্যাতা হইবেন,—যেহেতু ইনি তিন পথ দিয়া বাহিতা হইলেন, এইজন্য ইহাঁর "ত্রিপথগা" এই নাম লোকে প্রচারিত হইবে। হে জনপালক রাজন্! তুমি মনোরথ পূর্ণ কর,—তুমি এই জলে সমস্ত প্রপিতামহদিগের তর্পণ কর। হে বৎস মহাভাগ নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্ব পুরুষ সেই অতিযশস্বী ধার্ম্মিক-বর সগর এই মনোরথ সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই; সেইরূপ ভূমণ্ডলে যাহার প্রভাবের তুলনার স্থান ছিল না, সেই ক্ষাত্রধর্ম্মানুষ্ঠায়ী, গুণশালী, মহর্ষি-তুল্য-তেজস্বী ও আমার তুল্যতপস্বী মহাপ্রভাব-সম্পন্ন রাজর্ষি অংশুমান্ ইহলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে প্রার্থনাবান্ হইয়াও প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারে নাই, এবং তোমার পিতা অতিতেজস্বী দিলীপও ইহ লোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে প্রার্থনা করিয়া আ-

নয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলে, এবং লোকে সর্ব্বসম্মত পরম যশ লাভ করিলে। হে অরিন্দম! তুমি ইহ লোকে গঙ্গার অবতারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাপ্য অতিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকে যাইবার অধিকারী হইলে। হে নরোত্তম! তুমি সদাস্নানোচিত এই গঙ্গাজলে আত্মাকে প্লাবিত করিয়া শুচি ও লব্ধপুণ্য হও, এবং সমস্ত প্রপিতামহদিগের তর্পণ কর। হে নর-পতে! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি স্বীয় কার্য্য সমাধা করিয়া স্বরাজ্যে গমন কর; আমিও স্বীয় লোকে গমন করি।"

"মহাযশস্বী সর্ব্বলোক-পিতামহ দেবেশ্বর ব্রহ্মা ভগীরথকে ঐরূপ বলিয়া, দেবলোকের যে প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে গমন করিলেন। অনন্তর নরবর মহাযশস্বী রাজর্ষি ভগীরথও প্রপিতামহ সগর-নন্দনদিগের জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠক্রমে যথান্যায়ে সেই উত্তম জলে তর্পণ করিয়া কৃতকৃত্য ও শুচি হইয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। হে রাঘব! সমস্ত প্রজারা সেই নরপতিকে লাভ করিয়া বিগত-শোক, নিশ্চিন্ত ও পূর্ণাভিলাষ হইয়া অতীব প্রমোদান্বিত হইল।

"হে রাম! এই আমি তোমার নিকট বিস্তারিত রূপে গঙ্গার ত্রিপথ-গমন-বিবরণ বর্ণন করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি কল্যাণ লাভ কর, সন্ধ্যাকাল অতিক্রান্ত হইতেছে। হে কাকুৎস্থ! যিনি এই যশস্য আয়ুষ্য পুত্রফল-প্রদ স্বর্গজনক ধর্ম্ম্য আখ্যান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য

ব্যক্তি সকলকে শ্রবণ করান, তাঁহার প্রতি দেবগণ ও তাঁহার পিতৃগণ প্রীত হন, এবং যিনি এই গঙ্গাবতরণ-রূপ আয়ুষ্য শুভ আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত অভিলষিত বিষয় লাভ করেন, এবং তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও কীর্ত্তি বর্দ্ধমানা হয়।”

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “হে ব্রহ্মন্! আপনি যে ভূমণ্ডলে গঙ্গার পুণ্যজনক অবতরণ ও গঙ্গা-দ্বারা সাগরের পূরণ-বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতীব অদ্ভুত। হে পরন্তপ! আমাদিগের উভয়েরই আপনার সেই সমস্ত কথা আদ্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে এই রজনী এক ক্ষণের ন্যায় অতিবাহিতা হইবে বোধ হইতেছে।”

তখন বিশ্বামিত্রকে এরূপ বলিয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সেই শুভ-কথা চিন্তা করিতে করিতে সেই সমগ্র রজনীই অতিবাহিতা হইল। অনন্তর বিমল প্রভাত কাল উপস্থিত হইলে, তপোধন বিশ্বামিত্র আহ্নিক-ক্রিয়া সমাধান-পূর্ব্বক উপবেশন করিলে, রঘুনন্দন অরিদমন রাম তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “আমরা পরম শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছি; আমাদিগের সেই কল্যাণদায়িনী রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে; সম্প্রতি চলুন, আমরা সকলে ঐ নৌকা-দ্বারা সরিদ্বরা ত্রিপথ-গামিনী পুণ্য-নদী গঙ্গার পরপারবর্ত্তী

হই। হে ভগবন্! আপনি এখানে আসিয়াছেন, ইহা জানিয়া, পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের ঐ শুভশয্যাশালিনী নৌকা শীঘ্র এখানে আসিয়া উপস্থিতা হইয়াছে।”

কৌশিক বিশ্বামিত্র মহাত্মা রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার, লক্ষ্মণের ও ঋষিসমুদায়ের সহিত গঙ্গার পর পারে গমন করিলেন। তাঁহারা গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ঋষিদিগকে পূজা করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন, এবং বিশালা নগরী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র সত্বর হইয়া রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই স্বর্গতুল্য-রমণীয়া দিব্য-নগরী বিশালার অভিমুখে গমন করিলেন। পরে মহাপ্রজ্ঞাশালী রাম প্রাঞ্জলি হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সেই শ্রেষ্ঠ-নগরী বিশালার বিষয়ে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—সম্প্রতি বিশালা নগরীতে কোন্ রাজবংশীয় রাজত্ব করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কুতূহল হইতেছে; সুতরাং আমি ঐ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বর্ণন করুন।”

মুনিবর বিশ্বামিত্র রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশালা নগরী সন্নিবেশের পূর্ব্বতন বিবরণ অবধি বর্ণন করিতে লাগিলেন, “হে রাঘব! এই নগরী সন্নিবেশের পূর্ব্বে এই প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি শক্রের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, তোমার নিকট যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাম! পূর্ব্বে সত্য যুগে অদিতি ও দিতির অনেক মহাবলসম্পন্ন, মহাভাগ্যশালী, অতিধার্ম্মিক ও

বীর্য্যবান্ পুত্র ছিলেন। একদা সেই সমস্ত বিজ্ঞ অমিত-তেজস্বী মহাত্মা আদিতেয় ও দৈতেয়দিগের ‘আমরা কিরূপে নিরাময়, নির্জ্জর ও অমর হইতে পারি,’ এরূপ চিন্তা হইল। হে নরব্যাঘ্র! অনন্তর তাঁহাদিগের ‘আমরা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহাতে রস (অমৃত) লাভ করিব,’ এরূপ বুদ্ধি হইল। পরে তাঁহারা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে নিশ্চয় করিয়া বাসুকিকে মন্থনরজ্জু ও মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করত ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

“অনন্তর সহস্র সংবৎসর পূর্ণ হইলে, মন্থনরজ্জুভূত বাসুকির ফণা সকল অত্যন্ত বিষ বমন করিতে করিতে সেই পর্ব্বতের শিলাতে দংশন করিল। তখন অগ্নিতুল্য হালাহল মহাবিষ উত্থিত হইল, এবং সেই বিষে দেব, অসুর ও মানবের সহিত সমগ্র জগৎ ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। পরে দেবগণ শরণার্থী হইয়া পশুপতি মহাদেব শঙ্কর রুদ্রের শরণ লইয়া তাঁহাকে স্তব করিয়া ‘রক্ষা করুন, রক্ষা করুন,’ এই কথা বলিলেন। দেবদেবেশ্বর প্রভু হরও দেবগণ-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর সুরবর শঙ্খচক্রধারী হরিও সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন, এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া শূলধর হরকে ‘হে প্রভো! যেহেতু আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য, সুতরাং দেবতারা অগ্রে যাহা লাভ করেন, তাহা আপনারই; অতএব দেবতারা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া অগ্রে যে এই বিষ লাভ করিয়াছেন, আপনি এখানে থাকিয়া অগ্রপূজা-স্বরূপ

তাহা গ্রহণ করুন,' এই কথা বলিলেন। তিনি ঐরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। পরে দেবেশ্বর ভগবান্ হর শার্ঙ্গধারী বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দেবতাদিগের ভয় দেখিয়া সেই ঘোরতর হালাহল বিষ অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিলেন, এবং দেবতাদিগকে বিসর্জন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

" হে রঘুনন্দন! অনন্তর সমস্ত দেব ও অসুরেরা পুনশ্চ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে সেই মন্থনদণ্ড পর্ব্বতোত্তম মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। তখন দেব ও গন্ধর্ব্বেরা মধুসূদনকে 'হে মহাবাহো! আপনি সকল প্রাণীরই গতি; পরন্তু দেবগণের পরম-গতি; সুতরাং আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন,—আমাদিগের এই পর্ব্বতকে উত্তোলন করুন,' এরূপ স্তব করিলেন। অনন্তর সর্ব্বলোকাত্মা পুরুষোত্তম হৃষীকেশ হরি দেবতাদিগের সেই স্তব-বাক্য শ্রবণ করিয়া এক অংশে কচ্ছপরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই সমুদ্রে প্রবেশিয়া পৃষ্ঠ-দ্বারা সেই পর্ব্বত ধারণ করত অবস্থিতি করিলেন, এবং স্বয়ং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া হস্ত-দ্বারা সেই পর্ব্বতের অগ্র ভাগ ধারণ করিয়া মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

" অনন্তর সহস্র সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সেই সমুদ্র হইতে সুধার্ম্মিক আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞ ধন্বন্তরি নামে এক পুরুষ দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণ-পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন, এবং অনেক উত্তম-দ্যুতি-শালিনী বরাঙ্গনারা উত্থিতা হইল। হে নরবর! তাহারা সেই ক্ষীররূপ অপ (উদক) মন্থন-দ্বারা পরিণত রস

হইতে উত্থিতা হইল, এজন্য তাহাদিগের ‘ অপ্সরা ’ এই নাম হইল। হে কাকুৎস্থ! সেই সমস্ত উত্তম-দ্যুতিশালিনী কামিনীদিগের সংখ্যা ষষ্টি কোটি, তাহাদিগের পরিচারিকাদিগের সংখ্যা করা যায় না। সেই সমস্ত দেব ও দানবদিগের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন না, সেইজন্য তাহারা সাধারণী হইল। হে রঘুনন্দন! তৎপরে সেই সমুদ্র হইতে বরুণের বারুণী নামে মহাভাগা কন্যা পরিগ্রহাভিলাষিণী হইয়া উত্থিতা হইলেন। হে বীর্য্যসম্পন্ন রাম! দিতির পুত্রেরা সেই বরুণনন্দিনীকে গ্রহণ করিল না; পরন্তু অদিতির নন্দনেরা সেই অনিন্দিতা বারুণীকে গ্রহণ করিলেন, এইজন্য তাঁহারা সুর হইলেন, এবং দৈতেয়েরা অসুর হইল। সুরেরা বারুণী গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্ট ও প্রমুদিত হইলেন। হে নরবর! পরে সেই সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা নামে শ্রেষ্ঠ অশ্ব, কৌস্তুভ নামে শ্রেষ্ঠ মণি ও উত্তম অমৃত উত্থিত হইল।

“ হে রাম! অনন্তর সেই অমৃত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহান্ কুলক্ষয়-কারক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তখন আদিতেয়েরা দৈতেয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সমস্ত অসুরেরাও রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে বীর! তৎকালে সেই মহাঘোর যুদ্ধ ত্রৈলোক্য-মোহ-কারী হইয়া উঠিল। যখন উভয় পক্ষেই অনেকে ক্ষয় লাভ করিল, তখন সেই মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া শীঘ্র সেই অমৃত হরণ করিলেন। যাহারা তখন

সেই অক্ষর পুরুষোত্তম প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর অভিমুখবর্ত্তী হইল, তাহারা সকলেই তাঁহার যুদ্ধে বিনষ্ট হইল। আদিতেয় ও দৈতেয়-বর্গের এই ঘোরতর মহাযুদ্ধে বীর্য্য-সম্পন্ন আদিতেয়েরা বহুতর দৈতেয়দিগকে হনন করিয়া ফেলিলেন, এমন কি! পুরন্দর সেই সকল দৈতেয়দিগকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, এবং প্রমোদ-সহকারে ঋষি ও চারণ-গণ এবং সমস্ত লোক শাসন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

"সেই সমস্ত পুত্র নিহত হইলে, দিতি পরম-দুঃখিতা হইয়া স্বীয় ভর্ত্তা মারীচ কশ্যপকে এই কথা বলিলেন, 'হে ভগবন্! আমি আপনার মহাত্মা পুত্রগণ-কর্ত্তৃক হতপুত্রা হইয়াছি; অতএব দীর্ঘতপস্যা-দ্বারা শক্রহন্তা পুত্র লাভ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, সুতরাং আমি তপস্যা করিব, আপনি আমাকে শক্রহন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ পুত্র প্রদান করুন,—আমার তাদৃশ গর্ব্ভ বিধান করুন।'

"তখন মহাতেজস্বী মারীচ কশ্যপ সেই পরম-দুঃখিতা দিতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, 'হে তপোধনে! তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার প্রার্থনা ফলবতী হউক। তুমি শুচি হইয়া থাক, তাহা হইলেই যুদ্ধে শক্রনিহন্তা পুত্র জন্মাইবে,—যদি তুমি সম্পূর্ণ সহস্র সংবৎসর কাল শুচি হইয়া থাকিতে পার; তবে তুমি আমার ঔরসে ত্রৈলোক্যের অধিপতি শক্রের নিধন-কারী পুত্র জন্মাইবে।'

“ হে নরশ্রেষ্ঠ ! মহাতেজস্বী কশ্যপ দিতিকে ঐরূপ বলিয়া হস্ত-দ্বারা সম্মার্জ্জন করিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে স্পর্শ-পূর্ব্বক ‘ তোমার মঙ্গল হউক, ’ এই কথা বলিয়া তপস্যা করিতে গমন করিলেন। তিনি গমন করিলে, দিতিও পরম হর্ষ-সহকারে কুশপ্লব-নামক তপোবনে যাইয়া সুদারুণ তপ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। দিতি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে, সহস্রাক্ষ শক্র তাঁহার পরিচর্য্যোপযোগী উপায়-দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—তিনি প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে জল, কুশ, কাষ্ঠ, অগ্নি, মূল, ফল ও যাহা যাহা তিনি অভিলাষ করিতেন, তৎসমস্ত নিবেদন এবং গাত্রমর্দ্দন-প্রভৃতি উপায়-দ্বারা তাঁহার শ্রম অপনয়ন করিতে লাগিলেন, অধিক কি ! সকল সময়েই তাঁহার পরিচর্য্যাতে উদ্যত রহিলেন।

“ হে রঘুনন্দন ! অনন্তর ক্রমে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইতে দশ বর্ষ কাল অবশিষ্ট থাকিলে, দিতি পরম হর্ষ-সহকারে সহস্রাক্ষকে কহিলেন, ‘ হে বীরাগ্রগণ্য পুত্র ! আমার তপস্যার নিয়মিত সহস্র বর্ষ কাল পূর্ণ হইবার আর দশ বর্ষ কাল অবশিষ্ট আছে, সেই দশ বর্ষ কাল অতীত হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে,—তুমি ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার বিনাশার্থ তোমার মহাত্মা পিতার নিকট একটি পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও আমাকে “ তোমার সহস্র সংবৎসরান্তে তাদৃশ পুত্র হইবে,” এরূপ বর দিয়াছিলেন; হে ত্রিলোকপাল ! পরন্তু আমি তোমার নিধনকারী সেই পুত্রকে তোমার জয়া

কাঙ্ক্ষী করিয়া দিব, তুমিও তাহার সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য ভোগ করিবে।'

"হে রাম! দিতি দেবী সহস্রাক্ষকে ঐরূপ বলিয়া, মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, মস্তক স্থাপনের স্থানে পদদ্বয় রাখিয়া নিদ্রাক্রান্তা হইলেন। দিতি মস্তক স্থাপনের স্থানে পদদ্বয় ও পদদ্বয় স্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিতা হইলে, শক্র তাঁহাকে অশুচি দেখিয়া প্রমুদিত হইলেন, এবং হাস্য করিলেন। অনন্তর পুরন্দর সাবধান হইয়া তাঁহার যোনি-বিবরে প্রবেশ করিয়া সেই গর্ব্ভকে সপ্তধা ছেদন করেন। তৎকালে সেই গর্ব্ভ ইন্দ্র-কর্ত্তৃক শত-পর্ব্ব-সমন্বিত বজ্র-দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিল, মহাতেজস্বী বাসবও সেই রোদনকারী গর্ব্ভকে 'রোদন করিও না, রোদন করিও না,' এই কথা বলিতে বলিতে ছেদন করিলেন। দিতি সেই শব্দে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শক্রকে 'গর্ব্ভ হনন করিও না, গর্ব্ভ হনন করিও না,' বলিলেন। অনন্তর বজ্রধারী শক্র মাতৃবাক্য-গৌরব-বশত তথা হইতে নির্গত হইলেন, এবং প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'হে দেবি! আপনি পদদ্বয় স্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া অশুচি হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছিলেন, আমি সেই অবকাশ লাভ করিয়া যুদ্ধে আমার নিধনকারী সেই গর্ব্ভকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি; আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।'

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

"ইন্দ্র-কর্ত্তৃক গর্ত্ত সপ্তধা ছিন্ন হইলে, দিতি পরম-দুঃখিতা হইয়া অনুনয়-সহকারে দুরাধর্ষ সহস্রাক্ষকে এই বাক্য বলিলেন, 'হে বলসূদন দেবেশ! আমারই অপরাধে এই গর্ত্ত সপ্তধা ছিন্ন হইয়াছে, ইহাতে তোমার অপরাধ নাই; পরন্তু আমি বাসনা করি, যে, তুমি এই বিপর্য্যস্ত গর্ব্বের প্রিয় সম্পাদন কর,—আমার নন্দনেরা দিব্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া তোমার কৃত "মারুত" এই নামে খ্যাতি লাভ করিয়া তোমার অধীনে থাকিয়া সপ্ত মরুল্লোকের অধীশ্বর হউক, এবং বাতস্কন্ধাভিধেয় সপ্তধা বিভক্ত আকাশ-মণ্ডলে বিচরণ করুক।—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তোমার মঙ্গল হউক,—কালক্রমে আমার নন্দনেরা মারুত নামে বিখ্যাত হইয়া, তোমার শাসনানুসারে এক পুত্র ব্রহ্মলোকে, আর এক পুত্র ইন্দ্রলোকে, অন্য এক পুত্র "দিব্য বায়ু" বলিয়া বিখ্যাত হওত আকাশে এবং অপর চারিটি পুত্র চারি দিকে বিচরণ করুক।'

"বলসূদন সহস্রাক্ষ পুরন্দর তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, 'আপনার মঙ্গল হইবে,—আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তৎসমুদায়ই হইবে, ইহাতে সংশয় নাই,—আপনার পুত্রেরা অবশ্যই দিব্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া সেই সকল লোকে বিচরণ করিবে।'

"হে রাম! সেই তপোবনে সেই মাতা ও পুত্র উভয়ে সেইরূপ নিশ্চয় করিয়া কৃতার্থ হইয়া স্বর্গ লোকে গমন করেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। হে কাকুৎস্থ! এই

প্রদেশেই পূর্ব্বে সেই তপোবন ছিল, যাহাতে অধিবসতি করিয়া মহেন্দ্র তপঃসিদ্ধা দিতিকে সেইরূপে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

"হে নরব্যাঘ্র! অনন্তর কিছু কালের পর ইক্ষ্বাকু নরপতির অলম্বুষা-নাম্নী ভার্য্যাতে 'বিশাল' এই নামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক পুত্র হন। তিনি এই স্থানে বিশালা নামে নগরী সন্নিবেশ করেন। হে রাম! সেই বিশালের পুত্র মহাবলসম্পন্ন হেমচন্দ্র; তাঁহার পুত্র সুচন্দ্র নামে বিখ্যাত হন; তাঁহার পুত্র ধূম্রাশ্ব নামে খ্যাতি লাভ করেন; তাঁহার পুত্র সৃঞ্জয়, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ও প্রতাপবান্ সহদেব; তাঁহার পুত্র পরম ধার্ম্মিক কুশাশ্ব; তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী ও প্রতাপবান্ সোমদত্ত; এবং তাঁহার পুত্র কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। সম্প্রতি সেই নরপতি কাকুৎস্থের অমর-তুল্য মহাতেজস্বী সুমতি নামে দুর্জয় তনয় এই পুরীতে অধিবসতি করিতেছেন। ইক্ষ্বাকু নরপতির প্রসাদে বিশাল দেশের সমস্ত নরপালেরাই দীর্ঘায়ু, পরম ধার্ম্মিক, মহাত্মা ও বীর্য্যবান্ হইয়া থাকেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমরা এস্থানে সুখে রজনী যাপন করিব; কল্য প্রভাতে তুমি জনক রাজাকে দেখিতে পাইবে।"

এদিকে বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন, শুনিয়া, মহাযশস্বী মহাতেজস্বী নরবরাগ্রগণ্য সুমতি উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে পরম-পূজা করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মুনে! আমি ধন্য হইলাম, যেহেতু আপনি

আমার রাজ্যে সমাগত এবং দর্শন-পথের পথিক হইয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন! অতএব আমার বোধ হইতেছে, যে, আমা হইতে আর কেহই ধন্যতর নহে।”

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

সুমতি মহামুনি বিশ্বামিত্রকে সমাগম-নিবন্ধন অবশ্য কর্ত্তব্য কুশল-প্রশ্ন করিয়া কথার অবসর পাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে মুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দুই কুমার গজ ও সিংহ-সমগামী, দেবতুল্য-পরাক্রমী, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল-নয়ন-শালী, ধনুর্ধারী, বদ্ধ-তূণ, খড়্গ-সম্পন্ন, নিত্য-যৌবন সম্পন্ন অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের ন্যায় রূপশালী এবং শার্দ্দূল ও বৃষভ-সদৃশ শৌর্য্যসম্পন্ন; যেরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র আকাশের শোভা সম্পাদন করেন, সেইরূপ ইহাঁরা সমাগত হইয়া এই প্রদেশের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন; ইহাঁরা পদব্রজে কিপ্রকারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিজন্য ইহাঁরা আসিয়াছেন এবং কাহার ইহাঁরা পুত্র? হে মুনে! ইহাঁদিগকে দেখিলে, বোধ হয়, যে, যেন দুইটি অমর স্বর্গ লোক হইতে যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছেন; এই দুই বরায়ুধধর নরবর বীর কুমার পরস্পর চেষ্টিত, ইঙ্গিত ও প্রমাণে সমতুল্য; ইহাঁরা কিজন্য এই দুর্গম পথে আসিয়াছেন? আমার এই সমস্ত বিবরণ যথাতত্ত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে, আপনি নির্দেশ করুন।”

বিশ্বামিত্র তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিলেন। রাজা সুমতি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্মিত হইয়া সেই দুই সমুপস্থিত পরম অতিথি মহাবল-সম্পন্ন সৎকারার্হ দশরথনন্দনকে যথাবিধি উত্তম রূপে পূজা করিলেন। অনন্তর সেই দুই রঘুনন্দন সুমতির নিকট পরম সৎকার লাভ করিয়া সেই স্থানে রজনী অতিবাহন করিলেন। পরে তাঁহারা মিথিলাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সমস্ত মুনিরা জনকের সেই মিথিলা-নাম্নী শুভ-পুরী দেখিতে পাইয়া তাহার "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করত সৎকার করিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম তৎপ্রদেশীয় মিথিলার উপবনে একটি পুরাতন নির্জন রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! এই স্থান আশ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু সম্প্রতি উহাতে কোন ঋষি নাই; পূর্ব্বে এই আশ্রম কাঁহার ছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, আপনি বলুন।"

বাক্য-বিশারদ মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে রাঘব! যে মহাত্মা মহর্ষি কোপবশত এই আশ্রমের প্রতি শাপ দিয়াছেন, তাহা আমি যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরবর! পূর্ব্বে এই দিব্য আশ্রম মহাত্মা গৌতমের ছিল; দেবতারাও ইহার সৎকার করিতেন। হে রাজনন্দন! মহাযশস্বী গৌতম বহু বর্ষ এই আশ্রমে অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন।

"হে রঘুনন্দন! একদা গৌতমের অবর্ত্তমানে সময় বোধ করিয়া শচীপতি সহস্রাক্ষ মহেন্দ্র তাঁহার বেষ ধারণ-পূর্ব্বক অহল্যার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, 'হে সুমধ্যমে! তুমি সঙ্গমোচিত অলঙ্কারে সম্যক্ অলঙ্কৃতা হইয়া রহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত সঙ্গম করিতে আমার বাসনা হইতেছে; তুমি শীঘ্র আমার অভিলাষ পূরণ কর, অবিহিত কাল বোধ করিয়া কাল' বিলম্ব করা বিধেয় নহে, যেহেতু রমণার্থী ব্যক্তি রতিবিষয়ে বিহিত কালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না।'

"অহল্যা তাঁহাকে গৌতম-বেষ-ধারী সহস্রাক্ষ জানিতে পারিয়াও দুর্ব্বুদ্ধি-বশত দিব্য-রমণ-জনিত কুতূহল লাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়া তাদৃশ কর্ম্ম করিতে অভিপ্রায় করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ণ-মনোরথা হইয়া সুরশ্রেষ্ঠকে 'হে সর্ব্ব শক্তি-সম্পন্ন দেবনাথ! তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়াছ, সম্প্রতি শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর, এবং সর্ব্ব প্রকারে আমার ও আপনার গৌরব রক্ষা কর,' এই কথা বলিলেন। মহেন্দ্রও হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, 'হে সুশ্রোণি! আমি তোমার প্রতি অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি; যেস্থান হইতে আসিয়াছি, এই আমি সেই স্থানে চলিলাম।'

"হে রাম! তখন মহেন্দ্র এইরূপে অহল্যার সহিত সঙ্গম করিয়া গৌতমের প্রতি শঙ্কিত হইয়া সম্ভ্রম-পূর্ব্বক সত্বর সেই পর্ণশালা হইতে নির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইয়াই দেব ও দানব-গণের দুরাধর্ষণীয়, তপোবল-সমন্বিত

এবং অনলের ন্যায় দেদীপ্যমান মুনিবর গৌতমকে তীর্থোদকে স্নান করিয়া সমিৎ ও কুশ গ্রহণ-পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইলেন। সুরপতি তাঁহাকে দেখিয়াই ত্রস্ত ও বিষণ্ণ-বদন হইলেন। অনন্তর সেই সদাচারী মুনি দুর্ব্বৃত্ত সহস্রাক্ষকে আত্ম বেষ-ধারী দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রে দুর্ম্মতে! যেহেতু তুই আমার রূপ ধারণ করিয়া এই অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিস্, অতএব তুই অণ্ডকোষবিহীন হইবি।'

"মহাত্মা গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ বলিলে, সহস্রাক্ষের তখনই অণ্ডদ্বয় পতিত হইল। মহর্ষি গৌতম শক্রের তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া ভার্য্যাকেও এরূপ অভিশাপ দিলেন, 'রে দুর্ব্বৃত্তে! তুই এই আশ্রমে বহুসহস্র বর্ষ নিরাহারা, বাতভক্ষ্যা; ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া অনুতাপ করত অধিবসতি করিবি। যখন এই ঘোর বনে দশরথনন্দন দুরাধর্ষণীয় রাম আসিবেন, তখন তুই পবিত্রা হইবি,—তুই তাঁহার আতিথ্য করিয়া লোভ-রহিতা ও মোহ-বর্জ্জিতা হইয়া স্বীয় রূপ লাভ-পূর্ব্বক আমার সন্নিহিতা হওত প্রমোদ লাভ করিবি।'

"মহাতেজস্বী মহাতপস্বী গৌতম দুষ্টচারিণী অহল্যাকে ঐরূপ বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধ-চারণ-সেবিত রমণীয় হিমালয়-শৃঙ্গে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

"অনন্তর অণ্ডবিহীন শক্র অগ্নি প্রভৃতি দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, ও চারণ-গণকে বিত্রস্ত-নয়ন হইয়া বলিলেন, 'হে সুরবর-গণ! আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনার্থ ক্রোধ উৎপাদন-পূর্ব্বক সুরকার্য্য সাধন করিয়াছি,—গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অণ্ডহীন ও অহল্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ঐরূপ কঠিন অভিশাপ প্রদান করাইয়া তাঁহার তপস্যা অপহরণ করিয়াছি; অতএব তোমরা সকলে ঋষি ও চারণ-গনের সহিত আমাকে সমুষ্ক কর।

"পুরোগামী অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবেরা মরুদ্গণের সহিত শতক্রতু মহেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃদেবগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'সম্প্রতি শক্র অণ্ডহীন হইয়াছেন; এই মেষের মুষ্ক আছে, তোমরা শীঘ্র ইহার মুষ্ক গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্রে যোগ কর। তোমরা এই মেষকে মুষ্কহীন করিলে, এ তোমাদিগের সন্তোষ বিধান করিবে; পরন্তু যে সকল মানবেরা তোমাদিগের সন্তোষ সম্পাদনার্থ তোমাদিগকে মেষ প্রদান করিবে, তোমরা তাহাদিগকে অক্ষয় উত্তম ফল প্রদান করিও।'

"হে কাকুৎস্থ! পিতৃদেবেরা অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মেষের মুষ্ক-দ্বয় গ্রহণ-পূর্ব্বক সহস্রাক্ষে সন্নিবেশ করিলেন। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা মেষের মুষ্ক মহেন্দ্রে যোগ করিয়া তৎকালাবধি মিলিত হইয়া মুষ্কহীন মেষ সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, মহেন্দ্রও মহাত্মা গৌতমের তপস্যা প্রভাবে তৎকালাবধি মেষ-বৃষণ হইলেন। হে মহাপ্রভাব-সম্পন্ন রাম! তুমি পুণ্য-কর্ম্মা গৌতমের আশ্রমে

চল, এবং সেই মহাভাগা দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।”

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অগ্রে করিয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং যাঁহাকে বিধাতা এরূপ প্রযত্ন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে, দেখিলে, আপাতত “মায়াময়ী” বলিয়া বোধ হইত, এবং যাঁহাকে এত কাল সুরাসুরপ্রভৃতি সমস্ত ত্রিলোক-বাসী প্রাণীরা মিলিত হইয়াও দেখিতে পাইতেন না, সেই মনোহরাঙ্গী অহল্যাকে ধূমপরীতা প্রদীপ্তা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতীয়মানা, মেঘ ও তুষারাবৃতা পূর্ণ-চন্দ্র-প্রভার ন্যায় প্রকাশমানা ও জলের মধ্যে পতিতা দুর্দর্শনীয়া প্রদীপ্ত-সূর্য্য-প্রভার ন্যায় প্রতীয়মানা দেখিতে পাইলেন। অহল্যা গৌতমের অভিশাপে রাম সন্দর্শন না হওয়া-পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন; তৎকালে শাপের অবসান হওয়ায় সমস্ত প্রাণীরই প্রত্যক্ষ-গোচরা হইলেন। তখন রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ প্রমোদ-সংকারে তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। পরে অহল্যা গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া সুসমাহিতা হইয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া যাইয়া পাদ্য, অর্ঘ ও আতিথ্য দ্রব্য প্রদান করিলেন। কাকুৎস্থনন্দন রামও তাহা যথানিয়মে প্রতিগ্রহ করিলেন। সেই সময়ে দেবলোকে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল, এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের মহান্ মহোৎসব ও দেবলোক হইতে সেই আশ্রমে পুষ্পবৃষ্টি পতিতা হইল। দেবতারা সেই তপো-

বল-বিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমের বশীভূতা ও অনুগামিনী অহল্যাকে "সাধু সাধু" বলিয়া পূজা করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী গৌতম অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন, ও রামকে যথাবিধি পূজা করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং রামও মহামুনি গৌতমের নিকট যথাবিধি পরম-পূজা লাভ করিয়া মিথিলা পুরীর অভিমুখে গমন করিলেন।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া সেই আশ্রমের ঐশানী দিক্ দিয়া যাইয়া জনকের যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "হে মহাভাগ! আমি দেখিতেছি, ঋষিদিগের সকল আবাসস্থলই শত শত অগ্নিহোত্রাদি-সম্ভার-বাহক শকটে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, যে, মহাত্মা জনকের এই যজ্ঞে নানাদেশ-নিবাসী বেদাধ্যায়ী বহুসহস্র ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছেন; অতএব তাঁহার যজ্ঞসমৃদ্ধি অতীব সাধু। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগের বাস-স্থান অবধারণ করুন।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সলিলান্বিত নির্জন প্রদেশে আবাস স্থির করিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, অনিন্দিত নৃপবর জনক বিনয়ান্বিত ও সত্বর হইয়া তখনই পুরোহিত শতানন্দ ও মহাত্মা ঋত্বিগ্‌দিগকে অগ্রে করিয়া যথান্যায়ে

অর্ঘ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে সেই অর্ঘ্য দিলেন। বিশ্বামিত্রও মহাত্মা জনক রাজার সেই পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ও যজ্ঞের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং হর্ষ-সহকারে কুশল জিজ্ঞাসা করত যথান্যায়ে সেই সমস্ত পুরোহিত ও ঋত্বিক্-প্রভৃতি ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইলেন। পরে জনক রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে "হে ভগবন্! আপনি সমভিব্যাহারী মুনিবরদিগের সহিত আসনে উপবেশন করুন," ইহা বলিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া উপবেশন করিলেন। পরে নরপতি জনক পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও অমাত্য-গণের সহিত তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর তিনি বিশ্বামিত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার সন্দর্শন লাভ হওয়ায় অদ্য আমি ধন্য হইলাম! হে মুনিবর! আমার এই যজ্ঞও দেবগণ-কর্ত্তৃক সফলীকৃত হইল!—আমি যজ্ঞফল লাভ করিলাম! যেহেতু আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিলেন!— মুনিগণের সহিত যজ্ঞভূমিতে সমাগত হইলেন! হে ব্রহ্মর্ষে! মনস্বী উপাধ্যায়েরা আমাকে বলিয়াছেন, যে, আমার দীক্ষার নিয়মিত কালের আর দ্বাদশ দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, তৎপরে দেবতারা স্ব স্ব হবির ভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিবেন। আপনার তাঁহাদিগকে দর্শন করা উচিত।"

নরপতি জনক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া প্রহৃষ্টবদন হইলেন, এবং তখনই আবার প্রযত ও প্রাঞ্জলি হইয়া

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দুই কুমার শার্দ্দূল ও বৃষভের ন্যায় শৌর্য্য-সম্পন্ন, বীর্য্যশালী, কাকপক্ষধারী, গজসদৃশগামী, দেবতুল্য-পরাক্রমী, নিত্য-যৌবন-সম্পন্ন অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের ন্যায় রূপবান্ এবং পরস্পর শরীর-পরিমান, চেষ্টিত ও ইঙ্গিত-বিষয়ে সমতুল্য; সুতরাং ইহাঁদিগকে দেখিয়া বোধ হয়, যে, দেবলোক হইতে যেন দুই অমর যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে আসিয়াছেন; ইহাঁরা কে? কাঁহার পুত্র? যেরূপ আদিত্য ও চন্দ্র আকাশের শোভা সম্পাদন করেন, সেইরূপ ইহাঁরা এই প্রদেশের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন; ইহাঁরা কিনিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন, এবং কিপ্রকারেই বা পদব্রজে আসিয়াছেন? হে মুনে! আমি এ সমস্ত বিবরণ যথাতত্ত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি ব্যাখ্যান করুন।"

অপ্রমেয়াত্মা বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "ইহাঁরা দশরথের পুত্র। ইহাঁরা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া কয়েক দিবস অধিবসতি করিয়া অনেক রাক্ষস বধ করিয়াছেন। তৎপরে বিশালা নগরী ও অহল্যাকে সন্দর্শন করিয়া এবং গৌতমের সহিত সমাগত হইয়া আপনার সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন।"

মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনক রাজাকে ঐ সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫০॥

সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতেজস্বী, মহাতপস্বী ও তপস্যা-দ্বারা জাজ্বল্যমান-প্রভাশালী জ্যেষ্ঠ গৌতম-নন্দন শতানন্দ প্রহৃষ্টরোমা হইলেন, এবং রামকে সন্দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় লাভ করিলেন। পরে তিনি সেই দুই নৃপনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে সুখাসীন দেখিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে মহাতেজস্বি-মুনিশার্দ্দূল! আপনি ত এই রাজনন্দন রামকে আমার সেই যশস্বিনী দীর্ঘ-তপো-নিরতা মাতারে সন্দর্শন করাইয়াছেন? আমার যশস্বিনী মাতা ত সমস্ত প্রাণীরই পূজার্হ এই রামকে বন্য ফল-মূলাদি-দ্বারা পূজা করিয়াছেন? হে কৌশিক মহাতেজস্বি-মুনিশার্দ্দূল! পূর্ব্বে আমার মাতার ইন্দ্র-নিবন্ধন যে অসদাচরণ হইয়াছিল, তাহা ত আপনি রামকে কহিয়াছেন? রাম সন্দর্শনান্তে অভিশাপের অবসান হইলে, আমার মাতা ত আমার পিতার সহিত মিলিতা হইয়াছেন? এই মহাতেজস্বী রাম ত আমার মহাত্মা জনক-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রশান্ত মনে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এখানে আসিয়াছেন? হে গাধেয়! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি এ সমস্ত বিবরণ বর্ণন করুন।"

মহামুনি বাগ্মী বিশ্বামিত্র বক্তৃতা-সম্পন্ন শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হই নাই; পরন্তু তাহা সম্পাদন করিয়াছি,—যেরূপ ভৃগু-নন্দন যমদগ্নির পত্নী রেণুকা তাঁহার সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার মাতা তোমার পিতার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন।"

ধীমান্ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতেজস্বী শতানন্দ রামকে এই কথা বলিলেন, “ হে রঘুনন্দন নরবর! আপনি আমার ভাগ্যক্রমেই অপরাজিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া এখানে আসিয়াছেন, আপনার পথে ত বিঘ্ন ঘটে নাই? হে রাম! ভূমণ্ডলে আপনা হইতে ধন্যতর আর কেহই নাই! যেহেতু এই মহাতেজস্বী অমিত-প্রভাশালী গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র আপনার রক্ষিতা হইয়াছেন! ইনি অচিন্ত্যকর্ম্মা,—ইনি এতাদৃশ সুমহৎ তপ করিয়াছিলেন, যে, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেন, অধিক কি! আমি জানি, ‘ইনি সকলেরই পরম-গতি-স্বরূপ।’ এই মহাত্মা কৌশিক বিশ্বামিত্রের যেরূপ সামর্থ্য, তাহা আমি শক্তি অনুসারে যথাতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই ধর্ম্মাত্মা অরিদমন বিশ্বামিত্র বহু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। হে রাম! ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ কৃতবিদ্য প্রজাহিত-নিরত প্রজাপতি-নন্দন কুশ রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র বলবান্ সুধার্ম্মিক কুশনাভ; এবং তাঁহার পুত্র গাধি-নামে বিখ্যাত হন। এই মহামুনি অতিতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই গাধির পুত্র। ইনি রাজা হইয়া বহুসহস্র বর্ষ পৃথিবী পালন করত রাজ্য করিয়াছিলেন।

“একদা রাজত্ব-সময়ে এই মহাবল-সম্পন্ন শূরাগ্রগণ্য মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সৈন্য উদ্যোগ করিয়া অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইনি বিচরণ করিতে করিতে নানা নগর,

রাষ্ট্র, সরিৎ, মহাগিরি ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, যে, সেই আশ্রম যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক,—তাহা বিবিধ পুষ্প, লতা ও বৃক্ষ-সমন্বিত, সিদ্ধচারণ-সেবিত, বিবিধ মৃগ-গণে সমাকীর্ণ, প্রশান্ত হরিণ-গণে পরিব্যাপ্ত, ব্রাহ্মণ-গণ-শোভিত, দেবর্ষিগণ-সেবিত, ব্রহ্মর্ষি-সমূহে পরিব্যাপ্ত, শ্রীসম্পন্ন, তপঃসিদ্ধ অগ্নিতুল্য-তেজস্বী ব্রহ্মকল্প মহাত্মা মহর্ষিগণে সর্ব্বদা সমাকীর্ণ এবং অব্ভক্ষ, বায়ুভক্ষ, শীর্ণপর্ণভোজী, রাগাদিদোষশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, ফলমূলাশী, জপ-হোম-পরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানস-প্রভৃতি ঋষিগণে চতুর্দ্দিকে উপশোভিত রহিয়াছে এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর-গণেও শোভিত রহিয়াছে।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

"মহাবল বিশ্বামিত্র সেই আশ্রম সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া বিনয়-সহকারে মুনিবর বশিষ্ঠের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং মহাত্মা বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক 'আপনি ত সুখে আসিয়াছেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলেন। পরে ভগবান্ বশিষ্ঠ তাঁহাকে শিষ্য-দ্বারা আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর ধীমান্ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলে, মুনিবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে যথান্যায়ে ফল ও মূল উপহার দিলেন। মহাতেজস্বী রাজসত্তম বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট সেই পূজা লাভ করিয়া তাঁহার তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও শিষ্য সকলের কুশল জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক তাঁহাকে তত্রত্য

বৃক্ষ-সমুদায়েরও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহাতপস্বী মুনিবর ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ তাঁহাকে ‘সকল বিষয়েরই মঙ্গল,’ এই কথা বলিলেন। অনন্তর তিনি সুখোপবিষ্ট রাজা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, ‘হে পরন্তপ ধার্ম্মিক রাজসত্তম! আপনার মঙ্গল ত?—আপনি ত রাজধর্ম্মানুসারে প্রজা রঞ্জন করত ন্যায়ানুসারে তাহাদিগকে পালন করিতেছেন? আপনার ভৃত্যেরা বেতনাদি-দ্বারা সম্যক্ সম্ভৃত হইয়া আপনার শাসনানুসারে চলিতেছে ত? হে রিপুসূদন! আপনি ত সমস্ত রিপুদিগকে পরাজয় করিয়াছেন? এবং আপনার পুত্র, পৌত্র, মিত্র, সৈন্য ও কোষের ত মঙ্গল?’

“মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বিনয়ান্বিত বশিষ্ঠকে ‘সকল বিষয়েই মঙ্গল,’ ইহা বলিলেন। তখন সেই ধর্ম্মিষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পর পরম প্রমোদ-সহকারে অনেক ক্ষণ কথোপকথন করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। হে রঘুনন্দন! অনন্তর কথার অবসর পাইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, ‘হে অপ্রমেয়-প্রভাব মহাবল-সম্পন্ন রাজন্! আপনি অতিথিশ্রেষ্ঠ, সুতরাং প্রযত্ন-সহকারে পূজনীয়; অতএব আমি আপনার ও আপনার এই সমস্ত সৈন্যের যথান্যায়ে আতিথ্য করিতে বাসনা করি; আপনি আমার কৃত এই সৎকার প্রতিগ্রহ করুন।’

“রাজা বিশ্বামিত্র মহামুনি বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, ‘হে পূজনীয় মহাপ্রাজ্ঞ! আপ-

নার ঐ সৎকারানুকূল বাক্য-দ্বারাই আমার সৎকার করা হইয়াছে; বিশেষত আমি আপনার সন্দর্শন, পাদ্য, আচমনীয়, ফল, মূল, এবং আশ্রমস্থ অন্যান্য বস্তু-দ্বারা আপনা-কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রকারেই সম্যক্ পূজিত হইয়াছি। হে ভগবন্! আমি যাইব, আপনাকে নমস্কার করি; আপনি সকরুণ নয়নে আমাকে অবলোকন করুন।'

"বিশ্বামিত্র সেইরূপ বলিলে, উদারবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ আবার বারংবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র 'ভাল!' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, 'হে মুনিপুঙ্গব ভগবন্! আপনার যাহা প্রিয়, তাহাই হউক।'"

"অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া প্রীতি-সহকারে নিষ্পাপা চিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আ-হ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে কামধুক্ শবলে! এস, শীঘ্র এস, এবং আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে দেবি! আমি এই সসৈন্য রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের মহার্হ ভোজন-দ্বারা সৎকার করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি; তুমি আমার সেই অধ্যবসায় সফল কর,—তুমি আমার নিমিত্ত, ইহাঁর সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যাহার ছয় রসের মধ্যে যে যে রস প্রিয়, তাঁহার তাহার জন্য সেই সেই রস সৃষ্টি কর,—শীঘ্র সরস অন্ন, লেহ্য, চোষ্য ও পেয়-সম্বলিত সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সৃজন কর।'

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

"হে শত্রুসূদন রাম! বশিষ্ঠ সেইরূপ বলিলে, কামধুক্ শবলা সকলেরই ইচ্ছানুরূপ কমনীয় বস্তু সকল উৎপাদন করিলেন,—তিনি অনেক ইক্ষু, মধু, লাজ, মৈরেয় মদ, উত্তম উত্তম মদ্য সকল, বিবিধ বহুমূল্য পেয় ও নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিলেন। তখন উষ্ণ অন্নের অনেক পর্ব্বত-তুল্য রাশি, নানাবিধ বিশুদ্ধ পায়স, বিবিধ সূপ, অনেক দধিকুল্যা এবং নানাবিধ সুস্বাদু সরস খাণ্ডব-নামক খাদ্য-বিশেষে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রজতনির্ম্মিত ভোজন-পাত্র হইল।

"হে রাম! অনন্তর বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যই বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সম্যক্ তর্পিত হইয়া প্রহৃষ্ট হইল, এবং পুষ্টি লাভ করিল। তখন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, অন্তঃপুরবাসী প্রবর জন, মন্ত্রী, অমাত্য এবং ভৃত্য-বর্গের সহিত বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রহৃষ্ট হইলেন, ও পুষ্টি লাভ করিলেন, এবং পরম হর্ষ-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, 'হে পূজনীয় ব্রহ্মন্! আমি আপনা-কর্ত্তৃক পূজিত ও সম্যক্ সৎকৃত হইয়াছি। হে বাক্যবিশারদ! আমি আপনাকে একটি কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে ভগবন্! আপনি এক লক্ষ গবীর বিনিময়ে আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে দ্বিজবর! এই শবলা-নাম্নী গবীটি রত্নস্বরূপ; পার্থিবেরাও রত্নের অধিকারী, সুতরাং তাঁহারা বল-পূর্ব্বকও রত্ন হরণ করিয়া থাকেন; অতএব ঐ গবীটি ন্যায়ানুসারে আমারই হইতেছে, আপনি আমাকে প্রদান করুন।'

"ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মহীপতি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, 'হে অরিদমন রাজর্ষে! আমি শত সহস্র বা শত শত কোটি গো অথবা অনেক রজত-রাশির বিনিময়েও শবলাকে প্রদান করিব না, যেহেতু এই শবলা, আত্মবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায়, আমার চিরসহচরী, সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করা আমার উচিত নয়; বিশেষত আমার হব্য, কব্য, জীবন, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্কার ও বিবিধ-বিদ্যা, এসমস্তই ইহার আয়ত্ত, ইহাতে সংশয় নাই, অধিক কি! আমি সত্য-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, যে, এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব ও সন্তোষের নিদান। হে রাজন্! আমি এই সকল কারণে তোমাকে শবলা প্রদান করিব না।'

"বাক্য-বিশারদ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, 'হে সুব্রত! আমি আপনাকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত-কণ্ঠ-ভূষণ-সম্পন্ন সৌবর্ণ-কক্ষ্যা-সমন্বিত স্বর্ণাঙ্কুশ-বিভূষিত চতুর্দ্দশ সহস্র হস্তী, শ্বেতাশ্ব-চতুষ্টয়-বহনীয় কিঙ্কিণী-জাল-ভূষিত অষ্ট শত রথ, সুদেশোৎপন্ন সৎকুলীন মহাতেজস্বী এক সহস্র দশটি অশ্ব এবং এক কোটি বিবিধ-বর্ণ-বিভক্তা প্রাপ্ত-বয়স্কা গবী প্রদান করিতেছি, আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে দ্বিজোত্তম! আপনি ইহা-ব্যতীত আর যত রত্ন ও হিরণ্য অভিলাষ করেন, আমি আপনাকে ততই রত্ন ও হিরণ্য প্রদান করিব; আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন।'

" ভগবান্ বশিষ্ঠ ধীমান্ বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ' হে রাজন্! আমি কোন ক্রমেই শবলা প্রদান করিব না; যেহেতু এই শবলাই আমার রত্ন ও হিরণ্য এবং সর্ব্বস্ব, অধিক কি! উহাই আমার জীবন; উহাই দর্শ, পৌর্ণমাস ও আমার সমস্ত যজ্ঞ লাভের হেতু; এবং উহাই আমার নানাবিধ-ক্রিয়া,— উহার দ্বারাই আমি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করি, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্! আর অধিক বলিবার আবশ্যক কি! আমি এই কামদোহিনী শবলাকে প্রদান করিবই না!'

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩॥

" হে রাম! যখন বশিষ্ঠ মুনি কোন ক্রমেই কামধেনু শবলাকে প্রদান করিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র বল-পূর্ব্বক সৈনিক পুরুষ-দ্বারা শবলাকে লইয়া চলিলেন। হে রাম! শবলা মহাত্মা নরপতি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সৈনিক-দ্বারা নীয়-মানা হইয়া শোক-সন্তপ্তা ও দুঃখিতা হইলেন, এবং ক্রন্দন করিতে করিতে চিন্তা করিলেন, যে, ধার্ম্মিক বিশুদ্ধাত্মা মহাত্মা মহর্ষি বশিষ্ঠ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! যে, রাজভৃত্য-কর্ত্তৃক আমি দীনা হইয়া পরম দুঃখে নীয়-মানা হইতেছি! আমি তাঁহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি! যে, তিনি আমাকে নিষ্পাপা এবং ভক্তা দেখি-য়াও পরিত্যাগ করিলেন! হে শত্রুসূদন! তখন শবলা ঐরূপ চিন্তা-পূর্ব্বক বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মহাতেজস্বী মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট বেগ-সহকারে গমন

করিলেন,—তিনি সেই শত শত রাজভৃত্যদিগকে অপসারিত করিয়া রোদন ও চীৎকার করিতে করিতে অনিল-তুল্য বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মেঘ-তুল্য গম্ভীর নিস্বনে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মনন্দন ভগবন্! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? যে. আপনার নিকট হইতে রাজভৃত্যেরা আমাকে লইয়া যাইতেছে?'

"ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ শবলা-কর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া সেই শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়া শবলাকে, দুঃখিতা কন্যার ন্যায়, এই কথা বলিলেন, 'হে শবলে! তুমি আমার কিছু অপকার কর নাই, এবং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই; এই মহাবল-সম্পন্ন রাজা বল-পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমি উহাঁর বলে তুল্য নহি. উনি বল-সম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজা—পৃথিবীর পতি; বিশেষত গজ, বাজি ও রথে সমাকীর্ণ এবং হস্তীর উপরিস্থিত ধ্বজ-সমূহে পরিব্যাপ্ত এই অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমধিক-বল-সম্পন্ন হইয়াছেন।'

"বাক্যবিশারদা শবলা অতুল-প্রভাশালী ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ-কর্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া বিনয়-সহকারে এই বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়েরা বলবান্ নহেন, ব্রাহ্মণেরাই বলবত্তর,—ব্রাহ্মণদিগের দিব্য বল ক্ষত্রিয়-বল হইতে অত্যন্ত অধিক, ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি অপ্রমেয়-বলসম্পন্ন,—আপনার বীর্য্য অসহ্য; অতএব এই বিশ্বামিত্র

মহাবীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াও আপনা হইতে বলাধিক নহেন। হে মহাতেজস্বিন্! আমি ব্রহ্মবল-সমন্বিতা, আপনি আমাকে নিয়োগ করুন; আমি এক্ষণই এই দুরাত্মা বিশ্বামিত্রের দর্প ও সমস্ত বল বিনাশ করিতেছি।'

"হে রাম! তখন মহাযশস্বী বশিষ্ঠ শবলা-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে 'তুমি পরসৈন্য-বিনাশক সৈন্য সৃষ্টি কর,' এই কথা বলিলেন। শবলা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখনই সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। হে নৃপ! তাঁহার হম্বা রবে শত শত পহ্লবেরা উৎপন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই সৈন্য সকল বিনাশিতে লাগিল। তখন রাজা বিশ্বামিত্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধ-বিস্ফারিত নয়নে বিবিধ শস্ত্র-দ্বারা সেই সমস্ত পহ্লবদিগকে বিনাশ করিলেন।

"অনন্তর শবলা পহ্লবদিগকে বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক অর্দ্দিত দেখিয়া পুনশ্চ শত শত ভয়ানক শক ও যবনদিগকে সৃষ্টি করিলেন। সেই সমস্ত মহাবীর্য্য-সমন্বিত হেমকিঞ্জল্ক-সদৃশ-প্রভাসম্পন্ন শক ও যবন সমুদায়ে এই ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ন অসি ও পট্টিশ-ধারী হেমবর্ণ-বস্ত্র-পরিধায়ী শক ও যবনেরা প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্য সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অনেক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল অস্ত্রে সেই সমস্ত যবন, কাম্বোজ ও বর্ব্বরেরা আহত হইয়া ব্যাকুল হইল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪

" অনন্তর বশিষ্ঠ সেই সমস্ত শক-প্রভৃতিকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে মোহিত হইয়া পলায়মান হইতে দেখিয়া শবলাকে 'হে কামদোহিনি! তুমি যোগ-দ্বারা সৈন্য সৃষ্টি কর,' বলিয়া নিয়োগ করিলেন। পরে শবলার হুঙ্কারে রবিতুল্য-তেজস্বী অনেক কাম্বোজ, স্তন হইতে শস্ত্রধারী অনেক বর্ব্বর, যোনিদেশ হইতে অনেক যবন, গুহ্যদেশ হইতে অনেক শক এবং রোমকূপ হইতে অনেক হারীত ও কিরাত-প্রভৃতি ম্লেচ্ছেরা উৎপন্ন হইল। হে রঘুনন্দন! তাহারা তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত সমস্ত সৈন্য বিনাশিয়া ফেলিল।

" তখন তপস্বি-প্রবর মহাত্মা বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সৈন্য-বিনাশ দেখিয়া, বিশ্বামিত্রের এক শত তনয় পরম ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে হুঙ্কার-দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন,—সেই সমস্ত বিশ্বামিত্র-নন্দনেরা অশ্ব, রথ ও পদাতি-বর্গের সহিত মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে মহাত্মা বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত হইলেন।

" অনন্তর মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র পুত্র সকল ও সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইলেন, অধিক কি! তিনি সদ্যই নির্ব্বেগ সমুদ্রের ন্যায় বেগশূন্য এবং ভগ্নদংষ্ট্র উরগ ও রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। বিশ্বামিত্র হতপুত্র ও হতসৈন্য হইয়া, হতযজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায়, হতবল ও হতোৎসাহ হওত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং এক পুত্রকে 'তুমি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর,'

বলিয়া রাজ্য করিতে নিয়োগ করিয়া বনে গমন করিলেন। তিনি কিন্নর ও উরগগণ-সেবিত হিমালয়ের পার্শ্বে যাইয়া মহাদেবের প্রসাদার্থ সুমহৎ তপ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর কিছু কালের পর দেবদেব বৃষধ্বজ মহাদেব বর-প্রদ হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রের নয়নগোচর হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, 'হে রাজন্! আমি তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি; তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ,—তুমি তপস্যা-দ্বারা কি বর লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা নির্দ্দেশ কর।'

"মহাতপস্যাকারী বিশ্বামিত্র মহাদেব-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণতি-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে অনঘ দেবদেব মাহাদেব! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার এই অভিলাষ সফল হউক,—'আপনি আমাকে মন্ত্র ও রহস্যের সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ প্রদান করুন,—আপনার প্রসাদে আমার অন্তরে, দেব, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি, যক্ষ, দানব ও রাক্ষস-প্রভৃতিদিগের যে সকল অস্ত্র আছে, তৎসমুদয় অস্ত্রই প্রতিভা লাভ করুক।'

"হে রাম! দেবদেব মহাদেব বিশ্বামিত্রকে 'এরূপই হউক,' এই বাক্য বলিয়া তখনই চলিয়া গেলেন। তখন মহাবল-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র রাজাও মহাদেবের নিকট অস্ত্র সকল লাভ করিয়া অতীব দর্পিত হইলেন, এমন কি! তিনি দর্পপূর্ণ হইয়া উঠিলেন,—তিনি পর্ব্বকালে সমুদ্রের ন্যায় বীর্য্যে বর্দ্ধমান হইলেন, এবং ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে নিহতই বোধ করিলেন।

"অনন্তর তিনি বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া অনেক অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। হে রাম! সেই সমস্ত অস্ত্রের তেজে সেই তপোবন দগ্ধপ্রায় হইয়া পড়িল। তখন ধীমান্ বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্র সকল দেখিয়া, শত শত মুনি ও বশিষ্ঠের শিষ্য এবং সহস্র সহস্র মৃগ ও পক্ষী, বশিষ্ঠ বারংবার 'ভয় নাই, ভয় নাই,' এরূপ বলিতে লাগিলেও, সেই সকল অস্ত্রের ভয়ে ভীত হইয়া নানা দিকে পলায়ন করিলেন, এমন কি! মহাত্মা বশিষ্ঠের আশ্রম মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে শূন্য ও নিঃশব্দ হইয়া উষরভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তখন মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বশিষ্ঠ পলায়মান ব্যক্তিদিগকে 'যেরূপ ভাস্কর নীহার বিনাশ করেন, সেইরূপ গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্রকে অদ্য আমি বিনাশ করিব,' এরূপ বলিয়া রোষ-সহকারে বিশ্বামিত্রকে 'রে দুরাচার মূঢ়! যেহেতু তুই আমার এই চিরসংবৃদ্ধ আশ্রম নষ্ট করিলি, অতএব তুই জীবিত থাকিবি না,' এই বাক্য বলিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া শীঘ্র যমদণ্ডের ন্যায় দণ্ড উত্তোলন করিয়া নির্ধূম কালানলের ন্যায় প্রকাশমান হইলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

"মহাবল বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া আগ্নেয় অস্ত্র উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে 'থাক্, থাক্,' বলিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠও সেই বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,

'রে ক্ষত্রিয়াধম গাধিপুত্র! এই আমি দাঁড়াইয়া আছি! তোর যত সামর্থ্য আছে, তাহা দেখা! অদ্য আমি তোর ও তোর অস্ত্রগণের দর্প নাশ করিব! রে ক্ষত্রিয়াধম! কোথায় আমার সুমহৎ দিব্য ব্রহ্মবল, আর কোথায় তোর ক্ষাত্র বল! তুই আমার ব্রহ্মবল দেখ্!'

"বশিষ্ঠ সেইরূপ বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার ব্রহ্মদণ্ড-প্রভাবে বিশ্বামিত্রের সেই মহাঘোর আগ্নেয় অস্ত্র, যেরূপ জল-দ্বারা অগ্নির বেগ প্রশান্ত হয়, সেইরূপ প্রশান্ত হইল। তখন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বারুণ, ভয়ানক ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষিক, মানব, মোহন-নামক গান্ধর্ব্ব, স্বাপন, সন্তাপন, বিলাপন, জৃম্ভন, মোহন, দারুণ শোষণ, সুদুর্জ্জয় বজ্র, অতিপ্রিয় পৈনাক, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, বায়ব্য, মথন, হয়শির, দারুণ কালসম্বন্ধীয়, ভয়ানক কাপাল, কিঙ্কিণী এবং বিদ্যাধর-সম্বন্ধীয় সুমহৎ বাণ এবং শুষ্ক ও আর্দ্র দুই প্রকার অশনি, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ বরুণপাশ, দণ্ড, ধর্ম্মচক্র, বিষ্ণুচক্র, কালচক্র, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল-নামক মুষল ও ভয়ানক ত্রিশূল, এই সমস্ত অস্ত্র ক্রমে ক্রমে তপস্বি-প্রবর বশিষ্ঠের উপর ক্ষেপণ করিলেন। ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠও দণ্ড-দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্রই নিবারণ করিলেন, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল।

"হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই সমস্ত অস্ত্রই নিবারিত হইলে, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিতে উদ্যম করিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত দেখিয়া, অগ্নি-প্রভৃতি দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও শ্রেষ্ঠ উরগেরা সন্ত্রান্ত হইলেন, অধিব

কি! সেই অস্ত্র ক্ষেপণের উদ্যমে ত্রিলোকস্থ সকলেই সম্যক্ ত্রাসযুক্ত হইল। বশিষ্ঠ স্বীয় ব্রাহ্ম্য তেজে ব্রহ্মদণ্ড-দ্বারাই সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও সমগ্র গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সেই অস্ত্র গ্রাস-কালে মহাত্মা বশিষ্ঠের সুদারুণ ভয়াবহ ত্রিলোক-মোহ-কারী রূপ হইল,— তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নির ধূমপরীতা শিখার ন্যায় শিখা নির্গতা হইতে লাগিল, এবং তাঁহার হস্ত-স্থিত কাল-দণ্ড-তুল্য ব্রহ্মদণ্ডও নির্ধূম কালাগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। তৎকালে মুনিগণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে এইরূপ স্তব করিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আপনার বল অমোঘ; পরন্তু আপনি স্বীয় তেজে তেজ ধারণ করুন, এবং ত্রিলোকও নির্বৃতি লাভ করুক। হে ব্রহ্মন্! এই বিশ্বামিত্র মহা-বল-সম্পন্ন হইয়াও আপনা-কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন, সুতরাং আপনার বলই অতিশ্রেষ্ঠ ও অব্যর্থ।'

"মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বশিষ্ঠ মুনিগণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া প্রশান্ত হইলেন। বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে এরূপ বলিলেন, 'ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্! ব্রহ্মবলই পরম বল! কেননা, এক ব্রহ্মদণ্ড-দ্বারাই আমার সমস্ত অস্ত্র বিনাশিত হইল! আমি এই ব্যাপার দেখিয়া প্রসন্নেন্দ্রিয় ও প্রহৃষ্ট-মানস হইলাম; সম্প্রতি যে তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, আমি তাদৃশ সুমহৎ তপ করিব।'

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

"হে রঘুনন্দন রাম! অনন্তর বশিষ্ঠবৈরী মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র মহাত্মা বশিষ্ঠ-কৃত সেই আত্ম-নিগ্রহ স্মরণ করত সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দক্ষিণ-দিকে যাইয়া মহিষীর সহিত ফল-মূল-ভোজী ও দান্ত হওত পরম ঘোর তপ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ ও দৃঢ়নেত্র নামে তিনটি মহারথ সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ পুত্র জন্মিল।

"অনন্তর ক্রমে ক্রমে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, 'হে গাধেয়! এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে "রাজর্ষি" বলিয়া বোধ করিলাম,—তুমি এই তপস্যা-দ্বারা রাজর্ষি-লোক সকল লাভ করিলে।'

"হে কাকুৎস্থ! মহাতেজস্বী সর্ব্ব-লোক-প্রভু ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে স্বীয় লোকে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রও সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া পরম দুঃখিত হইলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে 'আমি সুমহৎ তপ করিয়াছি! ইহাতে আমাকে সমস্ত দেব ও ঋষিগণ "রাজর্ষি" বলিয়া বোধ করিলেন! বোধ করি, তপস্যার ফল নাই!' এই কথা বলিলেন। মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র মনে মনে ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া আবার পরম যত্ন-সহকারে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

"হে রঘুনন্দন! এই সময়ে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কু-নামক নরপতির 'আমি সশরীরে দেব-লোকে গমন করি,' এই অভিলাষে যাগ করিতে মন হইল।

তিনি বশিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-বাসনা প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে 'ইহা হইবার নহে,' বলিলেন। নরপতি ত্রিশঙ্কুও বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দক্ষিণ-দিকে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি সেই কর্ম্মের সিদ্ধির নিমিত্ত বশিষ্ঠের দীর্ঘতপস্যাকারী পুত্রদিগের উদ্দেশে, যে স্থানে তাঁহারা তপস্যা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। পরে মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু মনস্বী বশিষ্ঠপুত্রদিগকে তপস্যা-তৎপর দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই সমস্ত মহাত্মা গুরুপুত্রদিগের নিকটে যাইয়া আনুপূর্ব্বিক ক্রমে অভিবাদন করিয়া লজ্জায় অধোবদন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, 'হে তপস্যাতৎপর গুরুনন্দনগণ! আমি আপনাদিগের শরণাগত হইলাম। হে শরণ্যগণ! আমি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে মানস করিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। সম্প্রতি আপনাদিগের শরণাগত হইয়া ভূমিষ্ট মস্তকে প্রণাম করিয়া প্রসাদনপূর্ব্বক আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যে, আপনারা আমাকে সেই যজ্ঞ করিতে অনুজ্ঞা করুন। হে দ্বিজবরগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক।—হে তপোধন গুরুপুত্রগণ! আমি বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আপনাদিগকে ছাড়িয়া আর কোন গতি দেখিতেছি না, যেহেতু ইক্ষ্বাকুবংশীয়-সকলেরই পুরোহিত বশিষ্ঠই পরম-গতি; আপনারা তাঁহার পুত্র, সুতরাং আমার ইষ্ট-দেবতা-স্বরূপ; অতএব আপনারা সমাহিত হইয়া, যে যজ্ঞ-দ্বারা

আমি সশরীরে দেবলোকে যাইতে পারি, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।'

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

"হে রাম! ত্রিশঙ্কু রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বশিষ্ঠ ঋষির শত পুত্রই ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, 'রে দুর্বুদ্ধে! সত্যবাদী পুরোহিত বশিষ্ঠ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এইনিমিত্ত তুমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিপ্রকারে অন্য জনের শরণাগত হইলে! যেহেতু তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকলেরই পরমংগতি। হে পার্থিব! ভগবান্ বশিষ্ঠের বাক্য অমোঘ,—তাহা অতিক্রম করা যায় না, সুতরাং যখন তিনি "ইহা হইবার নহে," এরূপ বলিয়াছেন, তখন আমরা কোন প্রকারেই সেই যজ্ঞ আহরণ করিতে সমর্থ নহি। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি হতবুদ্ধি হইয়াছ, তুমি স্বীয় পুরে প্রতিগমন কর; ভগবান্ বশিষ্ঠ ত্রৈলোক্য যাজন করিতে সমর্থ, আমরা কিপ্রকারে তাঁহার অপমান করিতে পারি!'

"নরপতি ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগের সেই ক্রোধ-পর্য্যাকুলাক্ষর-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, 'হে তপোধনগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক। আমি ভগবান্ বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এবং আপনারা তাঁহার পুত্র, আপনারাও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, সুতরাং আমাকে গত্যন্তর অবলম্বন করিতে হইল

"মহর্ষি বশিষ্ঠের সেই মহাত্মা পুত্রেরা তাঁহার সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তুই চণ্ডালত্ব লাভ করিবি!' বলিয়া অভিশাপ দিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রজনী অতিবাহিতা হইলে, ত্রিশঙ্কু রাজা চণ্ডালত্ব লাভ করিলেন,—তিনি নীল-বর্ণ, নীলবর্ণ-বস্ত্র-পরিধায়ী, বিধ্বস্ত-কেশপাশ, শ্মশানোৎপন্ন-পুষ্পমালাধারী, চিতাভস্ম-বিভূষিত-দেহ ও লৌহ-নির্ম্মিত-ভূষণ-সমন্বিত হইলেন। হে রাম! তখন সমস্ত মন্ত্রী ও যে সকল পৌর ব্যক্তিরা তাঁহার অনুগামী ছিলেন, তাহারা তাঁহাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া ঐকমত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

"হে কাকুৎস্থ! অনন্তর পরমাত্মবান্ রাজা ত্রিশঙ্কু একক হইয়া সেই দুঃখে দিবারাত্র দহ্যমান হওত তপোধন বিশ্বা-মিত্রের নিকট গমন করিলেন। হে রাম! মহাতেজস্বী পরম ধার্ম্মিক বিশ্বামিত্র মুনি সেই রাজাকে চণ্ডালরূপী ও বিফলকর্ম্মা দেখিয়া, করুণান্বিত হইলেন। তিনি কারুণ্য-বশত সেই ঘোরদর্শন রাজাকে এই কথা বলিলেন, 'হে বীর্য্য-সম্পন্ন রাজনন্দন! আমি দিব্য নয়নে অবলোকন করিতেছি, যে, তুমি মহাবল-সম্পন্ন অযোধ্যাপতি, তুমি অভিশাপ-বশত চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব তুমি যে কার্য্য উদ্দেশ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা নির্দ্দেশ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।'

"অনন্তর বাক্যবিশারদ চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কু রাজা বক্তৃতা-সম্পন্ন বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া

তাঁহাকে বলিলেন, 'হে শুভদর্শন! "আমি যজ্ঞ করিয়া সশরীরে স্বর্গে যাই," এই আমার অভিলাষ; পরন্তু আমি গুরু ও গুরুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি. অধিক কি! সেই অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে না পারিয়া এতাদৃশ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছি। হে সৌম্য! আমি শত শত ক্রতু অনুষ্ঠান করিয়াছি, এবং ক্ষাত্র ধর্ম্ম-দ্বারা শপথ করিয়া আপনার নিকট বলিতেছি, যে, কখন আমি আপদ্গ্রস্ত হইয়াও মিথ্যা বাক্য বলি নাই, ও বলিবও না, তথাপি আমার সেই অভিলাষ সফল হইতেছে না। হে মুনিবর! আমি ধর্ম্মে প্রযতমান হইয়া বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগের পালন এবং শীল ও চরিত্র-দ্বারা মহাত্মা গুরুদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি, এবং এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিতেছি, তথাপি আমার প্রতি গুরুগণ সন্তুষ্ট হইতেছেন না; অতএব আমি বিবেচনা করি, যে, পৌরুষ নিরর্থক, দৈবই শ্রেষ্ঠ,— সকল বিষয়ই দৈব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত রহিয়াছে, সুতরাং দৈবই পরম-গতি। হে মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,— আপনা-ব্যতীত আমার আর কেহই শরণ্য নাই, সুতরাং আমি আর অন্য কোন গতি প্রাপ্ত হইব না; অতএব আমি দৈব-কর্ত্তৃক বিফলকর্ম্মা হইয়া পরম আর্ত্ত হওত আপনারই আশ্রয় লইয়া প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন,— পুরুষকার-দ্বারা দৈবকে নিবর্ত্তিত করুন।'

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

"সেই সাক্ষাৎ চণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত ত্রিশঙ্কু রাজা সেইরূপ বলিলে, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র করুণা-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, 'হে বৎস! আমি জানি, "তুমি অতীব ধার্ম্মিক এবং ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নরপতিদিগের অগ্রগণ্য," সুতরাং আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদান করিব, তুমি ভয় করিও না। হে নরাধিপ! যখন তুমি শরণ্য কৌশিকের শরণাগত হইয়াছ, তখন স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে, ইহা অনুভূত হইতেছে; গুরুর অভিশাপে তোমার এই যে রূপ হইয়াছে, তুমি এই রূপেই সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে। হে রাজন্! সম্প্রতি আমি যজ্ঞ-সাহায্য-কারী পুণ্য-কর্ম্মা মহর্ষি সকলকে আমন্ত্রণ করি, পরে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞ করিও।'

"মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে সেইরূপ বলিয়া পরম ধার্ম্মিক মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রদিগকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন, এবং সমস্ত শিষ্যদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, 'তোমরা আমার আজ্ঞাতে ঋত্বিক্ ও বশিষ্ঠ-নন্দনগণ-প্রভৃতি সমস্ত বহুশ্রুত ঋষিদিগকে সুহৃৎ ও শিষ্যবর্গের সহিত আনয়ন কর। আহূত বা অনাহূত যে, যে ব্যক্তি যে যে বাক্য বলিবে, তোমরা আমার নিকট তৎসমুদায় নিঃশেষ রূপে কীর্ত্তন করিও, ইহাতে অনাদর করিও না।'

"সেই সমস্ত শিষ্যেরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল দিকে গমন করিলেন। অনন্তর নানা দেশ হইতে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিরা আগমন করিতে লাগিলেন,

এবং সেই সমস্ত শিষ্যেরাও আগমন করিয়া তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান বিশ্বামিত্র মুনিকে সমুদায় ব্রহ্মবাদীদিগের কথাই নিবেদন করিলেন,— হে মুনিপুঙ্গব! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণেরাই আগমন করিতেছেন; অনেকে আসিয়া উপস্থিতও হইয়াছেন; কেবল মহোদয়-নামা ঋষি ও বশিষ্ঠ-নন্দনেরা আইসেন নাই। তাঁহারা সকলে রোষ-সহকারে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মুনিশার্দ্দূল! সমস্ত বশিষ্ঠ-নন্দন ও মহোদয় ক্রোধ-সংরক্ত-নয়ন হইয়া আপনাকে উদ্দেশ করিয়া "যাহার যাজক ক্ষত্রিয়! বিশেষত যে স্বয়ং চণ্ডাল! তাহার যজ্ঞ-সভায় সুর ও ঋষিরা কি প্রকারে হবি ভোজন করিতে পারেন! মহাত্মা ব্রাহ্মণেরাই বা চণ্ডালান্ন ভোজন করিয়া কিপ্রকারে স্বর্গে যাইবেন! তাঁহারা কি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া স্বর্গে যাইবেন!" এই নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন।'

"মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া রোষ-সহকারে এই কথা বলিলেন, 'আমি উগ্র-তপস্যার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছি, সুতরাং আমি নির্দ্দোষ; অতএব যখন সেই দুরাত্মা বশিষ্ঠ-পুত্রেরা বিনা দোষে আমাকে দূষিত করিতেছে, তখন তাহারা আর জীবিত থাকিবে না, ইহাতে সংশয় নাই,— অদ্যই তাহারা কালপাশে আবদ্ধ হইয়া যমদূত-কর্ত্তৃক যমলোকে নীত হইবে, এবং বিকৃতাকার, বিরূপ, ঘৃণাবিধুর, কুক্কুর-মাংসাহারী ও শব-বস্ত্রাদি-হারী মুষ্টিক (ডোম্) হইয়া সপ্ত-

শত জন্ম লাভ করত এই সকল লোকে বিচরণ করিবে; এবং দুর্ব্বুদ্ধি মহোদয়ও বিনা দোষে আমাকে দূষিত করিয়া আমার ক্রোধে সমস্ত লোকের দূষিত হইয়া নিষাদত্ব প্রাপ্ত হইবে,—নির্দ্দয় হইয়া প্রাণীদিগের প্রাণ বিনাশ করত বহু কাল দুর্গতি ভোগ করিবে।'

"মহাতেজস্বী মহাতপস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণ-মধ্যে সেইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

ঊনষষ্ট সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৯॥

"অনন্তর মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র যোগবলে মহোদয় ও বশিষ্ঠপুত্রদিগকে তপোবল-নিহত জানিয়া ঋষিগণ-মধ্যে এই কথা বলিলেন, 'এই ত্রিশঙ্কু নামে বিশ্রুত বদান্য ধার্ম্মিক ইক্ষ্বাকুনন্দন স্বীয় এই শরীরের সহিত দেবলোকে যাইতে অভিলাষী হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন; অতএব ইনি যে যজ্ঞ-দ্বারা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।'

"বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই সমস্ত ধার্ম্মিক মহর্ষিরা সহসা সমবেত হইয়া পরস্পর এই ধর্ম্মসমন্বিত বাক্য বলিলেন, 'এই অগ্নিকল্প গাধিনন্দন ভগবান্ বিশ্বামিত্র পরম কোপন-স্বভাব, সুতরাং ইনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্যক্ অনুষ্ঠান করাই উচিত, ইহাতে সংশয় নাই, যেহেতু না করিলে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে শাপ প্রদান করিবেন; অতএব যজ্ঞ আরম্ভ করা যাউক,—যে যজ্ঞ-দ্বারা বিশ্বামিত্রের তেজে এই ইক্ষ্বাকুদায়াদ সশরীরে

স্বর্গে যাইতে পারেন, সেই যজ্ঞ অস্মদাদি-কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হউক,—আমরা সকলে স্ব স্ব ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করি।'

"তখন সেই সমস্ত ঋষিরা পরস্পর সেইরূপ বলাবলি করিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অধ্বর্য্যু হইলেন। সেই সমস্ত মন্ত্রকোবিদ ঋত্বিকেরা কল্পশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবেদমন্ত্র সমস্ত কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক ক্রমে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

"অনন্তর বহু কালের পর মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র সমস্ত দেবতাদিগকে সেই যজ্ঞীয় হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আবাহন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন না। তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া রোষ-সহকারে স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিলেন, 'হে নরেশ্বর! তুমি আমার অর্জ্জিত-তপস্যার বীর্য্য দেখ! এই আমি স্বীয় তেজে তোমাকে সশরীরে স্বর্গ লোকে প্রেরণ করি!—হে রাজন্! কেহই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারে না, তুমি গমন কর!—আমি তপস্যা-দ্বারা যে ফল লাভ করিয়াছি, তুমি তাহার প্রভাবে সশরীরে স্বর্গ লাভ কর!'

"হে কাকুৎস্থ! বিশ্বামিত্র মুনি সেইরূপ বলিলে, নরপতি ত্রিশঙ্কু সেই সমস্ত মুনিদিগের সমক্ষে তখনই সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। পাকশাসন সমস্ত দেবগণের সহিত ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গ-প্রাপ্ত দেখিয়া এই কথা বলিলেন 'রে মূঢ়

ত্রিশঙ্কো! তোর স্বর্গে স্থান নাই, যেহেতু তুই গুরুশাপে অভিহত হইয়াছিস্; অতএব তুই আবার মর্ত্যলোকে গমন কর্,—তুই অবাক্‌শিরা হইয়া পড়্।'

"ত্রিশঙ্কু মহেন্দ্র-কর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ করিয়া 'ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন,' এই কথা বলিতে বলিতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন। প্রজাপতির ন্যায় তেজস্বী ঋষিগণ-মধ্যবর্ত্তী মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে 'থাক, থাক,' এই কথা বলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া দ্বিতীয়-স্থষ্টি করিতে অধ্যবসায় করিয়া দক্ষিণ-দিক্ অবলম্বন-পূর্ব্বক দক্ষিণ-মার্গস্থ অপর সাতটি ঋষি ও অপর নক্ষত্রগণ স্বজন করিলেন। সেই ঋষিগণ-মধ্যবর্ত্তী ক্রোধপরীত বিশ্বামিত্র নক্ষত্রগণ স্বজন করিয়া 'এই লোকে অপর একটি ইন্দ্র স্বজন করি, না, এই লোক ইন্দ্রবিহীন হউক,' এরূপ চিন্তা করত শেষ পক্ষ স্থির করিলেন, এবং ক্রোধ-সহকারে দেবগণেরও স্থষ্টি করিতে উপক্রম করিলেন।

"অনন্তর সুর ও অসুরেরা ঋষিগণের সহিত অতীব সম্ভ্রান্ত হইলেন, এবং মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট আসিয়া অনুনয়-সহকারে এই কথা বলিলেন, 'হে মহাভাগ তপোধন! এই রাজা গুরুশাপে অভিহত হইয়াছে, সুতরাং এ সশরীরে স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহে।'

"কৌশিক মুনিবর বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এই সুমহৎ বাক্য

বলিলেন, ‘হে সুরগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক। আমি এই ত্রিশঙ্কু ভূপতির সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা মিথ্যা করিতে বাসনা করি না; এই রাজা সশরীরে চির কাল স্বর্গসুখ অনুভব করুন, এবং যেপর্য্যন্ত সমস্ত লোক বর্ত্তমান থাকিবে, সেইপর্য্যন্ত আমার সৃষ্ট ধ্রুব ও নক্ষত্র সমস্ত ইঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করুক, আপনারা এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।’

“সেই দেবগণ মুনিবর বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, ‘হে মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনার অভিলাষ সফল হউক,—এই সকল নক্ষত্রেরা আকাশ-মণ্ডলে জ্যোতিশ্চক্র-মার্গের বহিভাগে অবস্থিতি করুক; ত্রিশঙ্কুও অধোমস্তক হইয়া সেই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে দেবের ন্যায় অবস্থিতি করুক; এবং যেরূপ স্বর্গগত ব্যক্তির নক্ষত্রেরা অনুগমন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সকল নক্ষত্রেরা এই কৃতকৃত্য ও কীর্ত্তিমান্ নৃপসত্তম ত্রিশঙ্কুর নিরত অনুগমন করুক।’

“ঋষিগণ-মধ্য-বর্ত্তী মহাতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র দেবগণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ স্তুত হইয়া ‘ভাল!’ বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। হে নরোত্তম! পরে সেই যজ্ঞের অবসান হইলে, সমস্ত দেব ও মহাত্মা তপোধন ঋষিরা, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

"হে নরশার্দ্দূল! মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত বনবাসী ঋষিদিগকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাদিগকে 'হে মহাত্মগণ! এই দক্ষিণ-দিকে আমার তপস্যার মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইল, সুতরাং আমি অন্য-দিকে যাইয়া তপস্যা করিব,—আমি পশ্চিম-দিকে যাইয়া সুখ-জনক পুষ্কর-তীরবর্ত্তী বিশাল তপোবনে সুখে তপস্যা আচরণ করিব,' এই কথা বলিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ্ বলিয়া পুষ্কর-তীর-বর্ত্তী তপোবনে যাইয়া ফল-মূল-ভোজী হইয়া দুরাধর্ষণীয় উগ্র তপ করিতে লাগিলেন।

"এই সময়ে অম্বরীষ নামে বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ অযোধ্যাধিপতি যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র সেই যজমান অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিলেন। পশু অপহৃত হইলে, পুরোহিত সেই রাজাকে বলিলেন, 'হে নরপাল! যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে, সুতরাং আপনার দুর্নীতিতে এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইল। হে পুরুষশার্দ্দূল! যে রাজা যজ্ঞ রক্ষা না করেন, তাঁহাকে সেই যজ্ঞ-বিঘ্ন-জনিত দোষ সকল বিনষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং দোষের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। হে রাজন্! একটি মনুষ্য বলি প্রদান করাই ইহার সুমহৎ প্রায়শ্চিত্ত, অতএব এই যজ্ঞ বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে, আপনি শীঘ্র একটি নর বলি আনয়ন করুন।'

"হে পুরুষশার্দ্দূল রাম! সেই মহাবুদ্ধি নরপতি অম্বরীষ উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র গবী-দ্বারাও একটি নর ক্রয় করিতে অভিলাষী হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হে তাত রঘুনন্দন! সেই মহীপতি অনুসন্-

প্রভাশালী রাজর্ষি অম্বরীষ নানাবিধ জনপদ, দেশ, নগর, বন ও পুণ্য আশ্রম সকল অন্বেষণ করিতে করিতে ভৃগুতুঙ্গ-নামক স্থানে আসিয়া পত্নী ও পুত্রগণের সহিত সমাসীন তপো-দ্বারা জাজ্বল্যমান ব্রহ্মর্ষি ঋচীককে দেখিতে পাই-লেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক প্রসাদন ও সকল বিষ-য়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বলিলেন, 'হে মহা-ভাগ ভৃগুনন্দন! আমি যজ্ঞার্থ একটি মনুষ্য বলি ক্রয় করি-বার নিমিত্ত সকল দেশ পরিক্রম করিয়াছি, কিন্তু তাদৃশ যজ্ঞীয় বলি লাভ করি নাই; যদি আপনি শতসহস্র গবী-দ্বারা একটি পুত্র বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই; আপনার এই তিনটি পুত্র আছে, আপনি মূল্য লইয়া আ-মাকে একটি পুত্র প্রদান করিতে পারেন।'

"মহাতেজস্বী ঋচীক নরপতি-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হই-য়া তাঁহাকে 'হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন প্রকারেই বিক্রয় করিব না,' এই কথা বলিলেন, এবং সেই সমস্ত মহাত্মা পুত্রদিগের মাতাও তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরশার্দ্দূল অম্বরীষকে এই কথা বলিলেন, 'হে প্রভো! ভগবান্ ভৃগুনন্দন "আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না," এই কথা বলিলেন, আমারও এই কনিষ্ঠ পুত্র শুনক অতিপ্রিয়, ইহা আপনি অবগত হউন, সেইজন্য আমি আপনাকে এই কনিষ্ঠ পুত্রটি প্রদান করিব না। হে নরশার্দ্দূল নরপাল! প্রায় জগতে জ্যেষ্ঠ নন্দনেরা জন-কের এবং কনিষ্ঠ নন্দনেরা জননীর প্রিয় হইয়া থাকে; অতএব আমি কনিষ্ঠ পুত্রটিকে রাখিব।'

"হে রাম! সেই ঋচীক মুনি ও তাঁহার ভার্য্যা সেইরূপ বলিলে, মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ স্বয়ং রাজাকে এই কথা বলিলেন, 'হে রাজপুত্র! আমার পিতা বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না," এবং মাতা বলিলেন, "কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না," সুতরাং বোধ হইতেছে, "আমি মধ্যম, আমিই বিক্রেয়," আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।'

"হে মহাবাহু-সম্পন্ন রঘুনন্দন! সেই ব্রহ্মবাদী শুনঃশেফের বাক্যের অবসান হইলে, নরপাল মহাতেজস্বী মহাযশস্বী রাজর্ষি অম্বরীষ বহুকোটি সুবর্ণ, অনেক রত্নরাশি ও শতসহস্র গবী দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন—তিনি শুনঃশেফকে রথে আরোপণ করিয়া শীঘ্র নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

একষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

"হে রঘুনন্দন! মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ নরশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফকে গ্রহণ করিয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন কালে পুষ্করতীরস্থ তপোবনে আসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। হে রাম! তিনি তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলে, পরিশ্রম ও পিপাসাতে বিষণ্ণবদন এবং পরমাতুর সেই দীনভাবাপন্ন মহাযশস্বী শুনঃশেফ অতিশ্রেষ্ঠ মাতুল বিশ্বামিত্র মুনিকে ঋষিগণের সহিত তপস্যা-পরায়ণ দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার সমীপে যাইয়া অঙ্কে পতিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন: 'হে শুভদর্শন মুনিপুঙ্গব! আমার মাতা, পিতা কি জ্ঞাতি, কেহই আমার পক্ষে নাই! বান্ধবেরা

আর কিপ্রকারে থাকিতে পারেন! সুতরাং আমি অনাথ, আপনার শরণাগত হইয়াছি; আপনি আমার জনক-স্বরূপ, আপনি করুণার্দ্র চিত্তে আমার নাথ হইয়া ধর্ম্মবলে আমাকে পরিত্রাণ করুন, যেহেতু আপনি শরণাগত ব্যক্তি-দিগের পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনার আ-মাকে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ করা উচিত। হে ধর্ম্মা-ত্মন্! আপনি সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি এরূপ বিধান করুন, যাহাতে আমিও আপনার প্রসাদে দীর্ঘায়ু ও অক্ষয় হইয়া অত্যুত্তম তপ করিয়া স্বর্গ লোকের সুখ ভোগ করিতে পারি, এবং এই রাজাও কৃতকার্য্য হন।'

"মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন, এবং পুত্রদিগকে এই কথা বলিলেন, 'হে পুত্রগণ! মঙ্গলার্থী পিতারা পর-লোকহিত-নিমিত্তই পুত্র সকল উৎপাদন করিয়া থাকেন; তোমাদিগেরও সম্প্রতি আমার পরলোকের মঙ্গল সম্পা-দন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এই যে বা-লক মুনিপুত্র আমার শরণাগত হইয়াছে, তোমরা ইহার প্রাণ দান করিয়া আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর। তো-মরা সকলেই সুকৃত-কারী ও ধর্ম্মপরায়ণ, তোমরা এই নরেন্দ্রের বলি হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন কর; তাহা হইলে, এই রাজার যজ্ঞও নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়, দেব-গণও পরিতৃপ্ত হন, এবং এই শুনঃশেফ সনাথ হয়, ও আমার বাক্যেরও সম্যক্ অনুষ্ঠান করা হয়।'

“ হে নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বামিত্র মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মধুছন্দ-প্রভৃতি পুত্রেরা অভিমান-সহকারে পরিহাস-পূর্ব্বক তাঁহাকে ‘ হে বিভো! আপনি কিপ্রকারে আত্ম-পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের পুত্রকে পরিত্রাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! আমরা দেখিতেছি, যে, উহা আত্মমাংস ভক্ষণের ন্যায় অতীব অকর্ত্তব্য কর্ম্ম!’ এই কথা বলিলেন। মুনি-পুঙ্গব বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, ‘যেহেতু তোরা ভীতিশূন্য হইয়া আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া দারুণ রোমহর্ষণ এই ধর্ম্মবিগর্হিত বাক্য বলিলি! অতএব তোরা বশিষ্ঠ-পুত্রদিগের ন্যায় মুষ্টিকা জাতিতে অনেক বার জন্ম লাভ করিয়া কুক্কুরমাংস-ভোজী হইয়া সম্পূর্ণ সহস্র বর্ষ পৃথিবীতে বিচরণ কর্!’

“ তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে সেইরূপ অভি-শাপ প্রদান করিয়া পরমার্ত্ত শুনঃশেফের বিঘ্ন নিবারণার্থ রক্ষা বিধান করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, ‘ হে মুনি-পুত্র! তুমি অম্বরীষের যজ্ঞে বৈষ্ণব যূপে পবিত্র পাশে আবদ্ধ, রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপন হইয়া অগ্নিকে আ-গ্নেয় মন্ত্র-দ্বারা স্তব করিও, এবং এই দুই দিব্য-গাথা গান করিও, তাহা হইলেই তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে।’

“ শুনঃশেফ সমাহিত হইয়া সেই দুই গাথা গ্রহণ করিলেন, এবং সত্বর রাজসিংহ অম্বরীষের সমীপে যাইয়া তাঁহা-কে ‘ হে মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজসিংহ! চলুন, আমরা শীঘ্র গমন করি। হে রাজেন্দ্র! আপনি তথায় যাইয়া যজ্ঞ সমা-

পন-পূর্ব্বক দীক্ষার নিবৃত্তি করুন,' ইহা বলিলেন। নরপতি অম্বরীষ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষসমন্বিত হইয়া আলস্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শীঘ্র যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। অনন্তর সেই রাজা সদস্যদিগের মতানুসারে শুনঃশেফকে রক্তাম্বর পরিধান করাইয়া পবিত্র কুশ-রজ্জুতে বন্ধন-পূর্ব্বক পশু-স্বরূপ করিয়া যূপে বন্ধন করিলেন। সেই মুনিনন্দন যূপে আবদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ আগ্নেয় মন্ত্রদ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া, ইন্দ্র ও ইন্দ্রানুজ বিষ্ণু, এই দুই দেবকে সেই দুই গাথা-দ্বারা যথাবৎ স্তব করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! অনন্তর বিষ্ণু ও সহস্রাক্ষ বাসব শুনঃশেফ-কর্ত্তৃক রহস্য-স্তুতি-দ্বারা তোষিত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। সেই রাজাও তাঁহাদিগের প্রসাদে সেই যজ্ঞের বহুগুণ ফল লাভ করিলেন।

"হে নরশ্রেষ্ঠ! এদিকে মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র পুষ্করতীরস্থ তপোবনে পুনশ্চ তপস্যা করিতে লাগিলেন; তাঁহার তপস্যা করিতে করিতে সহস্র বর্ষ বিগত হইল।

দ্বিষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

"সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রত-স্নান করিলেন। পরে ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেব-গণ বিশ্বামিত্রকে তপস্যার ফল প্রদান করিবার মানসে আগমন করিলেন। অনন্তর দেবদেব মহাতেজস্বী ব্রহ্মা তাঁহাকে 'তোমার মঙ্গল হইল,—তুমি স্বীয় অর্জ্জিত শুভ কর্ম্ম-দ্বারা ঋষিত্ব লাভ করিলে,' এই রুচির বাক্য বলিলেন। তিনি তাঁহাকে

সেইরূপ বলিয়া ত্রিদিবে প্রতিগমন করিলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রও পুনশ্চ সুমহৎ তপ করিতে লাগিলেন।

"হে নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর বহু কালের পর মেনকা নামে শ্রেষ্ঠা অপ্সরা পুষ্কর তীর্থে আসিয়া স্নান করিতে উপক্রম করিল। তখন গাধিনন্দন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি সেই অপ্রতিমরূপ-সম্পন্না মেনকা অপ্সরাকে, যেরূপ মেঘ-মধ্যে বিদ্যুৎ বিরাজমানা হয়, সেইরূপ সেই সরোবরে বিরাজমানা দেখিয়া কন্দর্পের দর্পের আয়ত্ত হইলেন, এবং তাহাকে এই কথা বলিলেন, 'হে অপ্সরে! তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার আগমন শুভ হউক,—তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর, এবং আমি মদন-বিমোহিত হইয়াছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর।'

"সেই বরারোহা মেনকা বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ কথিতা হইয়া তথায় বাস করিল, তাহাতে বিশ্বামিত্রের তপস্যার মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। হে রঘুনন্দন! বিশ্বামিত্রের সেই শুভদর্শন আশ্রমে মেনকা অপ্সরার সুখে বাস করিতে করিতে দশ বর্ষ কাল অতীত হইল।

"হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই দশ বর্ষ কাল অতীত হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র লজ্জান্বিতের ন্যায় চিন্তাযুক্ত ও শোকপরায়ণ হইলেন, এবং তাঁহার এতাদৃশী অমর্ষ-সমন্বিতা বুদ্ধি হইল, 'এসমস্তই দেবতাদিগের কার্য্য!—তাঁহারাই এইরূপে আমার সুমহৎ তপ অপহরণ করিয়াছেন! অন্যথা কিপ্রকারে অহোরাত্রের অপদেশে দশ বর্ষ কাল বিগত হইতে পারে!' সেই মুনিবর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে

করিতে 'আমি কাম ও মোহে অভিভূত হওয়া-প্রযুক্তই আমার এই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে!' এরূপ পশ্চাত্তাপ করত দুঃখিত হইলেন। হে রাম! তৎকালে মেনকা অপ্সরাকে ভীতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মানা দেখিয়া, মহাযশস্বী গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তাহাকে মধুর বাক্য-দ্বারা সান্ত্বনা করত বিসর্জ্জন করিলেন। পরে তিনি কামকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া উৎকট-ব্রহ্মচর্য্যা-বিষয়িনী বুদ্ধি করিয়া উত্তর-দিকে হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া কৌশিকী নদীর তীরে অতিকঠিন তপ করিতে লাগিলেন।

"হে রাম! উত্তর-দিকের পর্ব্বতে সেই বিশ্বামিত্র মুনির মহাঘোর তপ করিতে করিতে সহস্র সহস্র বর্ষ অতীত হইল। তখন দেবেরা ঋষিগণের সহিত ভীত হইলেন। তাঁহারা সকলে সম্যক্ মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন 'এই গাধি-নন্দন মঙ্গলে মঙ্গলে মহর্ষিত্ব লাভ করুন।'

"সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'হে বৎস! তোমার এই প্রদেশে আগমন শুভ হউক,—হে কৌশিক মহর্ষে! আমি তোমার এই উগ্র তপে সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আমি তোমাকে মহত্ত্ব—ঋষিমুখ্যত্ব প্রদান করিতেছি।'

"তপোধন বিশ্বামিত্র পিতামহ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণতি-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুক্তি

করিলেন, 'হে ভগবন্! যখন আপনি বলিলেন, "আমি স্বীয় অর্জ্জিত শুভ কর্ম্ম-দ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলাম," তখন বোধ হইতেছে, "আমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিব!" আমার ইন্দ্রিয়গণ কি পরাজিত হইয়াছে?'

"অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে 'হে মুনিশার্দ্দূল! তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হও নাই, জিতেন্দ্রিয় হইতে যত্ন কর,' এই কথা বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবতারা প্রস্থান করিলে, মহামুনি তপোধন বিশ্বামিত্রও ঊর্দ্ধবাহু, নিরবলম্বন ও বায়ু-ভক্ষ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন,—তিনি অহোরাত্র গ্রীষ্ম কালে পঞ্চতপা ও শিশির কালে সলিলশায়ী হইয়া এবং বর্ষা কালে অনাবৃত প্রদেশে থাকিয়া সহস্রবর্ষানুষ্ঠেয় মহাঘোর তপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র মুনি সেইরূপ তপস্যা করিতে লাগিলে, বাসব ও দেবগণের মহা-সন্তাপ হইল। তখন শক্র মরুদ্গণ-প্রভৃতি সমস্ত দেবের সহিত রম্ভাকে স্বীয় হিত-জনক ও কৌশিক বিশ্বামিত্রের অহিত-জনক বাক্য বলিলেন।

ত্রিষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

"হে রাম! ধীসম্পন্ন সুরেশ্বর সহস্রাক্ষ রম্ভাকে 'রম্ভে! তুমি এই সুমহৎ সুরকার্য্য সম্পাদন কর,—তুমি কৌশিক বিশ্বামিত্রের কাম-জনিত চিত্ত-বিকার সম্পাদন করিয়া তাঁ-হাকে প্রতারণা কর,' এরূপ বলিলে, সেই অপ্সরা লজ্জিতা হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিল, 'হে সুরেশ্বর! এই মহাভয়ানক মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার

প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে মহাঘোর অভিশাপ প্রদান করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই; হে দেব! এইজন্য আমার অতিশয় ভয় হইতেছে, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।'

"হে রাম! সেই অপ্সরা ভীতা হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সহস্রাক্ষকে সেই ভীতিসমন্বিত বাক্য বলিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'রম্ভে! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার শাসন রক্ষা কর, ভয় করিও না, যেহেতু আমি হৃদয়াকর্ষী কোকিল হইয়া কন্দর্পের সহিত তোমার পার্শ্বে রুচির মধূক বৃক্ষে অবস্থিতি করিব। ভদ্রে! তুমি পরম ভাস্বর হাব-ভাব-প্রভৃতি-গুণসমন্বিত রূপ করিয়া সেই তপস্যা-কারী কৌশিক বিশ্বামিত্র ঋষির চিত্ত-বিকার সম্পাদন কর।'

"সেই অপ্সরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যুত্তম রূপ করত কমনীয়া হইয়া মনোহর ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে প্রলোভিত করিতে উদ্যতা হইল। সেই মুনি-পুঙ্গব গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র সেই মনোহর-রব-কারী কো-কিলের শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট মানসে রম্ভাকে অবলো-কন করিলেন। অনন্তর তিনি রম্ভাকে দেখিয়া এবং তাহার অপ্রতিম গান ও সেই কোকিলের শব্দ শ্রবণ করিয়া সন্দে-হান্বিত হইলেন, এবং 'এসমস্ত সহস্রাক্ষের কর্ম্ম,' ইহা জা-নিতে পারিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'রে রম্ভে! সম্প্রতি আমি 'কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেছি, এসময়ে তুই আমাকে প্রলো-

ভিত করিতে উদ্যতা হইয়াছিস্! অতএব তুই দশ সহস্র বর্ষ শৈলীভূতা হইয়া থাকিবি! রে দুর্ভাগ্যে! কোন মহাতেজস্বী তপোবল-সমন্বিত ব্রাহ্মণ তোরে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবেন!'

"মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র স্বীয় ক্রোধ ধারণ করিতে না পারিয়া সেইরূপ বলিয়া সন্তাপ লাভ করিলেন। মহেন্দ্র ও কন্দর্প মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং রম্ভাও বিশ্বামিত্রের সেই অব্যর্থ অভিশাপে তখনই শৈলীভূতা হইল।

"হে রাম! অনন্তর কোপ-কর্ত্তৃক তপ অপহৃত হইলে, মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয় পরাজিত না হওয়াতে মনের শান্তি লাভ করিলেন না; পরন্তু তপ অপহৃত হওয়া-প্রযুক্ত তাঁহার মনে এতাদৃশী চিন্তা হইল, 'আর আমি কখন এরূপ ক্রুদ্ধ হইব না, এবং কোন প্রকারেই এরূপ শাপ-বাক্যও বলিব না; অথবা আমি শত শত বর্ষ নিশ্বাস বদ্ধ করিয়াই থাকিব,—আমি ইন্দ্রিয় জয় করিবার নিমিত্ত অনাহারী ও অনুচ্ছ্বাস হইয়া বহু বর্ষ,—যেকাল-পর্য্যন্ত আমি তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে না পারিব, তাবৎ-কাল তপস্যা-দ্বারা শরীর শোষণ করিব। তাদৃশ-তপস্যা-প্রভাবেই আমার অবয়ব সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না।' হে রাঘব! অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র তাদৃশী সহস্র-বর্ষব্যাপিনী অপ্রতিমা দীক্ষা অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

চতুঃষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

"হে রাম! অনন্তর মহামুনি বিশ্বামিত্র উত্তর-দিক্ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-দিকে যাইয়া সুদারুণ তপ করিতে লাগিলেন। তিনি সহস্রবর্ষ-ব্যাপী অত্যুত্তম মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়া অপ্রতিম পরম দুষ্কর তপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহামুনি বিশ্বামিত্র এরূপ অধ্যবসায় করিয়া কাষ্ঠভূত (ইষ্টানিষ্ট-বিবেক-জ্ঞান-বিহীনের ন্যায়) হইয়া অক্ষয় তপ করিলেন, যে, সম্পূর্ণ সহস্র বর্ষের মধ্যে বহুবিধ বিঘ্নে আক্রান্ত হইলেও তাঁহার অন্তরে ক্রোধ অবকাশ লাভ করিতে পারিল না।

"হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই সহস্র-বর্ষানুষ্ঠেয় ব্রত পূর্ণ হইলে, মহাব্রতানুষ্ঠায়ী বিশ্বামিত্র অন্ন ভোজন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপী হইয়া তাঁহার নিকট সেই সিদ্ধ অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। মহাতপস্বী ভগবান্ বিশ্বামিত্র সেই সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিতে নিশ্চয় করিয়া তখনই তাঁহাকে সমস্ত অন্ন প্রদান করিলেন, কিন্তু মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, বলিয়া সেই বিপ্রকে কিছুই বলিলেন না; প্রত্যুত অন্ন নিঃশেষিত হওয়া-প্রযুক্ত ভোজন না করিয়া সেই অবস্থাতেই পুনরায় নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

"অনন্তর মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র সেইরূপে নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া সহস্র বর্ষই অতিবাহন করিলেন। পরে সেই বদ্ধ-নিশ্বাস বিশ্বামিত্রের মস্তক হইতে সধূম অগ্নি নিঃসৃত হইল। সেই অগ্নিতে ত্রৈলোক্য অগ্নিসন্তাপিত ব্যক্তির ন্যায় সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, উরগ, এবং

রাক্ষসেরাও তাঁহার তপস্যার তেজে মোহিত ও মন্দপ্রভ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে বিমুগ্ধ-মানস হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ' হে দেব! মহামুনি বিশ্বামিত্র নানা প্রকারে লোভিত ও ক্রোধিত হইয়াছেন, তথাপি ইনি ক্রমশ তপস্যা-দ্বারা অভিবর্দ্ধিতই হইতেছেন, ইহাঁর অতিসূক্ষ্ম কিঞ্চিন্মাত্র পাপও পরিদৃশ্যমান হইতেছে না; অতএব যদি ইহাঁকে অভিলষিত বর প্রদান করা না যায়, তবে ইনি তপস্যা-দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্যই বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। হে ব্রহ্মন্! দেখুন! এখনই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যা-প্রভাবে দিক্ সকল তমোব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—কিছুই প্রকাশমান হইতেছে না; সাগর সকল ক্ষুভিত ও পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইতেছে, এমন কি! সমগ্র-পৃথিবীই প্রকম্পিতা হইতেছে; এবং ত্রিলোকবর্ত্তী সমস্ত প্রাণীই সম্যক্ ক্ষুব্ধমানস হইয়াছে,—বিমুগ্ধের ন্যায় স্বকর্ম্মানুষ্ঠান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, অধিক কি! ভাস্কর নিষ্প্রভ এবং বায়ুও সঙ্কুলগামী হইয়াছেন। হে দেব! এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিকারোপায় আমাদিগের বুদ্ধিগম্য হইতেছে না, সুতরাং আমরা প্রতিকার করিতে অসমর্থ; অতএব যেপর্য্যন্ত এই মহামুনি অগ্নিতুল্য-প্রভাশালী ভগবান্ বিশ্বামিত্র, যেরূপ পূর্ব্বে কালাগ্নি অখিল জগৎ দগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ জগৎ দগ্ধ করিতে অভিপ্রায় না করেন, তন্মধ্যেই ইহাঁকে প্রসন্ন করা উচিত; সুতরাং ইনি দেবরাজ্য বা আর যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই আপনি ইহাঁকে প্রদান করুন।'

"অনন্তর সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, 'হে ব্রহ্মর্ষে! তোমার এই প্রদেশে আগমন শুভ হউক। হে কৌশিক ব্রহ্মন্! তুমি এই উগ্র তপো-দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলে; পরন্তু আমরা তোমার তপস্যাতে সম্যক্ সন্তোষ লাভ করিয়াছি, এজন্য আমরা মরুদ্গণের সহিত তোমাকে দীর্ঘ আয়ুও প্রদান করিলাম। হে শুভ-দর্শন! তোমার অভিলাষ সফল হইয়াছে; সম্প্রতি তুমি যথাসুখে বিচরণ কর, এবং কল্যাণ প্রাপ্ত হও।'

"মহামুনি বিশ্বামিত্র পিতামহ-প্রভৃতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমুদিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করত কহিলেন, 'হে সুরবরগণ! যদি আমি ব্রাহ্মণ্য ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করিলাম, তবে চতুর্বেদ, ওঁকার ও বষট্কার আমাকে বরণ করুন, এবং ক্ষত্রবেদবিৎ ও ব্রহ্মবেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ আমাকে "ব্রহ্মর্ষি" বলিয়া সম্ভাষা করুন। হে দেবগণ! যদি এরূপ হয়, তবে আপনাদিগের আমার পরম অভিলাষ সফল করা হয়, এবং আপনারাও নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারেন।'

"অনন্তর দেবতারা তপস্বি-প্রবর ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলে, তিনি বিশ্বামিত্রের সহিত সখ্য করিলেন, এবং তাঁহাকে 'তোমার অভিপ্রায় সফল হউক,' এই কথা বলিলেন। পরে দেবতারাও তাঁহাকে 'তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ; তোমার সকলই সম্পন্ন হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই,' ইহা বলিয়া, যে যে স্থান হইতে আসিয়া-

ছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তপস্বিপ্রবর বশিষ্ঠকে পূজা করিলেন। পরে তিনি কৃতকাম হইয়া তপস্যাতৎপর থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

"হে রাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন। ইনি মুনিদিগের অগ্রগণ্য; ইনি শরীর-সম্পন্ন তপঃস্বরূপ; এবং ইনি নিয়ত ধর্ম্মনিরত ও বীর্য্য-শালীদিগের পরা কাষ্ঠা।"

মহাতেজস্বী দ্বিজবর শতানন্দ সেইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। রাজা জনক রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিধানে শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! যেহেতু আপনি এই দুই কাকুৎস্থের সহিত আমার যজ্ঞভূমিতে আগমন করিয়াছেন, অতএব আমি ধন্য ও আপনার অনুগৃহীত হইলাম,— হে কৌশিক মুনিবর! আপনি আমাকে দর্শন দিয়া পবিত্র করিলেন,— আমি আপনার সন্দর্শন লাভ করিয়া বিবিধ গুণ লাভ করিলাম। হে মহাতেজঃ-সম্পন্ন মহামুনে! আমি শতানন্দ-কর্ত্তৃক বিস্তৃত রূপে কীর্ত্তিত আপনার সুমহৎ তপ ও বহুবিধ গুণ সকল শ্রবণ করিলাম, এবং এই মহাত্মা রাম ও এই সকল সদঃস্থিত সদস্যেরাও শ্রবণ করিলেন। হে গাধিনন্দন! কেহই আপনার তপস্যার, বলের কি আপনাতে যে সকল গুণ নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ের ইয়ত্তা জ্ঞান করিতে পারে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিভো! আপনার পরমাশ্চর্য্য আখ্যান

শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না; পরন্তু দিবাকর অবনত হইতেছেন, সুতরাং আমার যজ্ঞক্রিয়ার সময় অতিক্রান্ত হইতেছে; অপনি আমাকে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। হে মহাতেজঃসম্পন্ন তপস্বিপ্রবর! কল্য প্রভাতে আসিয়া আমাকে দর্শন দিবেন। আপনার আগমন শুভ হউক।”

মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে সেইরূপ বলিয়া উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত শীঘ্র তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে মুনিশার্দ্দূল ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র প্রীতি-সম্পন্ন পুরুষবর জনক-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া প্রীতমানস হওত তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর তিনি মহাত্মা ঋষিগণ-কর্ত্তৃক অভিপূজ্যমান হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় আবাস-স্থলে গমন করিলেন।

পঞ্চষষ্ট সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৫॥

অনন্তর বিমল প্রভাত কাল উপস্থিত হইলে, নরাধিপ জনক নিত্য কার্য্য সমাধান করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আহ্বান করিলেন। পরে ধর্ম্মাত্মা জনক বিশ্বামিত্র ও সেই দুই মহাত্মা রাঘবকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে পূজা করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, “হে ভগবন্! আপনার আগমন শুভ হউক;—হে অনঘ! আমি আপনার আজ্ঞাকারী, আমাকে আপনার যে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা আপনি অনুজ্ঞা করুন।”

বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনক-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "ইহাঁরা লোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয় দশরথ রাজার পুত্র; আপনার নিকট যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত, ইহাঁরা এখানে আগমন করিয়াছেন; আপনার মঙ্গল হউক,— আপনি ইহাঁদিগকে সেই ধনু প্রদর্শন করুন, ইহাঁরাও সেই ধনু দর্শন করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হউন, এবং ইহাঁদিগের যাহা অভিলাষ হয়, তাহা করুন।"

জনক মহামুনি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ভগবন্! যেপ্রকারে আমি সেই ধনু প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যেনিমিত্ত তাহা আমার নিকট আছে, আমি সেই বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাত্মা দেবরাত নামে বিখ্যাত নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র নরপতি ছিলেন, তাঁহার হস্তে ঐ ধনু ন্যাস-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল।— পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ-কালে বীর্য্যবান্ মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ধনু আকর্ষণ-পূর্ব্বক লীলা-সহকারে দেবতাদিগকে কহিয়াছিলেন, 'হে সুরগণ! যেহেতু, আমি হবির্ভাগার্থী, তোমরা আমার ভাগ কল্পনা কর নাই, অতএব আমি তোমাদিগের সর্ব্বলোক-পূজনীয় মস্তক সকল এই ধনু-দ্বারাই ছেদন করিব।'

"হে মুনিপুঙ্গব! অনন্তর দেবগণ বিমনা হইয়া দেবেশ্বর হরকে প্রসাদন করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহাদিগকে সেই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন। হে বিভো! সেই মহাত্মা দেবদেব

মহাদেবের সেই ধনু তৎকালে দেবগণ-কর্ত্তৃক ন্যাস-স্বরূপ আমার পূর্ব্বজাত দেবরাতের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, উহাই সেই ধনু।

"হে মুনিপুঙ্গব! একদা আমি ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার লাঙ্গল-পদ্ধতি হইতে একটি কন্যা উত্থিতা হইল। আমি ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে সীতা (লাঙ্গলপদ্ধতি) হইতে সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এজন্য সেই কন্যা 'সীতা' বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই নন্দিনী ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। আমি সেই অযোনিজা কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা (যিনি স্বীয় বীর্য্যবলে সেই হরধনুর আকর্ষণাদি করিতে পারিবেন, তিনি এই কন্যা লাভ করিবেন, এরূপ পণে আবদ্ধা) করিয়া রাখিলাম।

"হে ভগবন্! অনন্তর ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই কন্যা যৌবনসম্পন্না হইলে, অনেক রাজা আসিয়া তাহাকে বরণ করিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে 'আমার এই কন্যা বীর্য্যশুল্কা, অতএব তোমাদিগের বীর্য্য না দেখিয়া আমি তোমাদিগকে কন্যা প্রদান করিতে পারি না,' ইহা বলিলাম। হে মুনিশার্দ্দূল! অনন্তর সেই নরপতি সকল মিলিত হইয়া মিথিলাতে প্রবেশ করিয়া পণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমি সেই সকল জিজ্ঞাসাতৎপর নরপতিদিগকে সেই শৈব ধনু প্রদর্শন করিলাম। তাঁহারা সেই ধনু উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না, এমন কি! তাহা পরিচালিত করিতেও পারিলেন না। হে মহামুনে! আমি

সেই সকল বীর্য্যশালী নরপতিদিগের বীর্য্য অল্প দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম।

"হে তপোধন! পরে যাহা হইল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মুনিপুঙ্গব! অনন্তর সেই সকল শ্রেষ্ঠ নরপালেরা মৎকর্ত্তৃক আত্মাকে অবমানিত বোধ করিয়া অতীব কোপাবিষ্ট হইলেন, এবং বীর্য্য-বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া পরম ক্রোধ-সহকারে মিথিলা পুরী প্রপীড়ন করত অবরোধ করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে, আমার সমস্ত সাধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তখন আমি অতীব দুঃখিত হইয়া তপস্যা-দ্বারা সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিলাম। তাঁহারাও পরম প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সকল পাপাচারী বীর্য্যহীন অথচ বীর্য্য-সন্দিগ্ধ নৃপতিরা অমাত্যগণের সহিত সেই চতুরঙ্গ সৈন্য-কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া নানা দিকে গমন করিলেন।

"হে সুব্রতানুষ্ঠায়ি-মুনিশার্দ্দূল! আমি সেই পরম ভাস্বর ধনু রাম ও লক্ষ্মণকে প্রদর্শন করিতেছি। হে মুনে! যদি এই দাশরথি রাম সেই ধনু আকর্ষণ করিতে পারেন, তবে ইহাঁকে আমি সীতানাম্নী অযোনিজা কন্যা প্রদান করিব।"

ষট্‌ষষ্ট সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৬॥

মহামুনি বিশ্বামিত্র জনক রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে "আপনি রামকে সেই ধনু প্রদর্শন করুন," এই

কথা বলিলেন। পরে জনক রাজা সচিবদিগকে "তোমরা সেই মাল্যবিভূষিত গন্ধানুলেপিত ধনু আনয়ন কর," এরূপ আদেশ করিলেন। সেই সকল অমিত-তেজস্বী সচিবেরা পুরীতে প্রবেশ করিয়া সেই ধনু অগ্রে করত নির্গত হইলেন। অতিদীর্ঘ মহাবলশালী পঞ্চ সহস্র নর অতিকষ্টে, যে অষ্ট-চক্র-সমন্বিতা মঞ্জুষাতে সেই ধনু ছিল, সেই মঞ্জুষা বহন করিল। দেবতুল্য জনক নরপতির সেই সকল মন্ত্রীরা সেই মঞ্জুষা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে "হে নরপাল! এই সেই সমস্ত রাজগণ-কর্ত্তৃক পূজিত শ্রেষ্ঠ ধনু! হে মিথিলাপাল রাজেন্দ্র! যদি আপনি এই ধনু ইহাঁদিগকে প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রদর্শন করুন," ইহা বলিলেন। নরপতি জনক তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! এই শ্রেষ্ঠ ধনু জনক-বংশীয় সকলেরই অভিপূজিত, এবং তৎকালে যে সকল মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সীতা-পরিণয়াভিলাষী রাজারা ইহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগেরও পূজীত। হে মহাভাগ মুনিবর! এই শ্রেষ্ঠ ধনু কাঁপাইতে কি উত্তোলন করিতে অথবা ইহাতে জ্যা আরোপণ করিতে, টঙ্কার দিতে কি বাণ যোগ করিতে সমস্ত দেব, দানব, রাক্ষস, কিন্নর, মহোরগ এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগেরও সামর্থ্য নাই, সুতরাং মনুষ্যদিগের ইহার আকর্ষণাদি করিবার শক্তি না থাকিলেও; আপনার অনুজ্ঞানুসারেই ইহা আনীত হইয়াছে, আপনি এই দুই রাজনন্দনকে প্রদর্শন করুন।"

বিশ্বামিত্র রঘুনন্দন রামের সহিত জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে "হে বৎস রাম! তুমি এই ধনু দর্শন কর," এই কথা বলিলেন। রামও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে, যে মঞ্জূষাতে সেই ধনু ছিল, সেই মঞ্জূষা উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক তাহা সন্দর্শন করিয়া সকলের সমক্ষেই "আমি এই দিব্য শ্রেষ্ঠ ধনু হস্ত-দ্বারা গ্রহণ করি, এবং ইহা উত্তোলন করিতে ও ইহাতে টঙ্কার দিতেও যত্ন করিব," এই কথা বলিলেন। তখন বিদেহরাজ জনক ও বিশ্বামিত্র মুনি তাঁহাকে "ভাল! ভাল!" ইহা বলিলেন। সেই নর-শ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম বিশ্বামিত্র মুনির বাক্যানুসারে বহুসহস্র দর্শন-কারী মানবদিগের সমক্ষে অবলীলাক্রমে সেই ধনুর মধ্য ভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যা আরোপণ করিলেন। তিনি তাহাতে জ্যা আরোপণ করিয়া টঙ্কার দিলেন, এবং সেই ধনু ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে সেই ধনুর নির্ঘাত-তুল্য তুমুল শব্দ হইল; যেরূপ পর্ব্বত বিদীর্ণ হইবার সময়ে তত্রত্য প্রদেশে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই প্রদেশে ভূমিকম্প হইল; এবং মুনিবর বিশ্বামিত্র, রাজা জনক ও সেই দুই রঘুনন্দন-ব্যতিরেকে তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই সেই শব্দে মোহ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর সেই সকল ব্যক্তিরা আশ্বাস প্রাপ্ত হইলে, বাক্য-বিশারদ রাজা জনক নিশ্চিন্ত হইয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে এই বাক্য বলিলেন, "হে ভগবন্! ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ করা অচিন্তনীয় ও পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার,—আমি

কখন এরূপ বিবেচনা করি নাই, যে, কেহ উহাতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবে; সুতরাং দশরথতনয় রামের যাদৃশ বীর্য্য, তাহা আমি সম্যক্ অবগত হইলাম, অতএব আমার নন্দিনী সীতা যে ইহাঁকে ভর্ত্তা লাভ করিয়া জনক-কুলের কীর্ত্তি বৃদ্ধি করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। হে কৌশিক ব্রহ্মন্! 'আমার তনয়া সীতা বীর্য্যশুল্কা,' আমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সত্য হইল; আমি রামেরে আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা নন্দিনী সীতাকে প্রদান করিব; অতএব আমার মন্ত্রীরা সত্বর হইয়া রথ-দ্বারা শীঘ্র অযোধ্যাতে যাইয়া বিনয়ান্বিত বাক্যে দশরথ রাজাকে আনয়ন করুন,—তাঁহারা অতীব শীঘ্রগামী হইয়া তথায় যাইয়া আমার নন্দিনী বীর্য্যশুল্কা সীতার বিবাহ-বিষয়ক বৃত্তান্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ আপনা-কর্ত্তৃক সম্যক্ রক্ষিত রহিয়াছেন, ইহা নিবেদন-পূর্ব্বক প্রীতি-সমন্বিত রাজা দশরথকে শীঘ্র আমার নগরীতে আনয়ন করুন। আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।"

কৌশিক বিশ্বামিত্র ধর্ম্মাত্মা জনক রাজাকে "তাহাই হউক," ইহা বলিলেন। তখন জনক মন্ত্রীদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক, রাজা দশরথকে যাহা যাহা বলিতে হইবে, তৎসমস্ত নির্দ্দেশ করিলেন, এবং নরপতি দশরথকে যথাভূত বৃত্তান্ত নিবেদন-পূর্ব্বক আনয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।

সপ্তষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

জনক-কর্ত্তৃক দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত সেই সমস্ত মন্ত্রীরা ক্লান্তবাহন হইয়া পথিমধ্যে তিন রাত্রি বাস করিয়া অযোধ্যা পুরীতে প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহারা রাজদ্বারে যাইয়া "জনক রাজা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন," বলিয়া, দ্বারপালগণ-কর্ত্তৃক রাজভবনে প্রবেশিত হইয়া দেবতুল্য নরপতি বৃদ্ধ দশরথ রাজাকে দেখিতে পাইলেন, এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নির্ভয়ে বিনয়-সহকারে তাঁহাকে মধুরাক্ষর-সমন্বিত এই বাক্য বলিলেন, "হে মহারাজ! মিথিলাধিপতি বৈদেহ রাজা জনক ঋত্বিগ্‌দিগের সহিত বারংবার স্নেহান্বিত বাক্যে আপনার এবং আপনার পুরোহিত, উপাধ্যায় ও ভৃত্য-বর্গের অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি আপনার অক্ষয় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৌশিক বিশ্বামিত্রের মতানুসারে আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন, 'হে রাজন্! আপনি পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছেন, যে, "যিনি হরধনুর আকর্ষণাদি করিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি স্বীয় তনয়া প্রদান করিব," এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এবং তৎপরে অনেক রাজা সীতার অভিলাষে এখানে আসিয়া অল্পবীর্য্য-প্রযুক্ত মৎ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বৈর নির্যাতনে উদ্যত হইলে, আমি তাঁহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়াছি। হে মহাবাহো! সম্প্রতি আপনার পুত্র মহাত্মা রাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আসিয়া বহুজন-সমাজে সেই দিব্য রত্ন-স্বরূপ ধনুর মধ্যভাগ ভগ্ন করিয়া আমার সেই নন্দিনীকে জয় করিয়াছেন, সুতরাং আমার ঐ মহাত্মাকে বীর্য্যশুল্কা সীতা দান

করা বিধেয় হইয়াছে। হে মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত শীঘ্র এখানে আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করুন, এবং আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন, তাহা হইলে, আপনার মঙ্গল হইবে,—আপনি উভয় পুত্রেরই বিবাহ-নিবন্ধন-প্রীতি উপলব্ধি করিবেন।' বিদেহরাজ জনক বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শতানন্দের মতানুসারে আপনাকে এরূপ মধুর বাক্য বলিয়াছেন।"

দশরথ রাজা সেই দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, "সেই রঘুনন্দন কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন রাম গাধিপুত্র-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বিদেহ দেশে বাস করিতেছেন। মহাত্মা জনক বীর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি আপনারা মহাত্মা জনকের চরিত্র আমাদিগের যৌন সম্বন্ধের উপযুক্ত বোধ করেন, তবে আমরা শীঘ্র তাঁহার নগরীতে গমন করি, মিথ্যা কালাতিক্রম না হউক।"

মন্ত্রীরা সমস্ত মহর্ষিদিগের সহিত তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। রাজাও অত্যন্ত প্রীত হইয়া মন্ত্রীদিগকে "কল্য যাত্রা করা যাইবে," ইহা বলিলেন। জনক রাজার সেই সমস্ত গুণসমন্বিত মন্ত্রীরা নরেন্দ্র দশরথ-কর্ত্তৃক পরম সংকৃত হইয়া প্রমোদ-সহকারে সেই রজনী যাপন করিলেন।

অষ্টষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে, রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত হর্ষ-সহকারে সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন, "অদ্য সমস্ত ধনাধ্যক্ষেরা বহু ধন ও নানাবিধ রত্ন গ্রহণ করিয়া সৈনিকবর্গে সম্যক্ রক্ষিত হইয়া অগ্রে গমন করুন; চতুরঙ্গ সৈন্য শীঘ্র নির্গত হউক; এখনই অত্যুত্তম যান ও অশ্বাদি বাহন বশিষ্ঠ-প্রভৃতিকে বহনার্থ গমন করুক; বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি, এই সকল ব্রাহ্মণেরা অগ্রে গমন করুন; এবং তুমি আমার রথ যোজনা কর। জনক-দূতেরা আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে, সুতরাং তুমি এই সমস্ত অতিশীঘ্র নির্ব্বাহ কর, যাহাতে কালবিলম্ব না হয়।"

দশরথ রাজার বাক্যানুসারে চতুরঙ্গিণী সেনা ঋষিগণের সহিত সেই গমনকারী নরেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। দশরথ রাজা পথিমধ্যে চারি দিবস বাস করিয়া বি-দেহ দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ জনক রাজাও দশরথ রাজার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিলেন। অনন্তর পার্থিবশ্রেষ্ঠ জনক প্রমোদ-সহকারে নরপাল বৃদ্ধ দশরথ রাজার নিকটে যাইয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন, এবং নরশ্রেষ্ঠ দশরথকে এই প্রমোদ-সমন্বিত বাক্য বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! আপনি আমার ভাগ্যানুসারেই এখানে আসিয়াছেন; আপনার পথে ত ক্লেশ হয় নাই? আপনি উভয় পুত্রকেই বীর্য্যলব্ধ-প্রীতি লাভ করিতে উপলব্ধি করিবেন। যেরূপ শতক্রতু ইন্দ্র দেবগণের সহিত আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ

ভগবান্ মহাতেজস্বী বশিষ্ঠও দ্বিজশ্রেষ্ঠ সকলের সহিত আমার ভাগ্যানুসারেই এখানে আসিয়াছেন। আমার ভাগ্যানুসারেই আমার কন্যা দানের প্রতিবন্ধক সকল পরাভূত হইল, এবং আমার ভাগ্যানুসারেই মহাবল-সম্পন্ন বীরাগ্রগণ্য রাঘবদিগের সহিত কন্যার সম্বন্ধ হওয়ায় আমার কুল অভিপূজিত হইল। হে নরেন্দ্র! কল্য প্রভাতে এই যজ্ঞের অবসানে আপনি ঋষিগণের সহিত বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন।”

বাক্যবিশারদ রাজা দশরথ মহীপতি জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, ‘প্রতিগ্রহ দাতার আয়ত্ত,’ সুতরাং আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।”

বিদেহাধিপতি জনক সত্যবাদী দশরথের সেই ধর্ম্ম্য যশস্য বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর পরস্পর-সমাগমে সমস্ত মুনিগণ মহাহর্ষ-সমন্বিত হইয়া সুখে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। দশরথ রাজাও জনক-কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া এবং পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া পরম হৃষ্ট হওত পরম-প্রীতি-সহকারে সেই রজনী যাপন করিলেন। মহাতেজস্বী তত্ত্বজ্ঞ জনক রাজাও ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞের অবশিষ্ট-ক্রিয়া সকল ও সেই দুই দুহিতার বিবাহোপলক্ষে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া রজনী অতিবাহন করিলেন।

একোনসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর প্রভাত হইলে, বাক্যবিশারদ জনক মহর্ষিগণের সহিত আহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে এই কথা বলিলেন, "আমার মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ অতি-ধার্ম্মিক কুশধ্বজ নামে বিখ্যাত ভ্রাতা স্বর্গোপমা শুভা সাঙ্কাশ্যা নগরীতে ইক্ষুমতী নদীর জল পান করত অধিবসতি করিতেছেন; সেই পুরী পুষ্পক-বিমানের সদৃশী এবং তাহার প্রাচীর-পরিসর পরসৈন্য নিবারণার্থ যন্ত্রফলকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই আমার মহাতেজস্বী ভ্রাতা আমার যজ্ঞ রক্ষা করিয়া থাকেন; আমি এক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করি, কেননা, তাঁহারও আমার সহ এই সীতাবিবাহ-নিবন্ধন-প্রীতি ভোগ করা উচিত।"

জনক শতানন্দের সন্নিধানে ঐরূপ বলিলে, কএক জন সমর্থ পুরুষ সমাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সেই সকল পুরুষেরা নরেন্দ্র জনকের শাসনানুসারে, যেরূপ ইন্দ্রানুচরেরা ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিষ্ণুকে আনয়নার্থ গমন করে, সেইরূপ সেই নরব্যাঘ্র কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে শীঘ্রগামী অশ্বদ্বারা গমন করিল, এবং সাঙ্কাশ্যা নগরীতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল, ও তাঁহাকে সেই সকল বিবরণ ও জনকের অভিলাষ নিবেদন করিল। সেই শীঘ্রগামী শ্রেষ্ঠ দূতদিগের প্রমুখাৎ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নরপতি কুশধ্বজ নরেন্দ্র জনকের আজ্ঞানুসারে মিথিলা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মহাত্মা ধর্ম্মবৎসল জনককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ও অতিধার্ম্মিক শতানন্দকে অভিবাদন করিয়া

রাজযোগ্য পরম দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। সেই দুই বীর্য্য-সম্পন্ন অমিত-প্রভাশালী ভ্রাতা উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুদামাকে "হে মন্ত্রিপতে! তুমি দুর্ধর্ষ ইক্ষ্বাকু-নন্দন অমিত-প্রভাশালী দশরথের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে পুত্র ও মন্ত্রীদিগের সহিত এখানে আনয়ন কর," এই কথা বলিয়া প্রেরণ করিলেন। সেই মন্ত্রী রঘুকুল-বর্দ্ধন দশরথের শিবিরে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "হে বীর্য্যসম্পন্ন অযোধ্যাধিপতে! মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনক আপনাকে উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহ দেখিতে বাসনা করিতেছেন," এই কথা বলিলেন। রাজা দশরথ জনকের সেই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি ও বন্ধু-গণের সহিত তখনই, যে স্থানে জনক ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর বাগ্মিপ্রবর রাজা দশরথ উপাধ্যায়, বান্ধব ও অমাত্য-গণের সহিত বৈদেহকে এই কথা বলিলেন, "হে মহারাজ! আপনি অবগত আছেন, 'ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের কুলদেবতা-স্বরূপ; ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সকল বিষয়েই বক্তা হইয়া থাকেন,' সুতরাং এই ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মতানুসারে মহর্ষি সকলের সহিত আমার বংশাবলি যথাক্রমে কীর্ত্তন করিবেন।"

রাজা দশরথ এরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলে, বাক্য-বিশারদ ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি বৈদেহ জনককে পুরোহিতের সহিত এই কথা বলিলেন, "নিত্য শাশ্বত ক্ষয়রহিত ব্রহ্মা মায়াসমন্বিত পর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ব্রহ্মা হইতে মরীচি জন্ম লাভ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ।

কশ্যপ হইতে সূর্য্য উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার 'মনু' বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়; তিনি পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু; তিনি অযোধ্যার পূর্ব্বতন রাজা, ইহা আপনি অবগত হউন। তাঁহার 'কুক্ষি' এই নামে বিখ্যাত পুত্র হয়; তিনি অতীব শ্রীসমন্বিত ছিলেন। তাঁহার শ্রীসম্পন্ন বিকুক্ষি-নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ বাণ। তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপ-সম্পন্ন অনরণ্য। অনরণ্য হইতে পৃথু উৎপত্তি লাভ করেন। পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহাযশস্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজস্বী মহারথ যুবনাশ্ব উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র পৃথিবীপতি মান্ধাতা। মান্ধাতা হইতে শ্রীসম্পন্ন সুসন্ধি উৎপন্ন হন। তাঁহার ধ্রুব-সন্ধি ও প্রসেনজিৎ,' এই দুই নামে দুই পুত্র হয়। ধ্রুবসন্ধি হইতে মহাযশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরত হইতে মহা-তেজস্বী অসিত জন্ম লাভ করেন।

"সেই অসিত রাজার শৌর্য্য-সম্পন্ন তালজঙ্ঘ, হৈহয় ও শশবিন্দু-দেশীয় নরপতি সকল বিপক্ষ ছিলেন। একদা তাঁহারা তাঁহার শত্রুতা আচরণ করিতে উদ্যত হন। তখন সেই অসিত রাজা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু অল্পবল-প্রযুক্ত সেই সকল নরপতি-কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। অনন্তর তিনি দুই ভা-র্য্যার সহিত হিমালয়ে যাইয়া অধিবসতি করেন, এবং কাল-ক্রমে কাল-কবলে পতিত হন। ইহা শ্রবণ করা গিয়াছে, যে, তৎকালে তাঁহার সেই দুই ভার্য্যাই গর্ব্ভবতী ছিলেন।

সেই অসিত রাজার এক পত্নী গর্ব্ভ বিনাশ করিবার মানসে সপত্নীকে গরল-মিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য প্রদান করেন।

"সেই সময়ে ভার্গব চ্যবন মুনি রমণীয় শৈলবর হিমালয়ে তপস্যা-নিরত ছিলেন। যে মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশাক্ষী অসিতপত্নী সপত্নীদত্ত গরল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেবতুল্য-তেজঃসম্পন্ন ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষিকে বন্দনা করেন,—সেই কালিন্দী দেবী অত্যুত্তম পুত্র লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া তাঁহার শরণাগতা হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। তখন সেই বিপ্রেন্দ্র ভৃগুনন্দন চ্যবন পুত্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে এই কথা বলেন, 'হে মহাভাগে! তোমার উদরে মহাতেজস্বী মহাবলশালী মহাবীর্য্য-সম্পন্ন শ্রীমান্ পুত্র আছে, অচির কালেই তোমার সেই পুত্র গরলের সহিত উৎপন্ন হইবে; হে কমলেক্ষণে! তুমি তজ্জন্য শোক করিও না।'

"অনন্তর সেই পতিব্রতা পতিরহিতা রাজপুত্রী কালিন্দী দেবী চ্যবন ঋষিকে নমস্কার করেন, এবং তাঁহার প্রসাদে পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার সপত্নী গর্ব্ভ বিনাশ করিবার মানসে তাঁহাকে যে গর (গরল) প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য সে 'সগর' এই নামে বিখ্যাত হয়।

"সেই সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান্ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র দিলীপ। তাঁহার ভগীরথনামে পুত্র হয়। ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ উৎপত্তি লাভ করেন। ককুৎস্থ হইতে রঘু উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র

তেজস্বী কল্মাষপাদ; তিনি অভিশাপ-বশত প্রবৃদ্ধ-নামক রাক্ষস হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদ হইতে শঙ্খণ উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র শীঘ্রগ। তাঁহার পুত্র মরু। তাঁহার পুত্র প্রশুশ্রুক। প্রশুশ্রুক হইতে অম্বরীষ উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মহীপতি নহুষ। তাঁহার পুত্র যযাতি। তাঁহার পুত্র নাভাগ। তাঁহার পুত্র অজ। অজ হইতে দশরথ উৎপন্ন হন। এবং এই দশরথ হইতে রাম ও লক্ষ্মণ, এই দুই ভ্রাতা উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে নরপাল! যাঁহাদিগের বংশ প্রথমাবধি অতিবিশুদ্ধ, সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় সত্যবাদী বীর্য্যশালী অতিধার্ম্মিক রাজাদিগের বংশে উৎপন্ন এই রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত আপনার দুই কন্যাকে বরণ করিতেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি এই দুই সদৃশ পাত্রে সদৃশী কন্যাদ্বয় প্রদান করুন।”

সপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

. বশিষ্ঠ ঋষি সেইরূপ বলিলে, জনক রাজা তাঁহাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক,—আমি স্বীয় বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।—হে মহামতে! কন্যাদান-বিষয়ে সদ্বংশজাত ব্যক্তির কুল আদ্যন্ত কীর্ত্তন করা উচিত, সুতরাং আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবধান করুন। নিমি নামে স্বকর্ম্ম-দ্বারা ত্রিলোক-বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তিনি সমস্ত প্রাণী হইতেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র মিথি। তাঁহার পুত্র জনক; তিনিই প্রথম জনক রাজা,—আমাদিগের সকলের 'জনক' বলিয়া খ্যাত হইবার মূল। জনক হইতে উদাবসু উৎপন্ন হন। উদাবসু হইতে নন্দিবর্দ্ধন জন্ম লাভ করেন। তাঁহার শৌর্য্য-সম্পন্ন সুকেতু নামে পুত্র হয়। সুকেতু হইতে ধর্ম্মাত্মা মহাবল-সম্পন্ন রাজর্ষি দেবরাত উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার 'বৃহদ্রথ' বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়। বৃহদ্রথ হইতে শৌর্য্য-সম্পন্ন প্রতাপশালী মহাবীর উৎপন্ন হন। তাঁহার অব্যর্থ-বিক্রম-শালী ধৈর্য্য-সম্পন্ন সুধৃতি নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতু। তাঁহার 'হর্য্যশ্ব' বলিয়া বিখ্যাত সুধার্ম্মিক পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র মরু। তাঁহার প্রতীন্ধক নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা কীর্ত্তিরথ। তাঁহার 'দেবমীঢ়' বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়। দেবমীঢ় হইতে বিবুধ জন্ম লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মহীধ্রক। তাঁহার পুত্র রাজর্ষি কীর্ত্তিরাত; তিনি মহাবল-সম্পন্ন রাজা ছিলেন। তাঁহার মহারোমা নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি স্বর্ণরোমা। তাঁহার হ্রস্বরোমা নামে পুত্র হয়। এবং সেই মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ রাজা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র হয়; আমি জ্যেষ্ঠ, এবং এই বীর্য্যসম্পন্ন কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার পিতা 'জ্যেষ্ঠ' বলিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং কুশধ্বজের ভার আমাতে সন্নিবেশিত করিয়া বনে গমন করেন। বৃদ্ধ পিতা পরলোকে গমন করিলে, আমি এই দেবতুল্য অপাপ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সস্নেহ নয়নে অবলোকন করত রাজ্যধুর বহন করিতে লাগিলাম।

"হে ব্রহ্মর্ষে! অনন্তর কিছু কালের পর সাঙ্কাশ্যা নগরী হইতে সুধন্বা নামে বীর্য্যবান্ রাজা আসিয়া এই মিথিলা পুরী অবরোধ করিলেন, এবং 'অত্যুত্তম শৈব ধনু ও তোমার কন্যা পদ্মনয়নী সীতাকে আমারে প্রদান কর,' ইহা বলিয়া আমার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পরে তাঁহার প্রার্থিত বিষয় প্রদান না করায়, আমার তাঁহার সহিত যুদ্ধ হইল। তখন আমি সেই নরপতি সুধন্বাকে যুদ্ধে বিমুখ করিয়া নিহত করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহাকে হনন করিয়া সাঙ্কাশ্যা নগরীতে এই শৌর্য্য-সম্পন্ন কুশধ্বজ ভ্রাতাকে অভিষেক করিলাম।

"হে মহামুনে! আমি জ্যেষ্ঠ, এবং এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হে মুনিশার্দ্দূল! আপনার মঙ্গল হউক। আমি পরম-প্রীতি-সহকারে আপনাকে দুইটি বধূ প্রদান করিব,—আমি রামেরে সীতাকে এবং লক্ষ্মণেরে উর্ম্মিলাকে প্রদান করিব।—হে মুনিপুঙ্গব! আমি তিন বার সত্য করিয়া বলিতেছি, যে, আপনাকে পরম-প্রীতি-সহকারে দুইটি বধূ প্রদান করিব,—দেবকন্যার ন্যায় রূপবতী আমার নন্দিনী বীর্য্যশুল্কা সীতাকে রামেরে এবং আমার উর্ম্মিলা-নাম্নী দ্বিতীয়া তনয়াকে লক্ষ্মণেরে প্রদান করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

অনন্তর জনক রাজা দশরথ রাজাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্তে গো দান ও বিবাহনিবন্ধন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন।

হে মহাবাহু-সম্পন্ন পার্থিব! আপনি প্রভু; অদ্য মঘা নক্ষত্র, তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে আপনি বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন। আপনার রাম ও লক্ষ্মণের অভ্যুদয়-নিমিত্ত গো-ভূমি-প্রভৃতি দান করা উচিত।”

একসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

বীর্য্য-সম্পন্ন বৈদেহ নরপতি সেইরূপ বলিলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে নরপুঙ্গব! ইক্ষ্বাকুদিগের ও বৈদেহদিগের বংশ অচিন্তনীয় ও অপ্রমেয়; এই দুই বংশের তুল্য আর কোন বংশই নাই; হে রাজন্! অতএব আপনাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ পরস্পর সদৃশ; বিশেষতঃ রামের সীতা এবং লক্ষ্মণের উর্ম্মিলা রূপেতেও সদৃশী হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি আমি যাহা বলিতে মানস করিয়াছি, তাহা বলিতেছি; আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে নরবর বিদেহরাজ! আপনার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মজ্ঞ পুণ্যকর্ম্মা কুশধ্বজের দুইটি কন্যা আছে, তাহাদিগের রূপের তুলনায় স্থান পৃথিবীতে নাই। হে রাজন্! যেরূপ মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত সীতা ও উর্ম্মিলাকে বরণ করিয়াছি, সেইরূপ আমি সেই দুই কুশধ্বজ-কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই দুই ধীসম্পন্ন কুমারের ভার্য্যার্থে বরণ করিতেছি। দশরথ রাজার সকল পুত্রই লোকপালের ন্যায় প্রশস্তরূপশালী ও যৌবনসম্পন্ন এবং দেবতুল্য-পরাক্রমী। হে রাজেন্দ্র! আপনারাও পুণ্যকর্ম্মা এবং ইক্ষ্বাকুবংশও নির্দ্দোষ, সুতরাং এই

উভয় ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ করিয়া ইক্ষ্বাকুকুলের সহিত আর সম্বন্ধ বৃদ্ধি করুন।”

তখন জনক বশিষ্ঠের মতানুযায়ী বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই দুই মুনিবরকে এই কথা বলিলেন, “হে মুনিপুঙ্গবদ্বয়! আমাদিগের কুল ধন্য, ইহা আমি বিবেচনা করি, কেননা, আপনারা স্বয়ং আমাকে সদৃশ কুলসম্বন্ধ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছেন। আপনাদিগের মঙ্গল হউক,—ঐরূপই হউক,—কুশধ্বজের দুই তনয়া ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী হইয়া উহাঁদিগকে ভজনা করুক। হে মহামুনিদ্বয়! এক দিবসেই এই মহাবল-সম্পন্ন রাজপুত্র-চতুষ্টয় এই চারিটি রাজপুত্রীর পাণি গ্রহণ করুন। হে ব্রহ্মর্ষিদ্বয়! পরশ্ব দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হইবে, সুতরাং ঐ দিবস বিবাহে অতিপ্রশস্ত; যেহেতু মনীষীরা বিবাহ-বিষয়ে ভগদৈবত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন।”

রাজা জনক ঐরূপ মধুর বাক্য বলিয়া উত্থান করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া সেই দুই মুনিবরকে আবার এই কথা বলিলেন, “হে মুনিবরদ্বয়! আপনারা আমার পরম ধর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, সুতরাং আমি আপনাদিগের শিষ্য হইলাম; আপনারা এই মুখ্য আসনে উপবেশন করুন। যেমন আমার অযোধ্যা নগরীর প্রভুত্ব হইয়াছে, সেইরূপ দশরথ রাজারও এই মিথিলা পুরীর প্রভুত্ব হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই; অতএব আপনারা যাহা উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা বিধান করুন।”

বৈদেহ মহীপতি জনক সেইরূপ বলিলে, রঘুনন্দন রাজা দশরথ হর্ষ-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “আপনারা উভয়ে মিথিলার পতি; আপনাদিগের গুণ অসংখ্যেয়; আপনারা ঋষি ও রাজগণেরও সম্যক্ পূজা করিয়া থাকেন; আপনাদিগের মঙ্গল হউক,—আপনারা কল্যাণ লাভ করুন।” এবং ইহাও বলিলেন, “অদ্য আমাকে যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পাদন করিতে হইবে, সুতরাং এক্ষণে আমি স্বীয় আবাসে গমন করি।”

মহাযশস্বী রাজা দশরথ সেই নরপতিকে আমন্ত্রণ করিয়া তখনই শীঘ্র সেই দুই মুনিবরকে অগ্রে করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। সেই রাজা আবাসে যাইয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিয়া রজনী যাপন-পূর্ব্বক প্রভাত কালে উত্থিত হইয়া প্রভাত-কাল-কর্ত্তব্য গোদান-রূপ অত্যুত্তম কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন,—সেই পুত্রবৎসল নরপাল রঘুনন্দন দশরথ রাজা পুত্রদিগের উদ্দেশে ধর্ম্মানুসারে চারিটি ব্রাহ্মণকে প্রত্যেককে একলক্ষ সুবর্ণশৃঙ্গ-সম্পন্না কাংস্য-দোহন-সমন্বিতা সবৎসা বহুদুগ্ধ-শালিনী গবী প্রদান করিলেন, এবং পুত্রদিগের মঙ্গলার্থী হইয়া গোদান-রূপ কার্য্য উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্য অনেক ধন দান করিলেন। অনন্তর সেই নরপতি গো দান করিয়া নন্দনগণে পরিবৃত হইয়া লোকপাল-পরিবৃত শুভদর্শন প্রজাপতির ন্যায় শোভা লাভ করিলেন।

দ্বিসপ্তত সর্গ সমাপ্ত॥ ৭২॥

যে দিবসে রাজা দশরথ গোদানরূপ উত্তম কর্ম্ম নিষ্পাদন করিলেন, সেই দিবসে ভরতের সাক্ষাৎ মাতুল কেকয়-রাজ-পুত্র বীর্য্য-সম্পন্ন যুধাজিৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজা দশরথকে অবলোকন-পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাজেন্দ্র! কেকয়রাজ স্নেহ-সহকারে আপনাকে স্বীয় কুশল বলিয়াছেন, এবং আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহা-দিগেরও সম্প্রতি কুশল। হে রঘুনন্দন মহীপতে! সেই নরপতি আমার ভাগিনেয় ভরতকে দর্শন করিতে অভি-লাষ করিয়াছেন, সেইনিমিত্ত আমি অযোধ্যায় গিয়াছি-লাম। পরে আমি সেখানে 'আপনি পুত্রদিগের বিবাহ দিবার নিমিত্ত মিথিলাতে আসিয়াছেন,' ইহা শ্রবণ করিয়া ভাগিনেয়কে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া সত্বর এখানে আগমন করিয়াছি।"

অনন্তর রাজা দশরথ পূজার্হ প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে দর্শন করিয়া পরম সৎকার-দ্বারা পূজা করিলেন। পরে ক্রিয়া-তত্ত্বজ্ঞ রাজা দশরথ মহাত্মা পুত্র সকলের সহিত রজনী যাপন করিয়া প্রভাত কালে উত্থিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাধান-পূর্ব্বক ঋষিদিগকে অগ্রে করিয়া জনকের যজ্ঞ-ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রামও কৃত-মঙ্গ-লাচার হইয়া সর্ব্বাভরণ-ভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত শুভ-লগ্নাদি-যুক্ত বিজয়াখ্য মুহূর্ত্তে বশিষ্ঠ ও অপরাপর মহর্ষি-দিগকে অগ্রে করিয়া জনকের যজ্ঞভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ বৈদেহ জনকের নিকট

যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, " হে রাজন্! নরবর রাজা দশরথ কৃত-মঙ্গলাচার পুত্রগণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দাতার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও প্রতিগৃহীতার সংযোগ হইলেই সমস্ত দানধর্ম্ম লাভ করা যায়; অতএব আপনি বিবাহোপযোগী শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করুন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে এখানে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া দাতার ধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

মহাতেজস্বী পরমোদার-স্বভাব পরম ধর্ম্মাত্মা জনক রাজা মহাত্মা বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, " আমার দ্বারে এমন দ্বারপাল কে আছে! যে তাঁহাকে প্রবেশিতে বাধা দিতে পারে! তিনি কার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন! স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিতে আবার বিচার কি! তাঁহার যেমন স্বরাজ্য, এই রাজ্যও তেমন! হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দেখুন! সম্প্রতি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিয়া আমি এই বেদিমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি, এবং অগ্নির প্রদীপ্তা শিখার ন্যায় জাজ্বল্যমান-রূপবতী আমার কন্যারাও কৃত-মঙ্গলাচারা হইয়া বেদিমধ্যে উপস্থিতা রহিয়াছে। তিনি আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত কার্য্য সমাধা করুন; তিনি কিজন্য বিলম্ব করিতেছেন?"

অনন্তর রাজা দশরথ বশিষ্ঠের প্রমুখাৎ জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত ঋষিগণ ও পুত্রদিগকে তথায় প্রবেশিত করিলেন। পরে বিদেহরাজ জনক বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন, "হে ধার্ম্মিক সর্ব্ব-কার্য্য-দক্ষ মহর্ষে! আপনি

ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বৈবাহিক কার্য্য সকল নিষ্পাদন করুন।"

মহাতপস্বী ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি জনক রাজাকে "তাহাই হউক," বলিয়া ধার্ম্মিক বিশ্বামিত্র ও শতানন্দকে অগ্রে করিয়া মণ্ডপমধ্যে যথাবিধি বেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই বেদির চতুর্দ্দিক্ গন্ধ, পুষ্প ও সুবর্ণনির্ম্মিত কোণ-দ্বারা অলঙ্কৃতা করিলেন, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে অঙ্কুর-সমন্বিত অনেক চিত্রকুম্ভ, অঙ্কুর-প্রভৃতি-সমন্বিত অনেক শরাব, ধূপ-সমন্বিত বহু ধূপপাত্র, শঙ্খযুক্ত অনেক শঙ্খপাত্র, স্রুব, স্রুক্, অর্ঘ্যাদিসমন্বিত বহু পাত্র, অনেক লাজাপূর্ণ পাত্র, সংস্কৃত অক্ষত ও অনেক সমপরিমাণ কুশ রাখিলেন। পরে মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সেই বেদিতে কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবেদমন্ত্র অগ্নি আধান করিয়া সেই অগ্নিতে বিধিমন্ত্রানুসারে হবন করিলেন।

অনন্তর জনক রাজা সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন করিয়া অগ্নির সমীপে রঘুনন্দন কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন রামের অভিমুখে স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাকে "তোমার মঙ্গল হউক,— এই আমার মহাভাগ্যবতী নন্দিনী সীতা তোমার ধর্ম্মের অর্দ্ধভাগিনী হউক,—তুমি ইহার হস্ত হস্ত-দ্বারা গ্রহণ কর; এই সীতা অতি পতিব্রতা হইবে,—ছায়ার ন্যায় তোমার সর্ব্বদা অনুগতা হইয়া থাকিবে," ইহা বলিলেন। তিনি এইরূপ বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল পরিত্যাগ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষে দেব ও ঋষিদিগের মুখ হইতে "সাধু, সাধু," এই শব্দ নির্গত হইল; দেব-

দুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল, এবং সেই প্রদেশে অতি মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইল।

অনন্তর জনক রাজা সেইরূপে মন্ত্রপূত জল-দ্বারা স্বীয়-তনয়া সীতাকে রামেরে প্রদান করিয়া হর্ষপরিপ্লুত হইয়া লক্ষ্মণকে "লক্ষ্মণ! আইস! তোমার মঙ্গল হউক,—আমি এই উর্ম্মিলাকে তোমারে প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর,—শীঘ্র ইহার পাণি পরিগ্রহ কর, কাল অতিক্রান্ত না হউক," ইহা বলিলেন। মিথিলাপতি ধর্ম্মাত্মা জনক লক্ষ্মণ-কে সেইরূপ বলিয়া ভরতকে "রঘুনন্দন! হস্ত-দ্বারা মাণ্ড-বীর হস্ত গ্রহণ কর," ইহা বলিয়া শত্রুঘ্নকে "মহাবাহো! শ্রুতকীর্ত্তির হস্ত হস্ত-দ্বারা গ্রহণ কর," ইহা বলিলেন, এবং পরিশেষে সকলকেই "হে কাকুৎস্থগণ! তোমরা সকলেই শুভদর্শন, এবং সকলেই ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত সম্যক্ আচরণ করিয়াছ; অধুনা সত্বর হইয়া পত্নীদিগের সহিত মিলিত হও, অর্থাৎ শীঘ্র অগ্ন্যাধানাদি বৈবাহিক কার্য্য সমাধা কর," এই কথা বলিলেন। জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই চারি মহাত্মা রঘুনন্দন বশিষ্ঠের মতানুসারে সেই চারি রাজকুমারীর হস্ত হস্ত-দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁ-হারা ভার্য্যাদিগের সহিত অগ্নি, বেদি, জনক রাজা ও ঋষি-দিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবিধি বৈবাহিক কার্য্য সমাধা করিলেন।

অনন্তর সেই চারি রঘুবর রাজকুমারের বিবাহোদ্দেশে স্বর্গে গন্ধর্ব্বেরা মনোহর গান ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল; এবং মিথিলা নগরীতে অন্তরীক্ষ হইতে অতীব

ভাস্বরা মহতী পুষ্পবৃষ্টি পতিতা হইল; দেবদুন্দুভি-নির্ঘোষ ও স্বর্গীয় গীত-বাদ্য-শব্দ তত্রত্য জনগণের শ্রুতি-গোচর হইল, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় পরি-দৃশ্যমান হইল। ঈদৃশ উৎকৃষ্ট তূরীশব্দ হইতে লাগিলে, সেই মহাতেজস্বী রাজনন্দনেরা তিন বার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভার্য্যা লাভ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত রঘু-নন্দনেরা ভার্য্যাদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথও ঋষি ও বান্ধবগণের সহিত অবলোকন করি-তে করিতে তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন।

ত্রিসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর রজনী অতীতা হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই দুই রাজা দশরথ ও জনককে আমন্ত্রণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে, রাজা দশ-রথও মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনককে আমন্ত্রণ করিয়া সত্বর হইয়া অযোধ্যা নগরীতে যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন মিথিলাধিপতি বিদেহরাজ জনক হর্ষসহকারে কন্যাদিগকে এক লক্ষ গো, অনেক মুখ্য কম্বল, অনেক ক্ষৌম বস্ত্র, এক কোটি সামান্য বস্ত্র, উত্তম উত্তম বহু দাস, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দাসীগণ, হিরণ্যনিচয়, বহু সুবর্ণ, অনেক মুক্তা, বহু বিদ্রুম এবং সম্যক্ অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব ও পদাতি-সমন্বিত দিব্য সৈন্য যৌতুক প্রদান করিলেন, এবং সেই কন্যাদিগকে প্রত্যেককে এক শত সখী-স্বরূপা কন্যা যৌতুক দিলেন। তিনি কন্যা-দিগকে নানাবিধ যৌতুক প্রদান করিয়া রাজা দশরথের

অনুমতি লইয়া মিথিলাতে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ মহাত্মা পুত্র, সহচর ও সৈন্যগণের সহিত ঋষি সকলকে অগ্রে করিয়া অযোধ্যার অভিমুখে গমন করিলেন।

সেই রাজা দশরথের ঋষি ও পুত্রগণের সহিত গমনকালে চারি দিক্ হইতে পক্ষী সকল তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল, এবং ভয়ানক মৃগ সকল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহা অবলোকন করিয়া, রাজা দশরথ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পক্ষী সকল ভয়ানক শব্দ করিতেছে, এবং মৃগ সকল আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে; এ কি হৃদয়-ভয়াবহ ব্যাপার?"

মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে রাজন্! ইহার যাহা ফল, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। পক্ষীদিগের মুখচ্যুত শব্দ 'উৎকট ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইবে,' ইহা জানাইতেছে, এবং মৃগ সকল প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ভয় অপনয়ন করিতেছে; অতএব আপনি এজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।"

তাঁহারা সেইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের অগ্রে প্রচণ্ড বায়ু ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করত বহিতে লাগিল; সূর্য্য অন্ধকারাবৃত হইলেন; সকলেরই দিগ্‌ভ্রম হইল; এবং দশরথের সমস্ত সৈনিক পুরুষও ভস্মাবৃত হওত অজ্ঞানের ন্যায় হইয়া

পড়িল। তৎকালে বশিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষি ও সপুত্র রাজা দশরথ, ইহাঁরাই সজ্ঞান ছিলেন, অপর সকলেই অচেতন হইয়াছিল, অধিক কি! সেই ঘোরতর অন্ধকারের সময়ে রাজা দশরথের সেই চমূ ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় হীনপ্রভা হইয়া পড়িয়াছিল।

অনন্তর রাজা দশরথ কৈলাসের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষণীয়, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ, স্বীয় তেজের দ্বারা জাজ্বল্যমান, সামান্য জনের দুর্নিরীক্ষ্য, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জটামণ্ডল-ধারী ও ভয়ঙ্করাকার ভৃগুনন্দন জামদগ্ন্য পরশুরামকে স্কন্ধে পরশু রাখিয়া এবং বিদ্যুৎ-সদৃশ-সমুজ্জ্বল-গুণসমন্বিত ধনু ও একটি ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়া ত্রিপুরান্তকর শঙ্করের ন্যায় অভিমুখে আগমনতৎপর দেখিতে পাইলেন। জপহোম-পরায়ণ বশিষ্ঠ-প্রভৃতি সমস্ত মুনিরা সেই পাবকের ন্যায় জাজ্বল্যমান ভয়ঙ্করাকার পরশুরামকে দেখিয়া পরস্পর "ইনি পিতৃবধ-জনিত ক্রোধ-প্রযুক্ত আবার সমস্ত ক্ষত্রিয় উৎসন্ন করিবেন না কি? ইনি ত পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় বধ করিয়া বিগতরোষ ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন! আবার কি ইহাঁর ক্ষত্রিয় উৎসাদন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে?" এরূপ বলাবলি করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই ভীমদর্শন ভার্গবকে "রাম! রাম!" বলিয়া সম্বোধনান্তে তাহা অর্পণ করিলেন। প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য রাম সেই ঋষিদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন।

চতুঃসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর "হে বীর দশরথনন্দন রাম! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমার বীর্য্য অতীব অদ্ভুত,—তুমি যেরূপে হরধনু ভগ্ন করিয়াছ, তাহা আমার শ্রবণ-গোচর হইয়াছে। সেইরূপে সেই ধনু ভগ্ন করা অদ্ভুত ও অচিন্ত্য ব্যাপার, সুতরাং আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অপর একটি ধনু ও পরশু গ্রহণ-পূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি; তুমি এই ভয়ঙ্করাকার সুপ্রসিদ্ধ ধনু আকর্ষণ-পূর্ব্বক ইহাতে শর সংযোগ করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন কর। আমি এই ধনু জমদগ্নির নিকট লাভ করিয়াছি; তুমি এই ধনু আকর্ষণ করিতে পারিলে, আমি তোমার বল অবগত হইয়া তোমার সহিত বীরশ্লাঘ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।" পরশুরামের রামের প্রতি উক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ বিষণ্ণবদন ও দীন হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মহামুনে! আপনি স্বাধ্যায়ব্রত-সমন্বিত ভার্গবদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং স্বয়ংও মহাতপস্বী ব্রহ্মজ্ঞানী; বিশেষত আপনার ক্ষত্রিয়ের প্রতি যে রোষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব আমার বালক পুত্রদিগকে অভয় প্রদান করুন। আপনি মহেন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়া তপস্যার জন্য বনে যাইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে অধিবসতি করিতেছেন; অতএব আপনি ধর্ম্মাত্মা হইয়া কিপ্রকারে আমার সর্ব্বস্ব বিনাশ করিবার মানসে এখানে আগমন করিয়াছেন? রামের বিনাশে আমরা যে কেহই জীবিত থাকিব না।"

রাজা দশরথ সেইরূপ বলিলেন, কিন্তু প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য পরশুরাম তাঁহার বাক্য অনাদর করিয়া রামকেই আবার এই কথা বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্ম্মা প্রযত্নসহকারে সর্ব্বলোকাভিপূজিত বলসমন্বিত দৃঢ় মুখ্য দিব্য দুইটি ধনু নির্ম্মাণ করেন। হে কাকুৎস্থ! সুরগণ তন্মধ্যে একটি ধনু ত্রিপুর বিনাশার্থ যুদ্ধোদ্যত ত্র্যম্বক মহাদেবকে দিয়াছিলেন; সেই ধনু তুমি ভগ্ন করিয়াছ। এবং সেই সুরোত্তমেরা দ্বিতীয় ধনুটি বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন; তাহা এই। হে রাম! এই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু শৈব ধনুর তুল্য বল-সম্পন্ন।

"হে কাকুৎস্থ! সেই সময়ে দেবতারা বিষ্ণু ও শিতিকণ্ঠ মহাদেবের বলাবল অবগত হইবার মানসে পিতামহকে তাঁহাদিগের বলাবল জিজ্ঞাসা করেন। সত্য-সঙ্কল্প পিতামহ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিষ্ণু ও মহাদেবের বিরোধ জন্মাইয়া দেন। তাঁহাদিগের বিরোধ হইলে, তাঁহারা পরস্পরকে পরাজয় করিবার অভিলাষে রোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ করেন। তখন বিষ্ণুর হুঙ্কারে ত্রিলোচন মহাদেব স্তব্ধ হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার সেই ভীমপরাক্রম ধনুটিও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। পরে দেবতারা ঋষি ও চারণগণের সহিত নিকটে যাইয়া সেই দুই সুরোত্তমকে প্রার্থনা করিয়া প্রশান্ত করেন, এবং বিষ্ণুর পরাক্রমে সেই শৈব ধনুকে স্তব্ধ হইতে দেখিয়া তাঁহাকে সমধিক বলবান্ বোধ করেন।

"হে রাম! অনন্তর মহাযশস্বী রুদ্র সেই ধনুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা বাণের সহিত বৈদেহ রাজর্ষি দেবরাতের

হস্তে সমর্পণ করেন, এবং বিষ্ণুও সেই স্বীয় ধনু ন্যাস-স্বরূপ ভার্গব ঋচীককে দেন; ইহা সেই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু। মহাতেজস্বী ঋচীক সেই দিব্য ধনু স্বীয় পুত্র মহাত্মা জমদগ্নিকে প্রদান করেন; তিনি আমার পিতা, তিনি কখন উহা ব্যবহার করেন নাই।

"আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অনবরত তপস্যা-নিরত থাকিতেন। একদা কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নীচবুদ্ধি অব-লম্বন করিয়া তাঁহাকে বধ করে। আমি তাদৃশ সুদারুণ অসঙ্গত পিতৃবধ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বার ক্ষত্রিয় উৎসন্ন করিয়াছি, এমন কি! সদ্যোজাত ও গর্ব্ভস্থ ক্ষত্রিয় বালক-পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়াছি। অপিচ আমি সবলে অখিল ভূমণ্ডল অর্জন-পূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদবসানে মহাত্মা কশ্যপকে সেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা-নিমিত্ত সমগ্র-পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছি।

"অনন্তর আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইয়া তপোবল-সমন্বিত হইয়া রহিয়াছি; সম্প্রতি তুমি হরধনু ভগ্ন করিয়াছ, ইহা শ্রবণ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। হে রাম! ইহা সেই সুমহৎ বৈষ্ণব ধনু, আমি 'পৈতৃক' বলিয়া লাভ করিয়াছি, তুমি এই শ্রেষ্ঠ ধনু ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে গ্রহণ কর, এবং ইহাতে এই পরপুর-বিনাশ-সমর্থ বাণ যোজনা কর। হে কাকুৎস্থ! যদি তাহা করিতে পার, তবে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।"

পঞ্চসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

দাশরথি রাম জামদগ্ন্য পরশুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতাকে মান্য করিয়া যতবাক্ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে ভার্গব! তুমি পিতার নিকট অঋণী হইবার নিমিত্ত যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা শ্রবণ করিয়াছি! তুমি ব্রাহ্মণ! এজন্য তুমি আমাকে হীনবীর্য্যের ন্যায় 'ক্ষাত্র ধর্ম্মে অশক্ত' বলিয়া অবজ্ঞা করিলেও, তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম: এক্ষণ তুমি আমার পরাক্রম অবলোকন কর!"

রঘুনন্দন রাম তাহা বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগুনন্দন পরশুরামের হস্ত হইতে সেই শ্রেষ্ঠ ধনু ও শর অল্প বলেই গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাতে জ্যা আরোপণ-পূর্ব্বক সেই শর সন্ধান করিয়া ক্রোধ-সহকারে জামদগ্ন্য রামকে ইহা বলিলেন, "হে রাম! একে ত তুমি ব্রাহ্মণ, তাহে আবার বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র, সুতরাং আমার পূজনীয়; অতএব তোমার প্রাণবিনাশকর শর মোচন করিতে পারিলাম না! এবং বীর্য্য-দ্বারা পরবল-দর্প-বিনাশকারী ও পরপুর-বিজয়ী এই দিব্য বৈষ্ণব শরও কখন ব্যর্থ নিপতিত হয় না; অতএব আমার এতাদৃশী বাসনা হইতেছে, যে, তোমার গতিশক্তি কিংবা তোমার স্বকর্ম্মার্জ্জিত অপ্রতিম লোক সকল বিনাশ করি!"

সেই সময়ে দেবতারা ঋষিগণের সহিত পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেই বরায়ুধধারী দশরথ-নন্দন রামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন, এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগেরাও সেই পরমাদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে তথায় আগমন করিলেন।

অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠধনুর্দ্ধারী দাশরথি রাম পরশুরামের তেজ হরণ করিয়া তাঁহাকে জড়ীভূত করিলেন। তখন তেজ ও বীর্য্য বিগত হওয়ায়, সেই জড়ীভূত জামদগ্ন্য রাম নির্বীর্য্য হইয়া কিয়ৎ কাল কেবল সেই কমলপত্রাক্ষ দাশরথি রামকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন, পরে তাঁহাকে ধীরে ধীরে কহিলেন, " হে কাকুৎস্থ! যখন আমি কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলাম, তখন সেই আমার গুরু কশ্যপ আমাকে 'আমার রাজ্যে বাস করিও না,' ইহা বলিয়াছিলেন। হে ককুৎস্থ-নন্দন! আমি যে অবধি গুরু কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছি, তদবধি তাঁহার বাক্যানুসারে কখন এই পৃথিবীতে রজনী অতিবাহন করি না; সুতরাং আমাকে মনের ন্যায় দ্রুত গমনে মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইতে হইবে; অতএব আমার গতিশক্তি বিনাশ করিবেন না। হে শৌর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম! আমি তপস্যা-দ্বারা যে সকল অপ্রতিম লোক অর্জ্জন করিয়াছি, তৎসমুদায় ঐ মুখ্য বাণ-দ্বারা শীঘ্র নিহত করুন, যেন কাল অতিক্রান্ত না হয়। হে পরন্তপ! আপনি এই ধনু গ্রহণ ও আকর্ষণ করাতে আমি অবগত হইলাম, যে, আপনি অক্ষয় মধুহন্তা সুরেশ্বর বিষ্ণু; আপনার মঙ্গল হউক। হে কাকুৎস্থ! আপনি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, এবং যুদ্ধে অপ্রতিমকর্ম্মা,—কেহই আপনার সহ স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না; ঐ দেখুন! ঐ সকল সুরসমূহ আপনাকে দর্শন করিতে সমাগত হইয়াছেন; অতএব আপনা-কর্ত্তৃক বিমুখীকৃত হওয়ায় আমার লজ্জা হইতে পারে না। হে

সুব্রত রক্ম। সম্প্রতি আপনি ঐ অপ্রতিম শর মোচন করুন; আপনি ঐ শর মোচন করিলে, আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইব।”

জামদগ্ন্য রাম সেইরূপ বলিলে, শ্রীমান্ প্রতাপবান্ দশরথ-নন্দন রাম সেই শ্রেষ্ঠ শর ক্ষেপণ করিলেন। তখন প্রভু জামদগ্ন্য রামও স্বীয় তপোর্জ্জিত স্বর্গলোক সকল দাশরথি রাম-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া শীঘ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন,—তিনি দাশরথি রাম-কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আত্মগতি সম্পাদনার্থ গমন করিলেন। অনন্তর দিক্ ও বিদিক্ সকল অন্ধকার-বিহীন হইল, এবং সুরসকল ঋষিগণের সহিত সেই ধনুর্দ্ধারী দাশরথি রামকে প্রশংসা করিলেন।

ষট্‌সপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

জামদগ্ন্য রাম গমন করিলে, মহাযশস্বী দাশরথি রাম প্রশান্তচিত্ত হইয়া অপ্রমেয় বরুণ দেবকে সেই ধনু প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই রঘুনন্দন রাম, বশিষ্ঠ-প্রভৃতি ঋষিদিগকে অভিবাদন করিয়া পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে বিকল দেখিয়া “হে পিতঃ! জামদগ্ন্য রাম গমন করিয়াছেন; সম্প্রতি আপনার এই চতুরঙ্গিণী সেনা আপনা-কর্ত্তৃক পালিতা হইয়া অযোধ্যার অভিমুখে গমন করুক,” ইহা বলিলেন। রাজা দশরথ স্বীয় পুত্র রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হস্ত-দ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, এবং জামদগ্ন্য রাম গিয়া-

ছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইলেন, ও তৎকালে আত্মা ও পুত্রকে পুনর্জাত বোধ করিলেন। পরে তিনি সেই সেনাকে যাইতে আদেশ করিলেন। সেই সৈন্যগণও শীঘ্র অযোধ্যাতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

সেই সময়ে সেই অতিরম্যা নগরী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ পতাকা-সমূহে রমণীয়া, হস্ত-দ্বারা মাঙ্গল্য-দ্রব্যধারী রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষী পৌর ব্যক্তি-ব্যূহে পরিব্যাপ্তা এবং স্থানান্তর হইতে সমাগত জন-সমূহে সম্যক্ অলঙ্কৃতা ছিল; তাহার রাজপথ সকল জলসিক্ত ও রাশি রাশি কুসুমে পরিব্যাপ্ত ছিল; এবং সেই নগরীর সর্ব্ব স্থানেই তূর্য্য-প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইতেছিল।

শ্রীমান্ মহাযশস্বী রাজা দশরথ অনুগামী শ্রীসম্পন্ন পুত্রদিগের সহিত সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুরবাসী দ্বিজগণ ও অন্যান্য পৌর ব্যক্তিরা বহু দূর হইতে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ হিমালয়সদৃশ উচ্চ স্বীয় প্রিয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় স্বজনগণ-কর্ত্তৃক বিবিধ কাম্য বস্তু-দ্বারা সুপূজিত হইয়া আনন্দিত হইলেন। তখন কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য-রাজপত্নীরা ক্ষৌম বাস পরিধান করিয়া হোমচিহ্নে ভূষিতা হইয়া মহাভাগা যশস্বিনী সীতা, উর্ম্মিলা ও সেই দুই কুশধ্বজ-তনয়াকে মঙ্গল আলাপন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। সেই সকল রাজকুমারীরাও অভিবাদ্যদিগকে অভিবাদন করিয়া শীঘ্র সমস্ত দেবালয় পূজা করিলেন, এবং ভর্ত্তাদিগের সহিত প্রমোদ-সহকারে একান্তে রমণ করিতে

লাগিলেন। এবং সেই সকল কৃতকৃত্য কৃতদার নরবর রাজনন্দনেরাও পিতার শুশ্রূষা করত সুহৃদ্গণের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছু কালের পর রঘুনন্দন রাজা দশরথ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে কহিলেন, "পুত্র! এই তোমার মাতুল কেকয়রাজপুত্র বীর্য্যসম্পন্ন যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন; অতএব তুমি ইহাঁর নগরে গমন কর।"

কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখনই শত্রুঘ্নের সহিত তথায় যাইতে উদ্যত হইলেন। সেই শৌর্য্যসম্পন্ন ভরত নরশ্রেষ্ঠ পিতা দশরথ, মাতৃগণ ও অক্লিষ্টকর্ম্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আমন্ত্রণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিলেন। বীর্য্যসম্পন্ন যুধাজিৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে পাইয়া পরম হৃষ্ট হইয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার পিতাও সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে ভরত গমন করিলে, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ দেবতুল্য পিতা দশরথকে পূজা করিতে লাগিলেন। রাম অতীব নিয়ত হইয়া পিতার আজ্ঞানুসারে পৌরদিগের প্রিয় ও হিতজনক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করত সময়ে সময়ে মাতৃকার্য্য ও গুরুকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রামের সেইরূপ স্বভাব ও চরিত্রে রাজা দশরথ ও নৈগম ব্রাহ্মণগণ অতীব প্রীতি লাভ করিলেন, অধিক কি! রাম তদ্দেশনিবাসী সকলেরই প্রীতিভাজন হইলেন। সেই অতিযশস্বী সত্যপরাক্রম-শালী রাম, যেমন ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণী হইতে সমধিক গুণসম্পন্ন, সেইরূপ সকল ভ্রাতা হইতেই সমধিক

গুণবান্ হইলেন। সেই মনস্বী রাম সীতাকর্ত্তৃক মানসে ধৃত ও তদ্গতমনা হইয়া তাঁহার সহিত বহু ঋতু বিহার করিলেন। একে ত সীতা "পিতৃকৃত-পত্নী" বলিয়াই রামের প্রিয়া ছিলেন, তাহে আবার তাঁহার রূপ ও গুণে রামের তাঁহার প্রতি দিন দিন প্রীতি বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল. প্রশস্ত-রূপবতী লক্ষ্মীর ন্যায় রূপসম্পন্না দেবকন্যা-সদৃশী মৈথিলী জনকনন্দিনী সীতা বিশেষ রূপে জানিতেন, যে, আমার স্বামীর প্রতি যাদৃশ প্রণয়, তাঁহার আমার প্রতি তদপেক্ষায় অধিক প্রণয়, সুতরাং তাঁহার মনে যেরূপ সদ্গুণ সকল বিরাজমান ছিল, তদপেক্ষায় দ্বিগুণ-ভাবে রাম বিরাজমান হইলেন। রাজর্ষি দশরথের পুত্র রাম সেই অভিকামা শ্রেষ্ঠরাজকন্যা সীতার সহিত মিলিত হইয়া অতীব প্রমোদান্বিত হইলেন, এবং লক্ষ্মীর সহিত মিলিত অমরেশ্বর বিভু বিষ্ণুর ন্যায় শোভা লাভ করিলেন।

সপ্তসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

আদিকাণ্ড সংপূর্ণ।